বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ — কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

●

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীহেমন্তকুমার পোদ্দার
পোদ্দার প্রিণ্টার্স
৪এ, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাত

পূজ্যপাদ

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি-আই-ই, ডি-লিট,

মহাশয় করকমলে

ভূমিকা

পৃথিবীর কবি নানা দেশের আকাশে এই সংসারকে দেখে গেছেন। প্রাণধরণীকে এমন ক'রে জানার ইতিহাস পূর্ব্বে ঘটে নি। বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই গ্রন্থে কিছু পাওয়া যাবে; পড়তে পড়তে মনে হয় যুগসঙ্কটের মুহূর্ত্তে একটি প্রদক্ষিণরেখা আঁকা পড়েছে যার দিব্যতা দূরকালের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত হবে। মানুষের সভ্যতায় রবীন্দ্রনাথের পরিভ্রমণ দেশে-দেশান্তে কী উদ্দীপনা জাগিয়ে গেছে তার কাহিনী এখন রচবার নয়। আমাদের চোখে সময়ের অন্ধকার, খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ। কোনো একটি দেশের পক্ষেও যথার্থ ইতিবৃত্ত লেখা অসম্ভব। বহু জাতির অভিজ্ঞতা একত্র হয়ে কালে কালে রবীন্দ্রনাথের কক্ষপথ বর্ণিত হবে। তাঁর গমনাগমনের চিত্র-রূপটিও বিস্ময়কর। কত মহাদেশ, সমুদ্রপারের দ্বীপ, অসংখ্য নগর, লোকালয় বারম্বার অতিক্রম ক'রে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও আকাশপথে, শৈলবন্ধুর পথে প্রতিবেশী সংসারের ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। সঙ্গে নিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের কোন গভীর আত্মীয়তা; বিচিত্র সংসর্গে আমাদের দেশকে প্রকাশ করেছেন, উন্নত করেছেন সমগ্র মানবের কাছে। ছবিতে বাণীতে মেশানো এই আশ্চর্য্য ঘটনাবলীকে একটি জীবনের মহাকাব্য বল্‌লেও সব কথা বলা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে এবং কবিতায় বিশ্বভ্রমণের বহু অধ্যায় নিহিত আছে, তার মধ্যে পৃথিবীর ভূমিকাই প্রধান। অর্থাৎ নানাদেশীয় সংসারের চলচ্ছবির পিছনে অজানা সমুদ্রতীরের সন্ধ্যা, কোথাও বা কর্ম্মস্রোতের সঙ্গে মিলিত কলস্বনা চীন-দেশীয় নদী, জাহাজঘাটের দীপমালার উপরে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠেছে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনার উল্লেখ কম। হয়তো তাঁর নিজের অঙ্কিত ছবিগুলিতে বিশেষ মানুষ-জন, পথে ঘাটে চলতি ঘটনার সংযোগ স্পষ্টতর পাওয়া যাবে, যদিও তার থেকে তথ্যের সন্ধান করা বৃথা। স্বপ্নে সঞ্চালিত রূপ-রেখায় বাঁধা পড়েছে এমন বহু মূর্ত্তি, দেশীবিদেশী নানা দৃশ্য-নাট্য যা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবেশ করতে পায় নি। লেখায় ভ্রমণকালীন ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষের প্রসঙ্গ বেশি তোলেন নি তার একটা কারণ হয়তো এই যে, ঐতিহাসিক সমগ্রতা দিতে হলে রবীন্দ্রনাথকে নিজের কথা অনেকটা বলতে হ'ত। সেই নিজের কথা তাঁরই প্রতি অভূতপূর্ব্ব সম্মান-সমারোহের সঙ্গে জড়িত, সেখানে আত্মকাহিনীই বড়ো হয়ে উঠত। পৃথিবী জুড়ে তাঁকে নিয়ে উৎসব-অভ্যর্থনার বিরাম ছিল না; এ-বিষয়ে কিছু লিখতে কবি কতদূর কুণ্ঠিত হতেন তা সকলেরই জানা আছে। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে তিনি অযাচিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছিলেন, পরিক্রমণের যোগে মিলিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে যে-সব আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তারও বর্ণনা কবি দেন নি, কেননা চলার পথে সাক্ষাতের মধ্যে গভীর পরিচয়ের অবকাশ ছিল না; কারো প্রতি অবিচার বা আংশিক বিচার

করা তাঁর স্বধর্ম্মের বিরোধী মনে করতেন। বিভিন্নদেশীয় জনতা বা বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে মতামত তাঁর লেখায় প্রকাশ পায় নি; কত বিচিত্র মানুষ এবং লোক-ব্যাপারের ভিতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে, কিন্তু নিজের সম্পর্কিত ইতিহাসের পরিচয়ে অভিজ্ঞতাকে তিনি বেঁধে রাখেন নি। প্রসঙ্গত কোথাও বা উল্লেখ আছে, দেশবিদেশের সভ্যতা সম্বন্ধে গভীর কোনো আলোচনার প্রান্তে পাড় বসানো। অথচ রবীন্দ্রনাথের দেশ ভ্রমণের প্রতি পর্য্যায়ের বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটন করে শত ঘটনার যোগে তাঁর বৃহৎ মানবিক কর্ম্মকে দেখানোর বিশেষ সার্থকতা আছে। কেননা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্ববিস্তৃত রূপকে আশ্রয় করেই এই যুগের বড়ো সার্থকতার ইতিহাস লিখিত হয়েছে। মহাকালের সেই অদৃশ্য লিপিকে প্রকাশ করবার ভার যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা যথার্থ ঐতিহাসিক।

জ্যোতিষবাবুর বইখানি পড়ে আনন্দিত হয়েছি, কেননা বাংলা ভাষায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবার্ত্তা আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। পৃথিবীজোড়া দুঃসময়েই এই আলোচনার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাই।

আশ্বিন, ১৩৪৯ — অমিয় চক্রবর্ত্তী

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর 'রবিবাসর' এক বৎসর বাইশটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার আলোচনা করিয়া কবির স্মৃতিতর্পণ করিয়াছিল। তাহারই একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণ, অনেক দেশের ও বহু জাতির শ্রদ্ধাকর্ষণ, দেশ-বিদেশে প্রতিভার প্রভাব বিস্তার, বিদেশে বাংলা ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধির বিষয় লইয়া 'বিশ্বকবির বিশ্বভ্রমণ' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি নূতন বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধে থাকায় বন্ধুগণ সেইটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। সেই উৎসাহে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য জানিয়াও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের বিরাট কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করি—ভরসা কেবল রবীন্দ্রনাথের কথা বলিবার পুণ্য। রবীন্দ্রনাথের দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণের কথা এত বৈচিত্র্যময় ঘটনা ও বাণীতে পূর্ণ যে দ্বাদশ খানি পুস্তক প্রকাশ করিলেও সব কথা বলা শেষ হয় না। এত ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা বলিতে যাওয়া অবিবেচনারই কার্য্য।

ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় কবির শেষ তুইবার ইউরোপ, আমেরিকা ও পারস্য দেশ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন; তিনি পুস্তকটির অনুমোদন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রুফগুলি একবার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্যাম, ডাঃ কালিদাস নাগ চীন, ডাঃ ডি. এন. মৈত্র আমেরিকা, অধ্যক্ষ অপূর্ব্ব চন্দ ক্যানাডা, ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী, কবির ভ্রমণ-সঙ্গী ছিলেন। তাঁহারা কবির বিদেশ ভ্রমণের বহু বিবরণ ও তথ্য না বলিলে পুস্তকটি অসম্পূর্ণ থাকিত।

'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ও 'দীপালি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তিনটি ব্লক এই পুস্তকে মুদ্রণের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, রবীন্দ্রনাথের নাম লইয়া গ্রন্থপ্রকাশে দোষ-ত্রুটী থাকিয়া যাওয়া অমার্জ্জনীয়। বিভিন্ন দেশের ও অনেক বিদেশীয় ব্যক্তির নাম লইয়া বহু বিভ্রাট ঘটিয়াছে। জার্ম্মাণী, চেক্, ফরাসী, ওলন্দাজ, রাশিয়া, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশের ও ব্যক্তির নামের উচ্চারণ আমাদের নিকট অপরিচিত ও তুর্ব্বোধ্য। তাঁহাদের ইংরাজী অক্ষরে মুদ্রিত নামের উচ্চারণও সঠিক নহে, সেই নামের বাংলা অনুবাদও যেমন শ্রুতিকঠোর তেমনই তুর্ব্বোধ্য। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-সঙ্গীদের

দ্বারা যতটা সম্ভব সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নানা ত্রুটী সত্বেও বাঙ্গলার নর-নারী পুস্তকটি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার, স্বাধীনতা-প্রীতির, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের ও ভ্রমণের উৎসাহের পরিচয় পাইলে কৃতার্থ হইব।

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা
মহালয়া; আশ্বিন, ১৩৪৯

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মুদ্রিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। শুনিয়াছিলাম ২॥• নির্দ্ধারিত মূল্যের স্থানে ৪৲ টাকা দামেও বিক্রয় হইয়াছিল। সুধী ও সাংবাদিকগণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ভ্রমণের দিকটি অত্যন্ত আদর করিয়াছিলেন। পাঠক-পাঠিকাদের পুস্তকের চাহিদা হইতে বুঝা গিয়াছিল বইখানির জনপ্রিয়তা।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার নিষ্ঠুরতা ও দেশবিভাগের দুর্গতিতে বিধ্বস্ত ও উৎপীড়িত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীর কবি ভারতে মহামানবতীর্থ গঠনের কল্পনা করেন। কিন্তু বিধির বিধানে বা রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতায় ভারত দ্বিখণ্ডিত, বাংলা দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে। বাঙ্গালার মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মহামানব-তীর্থের কল্পনা বিলীন হইবার মুখে পতিত, বাঙ্গালী যাযাবরের ন্যায় 'উদ্বাস্তু' হইয়া ফিরিতে লাগিল, বাঙ্গালী সমাজ, বাঙ্গালার সংস্কৃতি বিপন্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-অভিযানের কথা শুনিবার আগ্রহ ব্যাহত হইল। সেজন্য প্রকাশক পুস্তকখানি পুনঃ-প্রকাশের আগ্রহ করেন নাই।

ভারত এখন স্বাধীন; স্বাধীন ভারতের ঐক্য, ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাঙ্গালীর প্রচুর। এ অভিযানে

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেম ও প্রতিভা বাঙ্গালীর এক শ্রেষ্ঠ পাথেয়। তৎচিন্তায় যখন প্রসিদ্ধ প্রকাশক, বাংলা সাহিত্যের উন্নতির দরদী বাহক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 'বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করি, তিনি লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পুস্তকখানি মুদ্রিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

বইখানি প্রথম প্রকাশের পর আশা করিয়াছিলাম, বিশ্ব-ভারতী সংস্থা বা কবির ভ্রমণ-সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কবির বিশ্বভ্রমণ ও বিশ্বে বাঙ্গালা ভাষার বিস্তারের অভিযান বিষয়ে অধিকতর ঘটনাবহুল ও প্রামাণিক পুস্তক প্রকাশিত করিবেন। সে আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল, তাই এই বইখানির পুনর্মুদ্রণের কল্পনা করিলাম। কিছু কিছু সংশোধন ও সংযোজন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় আমার স্বজাতির নিকট আদর পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব। জয় সোনার বাঙ্গলা!

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা—২০
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

আমেরিকায় আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহিমা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা, প্রদীপ জ্বালাইয়া চন্দ্রকিরণের উজ্জ্বলতা পরিমাপ করিবার মতই ধৃষ্টতা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তিনি তাঁহার কবি-মানসের অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গ হইতে বিশ্বমানবের অন্তর নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, বিশ্বের ইতিহাস ও জয়যাত্রার অভিযান উপলব্ধি করিয়াছিলেন, নিজেকেও বিশ্বহিতে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কবির দৃষ্টিশক্তির প্রসার ও সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার বিশ্বময় ভ্রমণে প্রত্যক্ষ হয়।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পলেখক, গীত-রচয়িতা, গায়ক, বাগ্মিপ্রবর, রূপদক্ষ, শিক্ষাবিদ্, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, ঋষি—তাঁহার প্রতিভার আলোচনায় একটা সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া যায়। এখানে আমরা তাহার চেষ্টা করিব না, উহা আমাদের বিষয়বস্তুর বহির্ভূত। শুধু তাঁহার বিশ্বভ্রমণের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব মাত্র। আর, তাঁহার 'বিশ্বভ্রমণের' বিবরণ হইতে আমরা অবগত

হইতে পারিব—রবীন্দ্রনাথ কিভাবে সমগ্র বিশ্বের সুধী-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন; কেমন করিয়া তিনি এক পরাধীন সমাজের মানব হইয়া, স্বাধীন দেশের নর-নারীর শ্রদ্ধা-ভক্তি আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কেমন করিয়া কবি বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্য সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে পরিবেশন করিয়াছিলেন; কেমন করিয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের মর্য্যাদা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের অভিযানই—ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া মহাপ্রদেশে তাঁহার যশঃ ও প্রতিভার গৌরব বিস্তার করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের কথা বলিবার উপযুক্ত কথক তাঁহার ভ্রমণ-সঙ্গীরা—যেমন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ দ্বিজেন্দ্র-নাথ মৈত্র, ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, শ্রীমতী রাণী মহলানবিশ, শ্রীযুক্ত মুকুল দে, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কবির পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর। ইঁহারা সকলেই কিছু কিছু লিখিয়াছেন, হয়ত আরো অনেক কথাই বলিবেন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের কথা অফুরন্ত। যতই শ্রবণ করা যায় ততই আনন্দ ও গৌরব লাভ হয়।

রবীন্দ্রনাথের পুনঃ পুনঃ বিশ্বভ্রমণের মূল উৎস—পূর্ব্ব ও

পশ্চিমের মিলনে যে মহামানব সৃষ্টি হইবে তাহারই কল্পনা। এই মহামিলনের কল্পনার জাল কবি সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া বুনিয়া গিয়াছেন। সেই শান্তিময় মহামিলন-ক্ষেত্র হইবে এই ভারত। তাই কবি গাহিয়া গিয়াছেন—

কেহ নাহি জানে—কার আহ্বানে
কতো মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'ল হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন দল, পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।

বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। একাদশ বৎসর যখন তাঁর বয়স তখন তিনি তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর হইয়া হিমালয়ে বাক্রোটায়

বাস করেন। তারপর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় পিতার সহিত হিমালয় ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। ভ্রমণে তিনি যে নির্ম্মল আনন্দ পাইতেন তাহাই তাঁহার অনেক কবিতার উৎস। সতের বৎসর বয়সে তিনি বোম্বাই প্রদেশে আহমদাবাদ নগরে মধ্যম অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গমন করেন।

সেই বৎসরেই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদীয় পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে প্রথম গমন করেন। ভ্রমণে তাঁহার অপূর্ব্ব অনুরাগ, অপার আনন্দ, অদমনীয় উৎসাহ। সতের বৎসর হইতে বাহাত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে দ্বাদশবার ভ্রমণ করিয়াছেন। জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে ভ্রমণে কখনও তিনি ক্লান্তি প্রকাশ করেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষীদের নিবারণ, আত্মীয়-স্বজনের উদ্বেগ কখনও তাঁহার ভ্রমণ করিবার উদ্যমকে হ্রাস করিতে পারে নাই। দেশ-বিদেশে ভ্রমণে কবির চিত্ত যেমন প্রসার লাভ করিয়াছিল, দৃষ্টিশক্তি যেরূপ প্রখর ও সৃষ্টিশক্তি অফুরন্ত হইয়াছিল, তেমনই তাঁহার যশও দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। চীন ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"ভ্রমণ, বিশেষতঃ চীন ভ্রমণে স্পৃহা তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া"। ডাঃ কালিদাস নাগ কবির

নিকট শুনিয়াছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মদেশ হইয়া চীনে গিয়াছিলেন।

কবি যখন প্রথম ও দ্বিতীয় বার বিলাতে গমন করেন, বিদেশ হইতে জ্ঞান অর্জন করাই তখন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে শিক্ষা লাভ ও ভ্রমণ করিয়া প্রথম প্রথম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহজালেও তিনি কিছুটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্ত্য প্রীতির নিন্দা ও তীব্র সমালোচনা তাঁহারই অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার পর স্বদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারের ও সাধনার দ্বারের চাবিকাঠি দখল করিয়া সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান পান। উদাত্ত স্বরে তিনি তখন বিশ্বজনকে শুনাইলেন এক অমৃতের বাণী—

শুন বিশ্বজন, শুন অমৃতের পুত্র
যত দেবগণ
আমি জেনেছি তাঁহারে ।।

তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহা কৃপণের ধনের মতন নিজ হৃদয়ে লুকাইয়া রাখেন নাই; সমগ্র বিশ্বে তাহা বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন,—বিশ্বের সুধীজন জানিয়া-ছিল অমৃতের পুত্রের কি মহিমা। সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী ও গুণীজনের চিত্তে রবীন্দ্রনাথ যে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন

তাহা অন্য কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই ; এমন কি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ব্যতীত কোন স্বাধীন দেশের রাজা-রাজড়ার অদৃষ্টেও তেমন সম্মান লাভ ঘটে নাই। কবির সেই সম্মান ও যশের কথা শুনিলে তাঁহার স্বদেশবাসী হিসাবে আমাদের চিত্তও পুলকে ও গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ভারতের তথা বিশ্বের কোন কবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত অধিক দেশ ভ্রমণ করেন নাই, কোন কবি জীবদ্দশায় বিশ্বের এত অধিক লোকের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পান নাই। বৌদ্ধাচার্য্যেরা যেমন ভারতের সংস্কৃতির ও সাধনার বর্ত্তিকা সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই কেবল এশিয়াতে নহে, সমগ্র বিশ্বে,—ইয়োরোপ ও আমেরিকায়—ভারতের সাধনা, মুক্তি ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

অবশ্য বিশ্ববাসী তাঁহার এই ডাকে সাড়া দিতে পারে নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন বিশ্বহিতের জয়যাত্রার পথ আজও বিঘ্ন-সঙ্কুল—জাতির সহিত জাতির দ্বন্দ্ব, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর সংগ্রাম, ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব-শূন্যতা, সত্যের সন্ধানে অমনোযোগ, মানবাত্মার উপর যন্ত্রতন্ত্র ও বিশাল সর্ব্বভুক রাষ্ট্রের নিপীড়ন সভ্যতার সঙ্কট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবীণ বয়সে তাঁহার চিত্তকে এই সব চিন্তা পীড়া দিয়াছিল। তিনি অনেক সময় ইহা সহ্য করিতে পারেন নাই। আত্মার স্বাধীনতাকেই তিনি সর্ব্ব স্বাধীন মন্ত্রের উপরে স্থান দিতেন।

তিনি ছিলেন বিশালতার কবি। সেইজন্য বিশ্ববাসীর মহামিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার প্রেরণায় "বিশ্বভারতী"র পত্তন করেন। অমৃতের সন্ধানে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করিয়া তিনি গাহিয়াছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই স্বর্গভূমি
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি ॥"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের বর্ণনা পাঠ করিলে তাঁহার মত ও পথের গতি এবং ধারা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার স্বাধীন ও নির্ভীক চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার গভীর স্বদেশ-প্রীতি ও বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তীব্র অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যায়। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন—কখনও তিনি আত্মীয় বা পরিচিত বাঙ্গালীদের নিকট বাঙ্গলা ভাষায় ব্যতীত পত্র লিখিতেন না। বঙ্গবাণীর এমন একনিষ্ঠ সেবক দুর্লভ। তাঁহারই ব্যক্তিত্ব, তাঁহারই কবিত্বশক্তি, তাঁহারই পাঠের মধুর স্বরলহরী, তাঁহারই জ্ঞানগরিমা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাঙ্গলা সাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছে।

বাঙ্গালীর বিশ্বপ্রেম, বাঙ্গালীর—'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' সাধনার, বাঙ্গালীর—দেবতাকে অন্তরঙ্গ, নিজ ঘরের জন রূপে ধ্যানের এই শ্রেষ্ঠ সাধক ও দূত সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের স্মরণ, মনন ও পূজা স্বাধীন ভারতের বঙ্গ-ভাষাভাষীর ধর্ম্ম।

প্রথমবার বিলাত যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ দ্বাদশবার ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার নানা দেশ ও নগর ভ্রমণ করিয়া বিশ্বমানবের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর, যখন তাঁহার বয়স মাত্র সতের বৎসর তখন, তিনি প্রথম বার বোম্বাই হইতে 'পুণা' জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সে আজ হইতে পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বৎসর আগেকার কথা—তখন বিলাতযাত্রা সমাজে নিষিদ্ধ, বহু বিপদসঙ্কুলও ছিল। বাঙ্গালী বালকের পক্ষে সুদূর প্রবাসে ভিন্ন রীতিনীতি, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে অধ্যয়ন করা তখন কেবল অসুবিধাজনক নহে, রীতিমতো দুঃসাহসিকতাও। কবি নিজে সেই মনের অবস্থা তাঁহার লিখিত "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র" নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার সান্ত্বনার বিষয় ছিল, স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিবার সৌভাগ্য। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী মেজদাদা, মাতৃসমা স্নেহময়ী বৌঠান শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, খেলার সাথী সুরেন্দ্র ও ইন্দিরা ছিলেন তাঁহার চিত্তের পরমানন্দ ভোগের সঙ্গী।

রবীন্দ্রনাথ কখন কোন বাধায় দমিতেন না। যে রবীন্দ্রনাথ স্কুল পাঠশালার ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকিয়া লেখাপড়ায় কখনও তাঁহার মনকে নিয়োগ করিতে পারিতেন না, সেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য দেশের কর্ম্মব্যস্ত
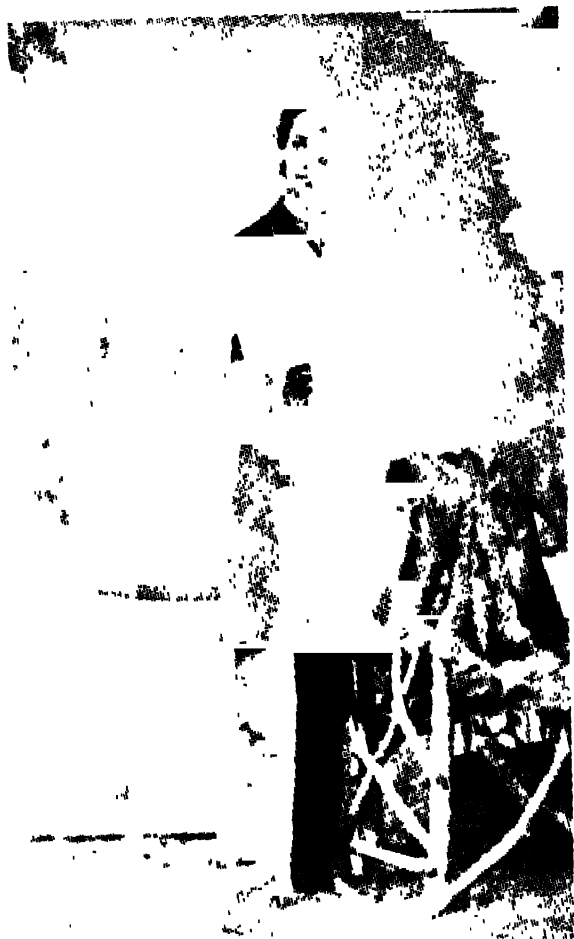
১৮৭৮ খৃঃ প্রথমবার ইংলণ্ড ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ—বয়স ১৭ বৎসর

জীবনধারার আবর্ত্তে পড়িয়া শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মতন ইংলণ্ডের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি স্কুলে ভর্ত্তি হন, পরে স্যার তারকনাথ পালিতের প্ররোচনায় লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কেবল যে অধ্যয়নই করিতেন তাহা নহে, তিনি বৃটিশ মিউজিয়মে নিয়মিত ভাবে গমন করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিতেন।

সেই সময় হইতেই চিত্র অঙ্কনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ দেখা যায়। তিনি ছবির গ্যালারীতে বসিয়া বসিয়া চিত্রগুলির অঙ্কনের পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিতেন। কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে লিখিয়াছেন—"১৭ বছরে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার মিউজিয়ম ও গ্যালারীগুলি তিনি খুব ভাল করে দেখতেন। তিনি একবার আমায় নিজে বলেছিলেন যে তাঁর ইংরাজ চিত্রকর টার্ণারের ছবিগুলি সেখানে সব থেকে বেশী ভাল লেগেছিল। এই নিয়ে পরে আমার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছিল। এমন কি তিনি বলতেন যে টার্ণারের ছবিতে যেমন নানা সময়ের সূর্য্যের অপূর্ব্ব আলোক-রশ্মি দেখা যায় তেমন আর কোথাও তিনি দেখেন নি।" (ভারতবর্ষ, ১৩৪৮, আশ্বিন)

এই কিশোর বয়সে বিলাতের চিত্রশালার চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য

তাঁহার চিত্তের উপরে এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে এই বিলাত ভ্রমণের ফলেই চিত্র অঙ্কনের স্পৃহা তাঁহার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। পরিণত বয়সে তাঁহার সেই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হইয়া বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়াছিল।

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা আগ্রহের সহিত শিখিতেন। তাঁহার ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন হেনরী মর্লে। তিনি রবীন্দ্রনাথের রূপে-গুণে, তাঁহার নম্র ও শান্ত ব্যবহারে আকৃষ্ট হন। একদিন যখন ক্লাসে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের লিখিত ভারতে ইংরাজ-শাসনের সমালোচনা বিষয়ক রচনাটি মর্লে দেখেন সেই দিনই গুরু, শিষ্যের প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে অধ্যাপক মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। প্রতিভা কখনও ভস্মাচ্ছাদিত থাকে না।

কেবল ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়া তাঁহার জ্ঞানপিপাসা মিটে নাই। তিনি একটি গানের স্কুলে গমন করিয়া ইংরাজি গানও শিখিতেন। কবি ইংরাজি গানের সুর ও তাহা গাহিবার কৌশল ও গুহ্যতত্ত্ব বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ বিজাতীয় ধরণের সঙ্গীত হইতে রসভোগ করিতে হইলে কঠোর সাধনারও প্রয়োজন। ইংরাজি সঙ্গীতের গুহ্য ধারা (টেক্‌নিক্‌) অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শিখিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আনন্দও

পাইতেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—"সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজি সঙ্গীতকে পরিহাস করে আনন্দ লাভ করা গেছে এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে ততোধিক বেশী আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে, যদি চেষ্টা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সঙ্গীত আমার ভাল লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নাই।" (য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি, পৃঃ ৬৭)

রবীন্দ্রনাথ অতি আগ্রহের সহিত পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া তাহার গুহ্য তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন সেইজন্য, এবং দেশী সঙ্গীতের উপর বাল্যকাল হইতে তাঁহার দখল থাকার নিমিত্ত নিত্য নূতন সুর তাঁহার গানে যোজনা করিতেন; সেই নব নব সুরেরগানই আজ 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই 'রবীন্দ্র সঙ্গীতই' কবিকে অমর করিয়া রাখিবে। রবীন্দ্র সঙ্গীতই বাঙ্গলা ভাষার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমগ্র বিশ্বে পরিবেশন করিবে। আজ এই রবীন্দ্র সঙ্গীতের রস উপভোগ করিবার জন্যই নিখিল ভারতের অ-বাঙ্গালীরাও বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার জন্য উৎসুক। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রের বাঙ্গলা অনুষ্ঠান লিপিতে রবীন্দ্র সঙ্গীত যাহাতে নির্দ্ধারিত হয়, তাহার জন্য কত

কলানুরাগী অ-বাঙ্গালী "নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার" সমিতির আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন।

আবার বাঙ্গলার কবি ইংরাজি গান শিখিয়াও গান করিয়া মনে তৃপ্তি পাইতেন না, মনের সে ভাব তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'র ৭৯ পাতায়—"সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্ গুন্ করে একটা দেশী রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখতে পেলুম অনেক দিন ইংরাজি গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত ও অতৃপ্ত হয়েছিল। হঠাৎ এই বাঙ্গলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। আমি দেখলুম সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে রকম প্রসারিত হল এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া, ঠুংরি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।"

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে প্রথমবার গিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার ও ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য। কিন্তু তাঁহার চিত্তে মাতৃভাষার প্রভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও ম্লান হয় নাই। নূতন নূতন দেশ, বিচিত্র

নরনারী, মনোহারী সভ্যতার আলোক তাঁহার মনকে আদৌ অভিভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। সেই বিলাতী সভ্যসমাজ ও আবহাওয়ার মধ্যে বাঙ্গলার কবি "ভগ্নহৃদয়" এর কবিতাগুলিতে বাঙ্গলারই ছবি রচনা করিয়া ভারতে পাঠাইতেন; মাতৃভূমির নর-নারীর কথা তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সুদূর প্রবাসে বসিয়াই তিনি বিদেশের নর-নারীর ও পাশ্চাত্ত্য সমাজের চিত্রও "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে" লিখিয়া 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার জন্য পাঠাইতেন। বিলাত ভ্রমণই তাঁহার সাহিত্য সাধনার পথ সরল করিয়া দিয়াছিল।

মাত্র দেড় বৎসর ইংলণ্ডে শিক্ষার্থীরূপে কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুনরায় বিলাত অভিমুখে যাত্রা

যদিও তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতের সহিত পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে মনে করিয়া পুনরায় তিনি বিলাত যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। ১৮৮১ সালের মে মাসে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও আশুতোষ চৌধুরীর (মাননীয় বিচারপতি স্যর

আশুতোষ চৌধুরী) সহিত আইন পড়িবার জন্য কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন হওয়াতে কবি মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথের মন যখন কোন বিষয় হইতে বিমুখ হইত, তখনই তিনি সে কার্য্যে আর অগ্রসর হইতেন না, কোন ক্ষতি বা লাভালাভের প্রতি তিনি দৃকপাত করিতেন না। ভ্রমণ ব্যাপারেই দেখা যায় তিনি অনেকবার মাঝ পথ হইতেও ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন। তাঁহার মনের স্বাধীন গতিতে তিনি কখনও বাধা প্রদান করিতেন না। তিনি মাদ্রাজ হইতে পিতৃ-সকাশে মুসৌরী গমন করেন এবং কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর সহিত কবির বিবাহ হয়। এই সময় হইতে তিনি বিশেষভাবে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা

দশ বৎসর পরে ১৮৯০ সালের ২৩শে আগষ্ট, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এবারেও বিলাত যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্ত্য দেশকে ভাল করিয়া চেনা, নানা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-কলার রসাস্বাদ গ্রহণ করিয়া নিজের চিত্তকে আনন্দরসে প্লুত করা এবং প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তির পুষ্টি সাধন করা। কিন্তু মাত্র দশ সপ্তাহ ইংলণ্ডে বাস করিয়া হঠাৎ কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দীর্ঘ দিন অবস্থান করিবার বাসনা লইয়াই কবি সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনার জন্যই ৮ই নভেম্বর তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। এবার তাঁহার আর একজন সঙ্গী ছিলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত, আই. সি. এস্ মহাশয়।

সমুদ্রযাত্রা-কালে তাঁহার শরীর সমুদ্রদোলন ব্যাধিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি প্রকৃতির শোভা, বিভিন্ন জাতির নর-নারীর মনোভাব বেশ উপভোগ করিতেন এবং তাহা হইতে তিনি যে রস আহরণ করিয়াছিলেন সেইগুলি সব 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি' পুস্তকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবসর পাইলেই স্বাধীন মনের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী

কর্ম্মচারী তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি যখন আলোচনা প্রসঙ্গে—ভারতবর্ষে প্রতিনিধিতন্ত্র প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করেন তখন তাহার প্রতিবাদে কবি বলেন—"তোমরা সর্ব্বদা আমাদের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা দেখাইয়া থাক, সেইটি আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি বলেই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যে আজ এত চেষ্টা করচি। ** আমাদের দেশের বর্ত্তমান প্রধান দুর্দ্দশা হচ্চে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্ব্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করেনা, তারাই আমাদের শান্তি রক্ষা করে, লেখা পড়া শেখায়, সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এরকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না।" (য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি, পৃঃ ৩৫)

ইংলণ্ড যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ ইটালি ও ফরাসী দেশ হইয়া যান। ৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিন্দিশি বন্দরে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রেল গাড়ীতে ইটালির বক্ষভেদ করিয়া ফরাসী যাত্রা করিলেন। পথের দুইধারে আঙ্গুরের ক্ষেত্রের ও ষ্টেসনে মাথায় রুমাল বাঁধা ইতালিয় সুন্দরীদের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবির হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছিল। নিজের বর্ণনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। "ইতালিয়ানীরা এখানকার আঙ্গুরের গুচ্ছের মত, অমনি একটি বৃন্তভরা

অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবন রক্ত অমৃষ্টি উজ্জ্বল এবং এই মানুষের মতন তাদের মুখের রঙ অতি বেশী সাদা নয়।" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৪১)

ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেই কেবল কবি মুগ্ধ হন নাই; সে দেশের, এবং ফ্রান্সেরও, সহর ও পল্লীর শ্রী, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য কবিকে বিস্মিত করিয়াছিল। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "কিন্তু এক চমৎকার চিত্র—পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে, পপ্লর-উইলোবেষ্টিত [illegible]। নিষ্কণ্টক, নিরাপদ, নিরাময় ফলশস্যে পরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এইতো যোগ্য আবাসস্থান। *** এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্যে যদি (এ দেশবাসী) প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে!" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৪৪)। আজকের স্বাধীন বাঙ্গালী কি এমনই প্রাণ দিবে?

তিনি যখন উত্তর পশ্চিম ইটালির মণ্টসেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলপথের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া প্রায় আধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের সীমানায় উপস্থিত হইলেন, তখন যে মহানন্দে তাঁহার মন ও প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন। "ফ্রান্সের এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে, ফরাসী জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।"

৮ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে অবস্থান করিয়া পরদিন নগর ভ্রমণ ও ঈফেল স্তম্ভ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ঈফেল স্তম্ভটি সু-উচ্চ, লৌহ স্তম্ভ। চারিটি পায়ার উপর অবস্থিত। স্তম্ভের উপর উঠিয়া তিনি যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা তিনি তাঁহার পত্নীকে পত্র লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ফরাসী ও ইংরাজ রমণীদের দেখিয়া চিত্তে যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন তাহারও প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—"আমার বিশ্বাস ইংরেজ মেয়েদের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নাই। ননির মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র—দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়!" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৫৪)

১০ই সেপ্টেম্বর কবি যখন লণ্ডনে উপস্থিত হন তখন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি পুরানো আবাসের দিকে লইয়া গিয়াছিল। যখন একদিন গৃহস্বামিনীর কুমারী কন্যা কবির দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রুত পুরাতন সুর পিয়ানোতে বাজাইতেছিলেন, তাহা শুনিয়া কবির হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠে এবং দেশের কথা মনে উদয় হয়। তিনি বাঙ্গলা গান গাহিয়া সে দেশের নারীদের মন ভিজাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। "আজ (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যার সময় গোটা কতক বাঙ্গলা গান গাওয়া গেল। তার মধ্যে গুটি দুই তিন এখানকার শ্রোতৃগণ বিশেষ পছন্দ করেছেন। আশাকরি সেটা কেবলমাত্র মৌখিক

ভদ্রতা নয়।" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৫৬)। এমনই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতিভার পরিচয় ও বাঙ্গলা ভাষার প্রভাব পাশ্চাত্ত্য দেশে বিস্তার করিয়াছিলেন।

কবি স্যাভয় থিয়েটার ও লাইসীয়ম নাট্যশালায় প্রায়ই গমন করিয়া পাশ্চাত্ত্য নাট্য ও নৃত্যকলার রস আস্বাদন করিতেন এবং নানা অনুপ্রেরণা পাইতেন। তখন লাইসীয়ম নাট্যশালায় বিখ্যাত নট হেনরী আর্ভিং অভিনয় করিতেন। তাঁহার অভিনয়-কৌশল কবির হৃদয়ে বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। ন্যাশনাল গ্যালারীর চিত্রগুলিও তাঁহার তরুণ মনে ছাপ দিয়াছিল। এবারও ইংরাজি সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এবার ইংলণ্ডের নর-নারীর আচার ব্যবহার তাঁহার চিত্তে আর তেমন আনন্দ দেয় নাই। সেই নিমিত্ত ফিরিয়া যাইবার নির্দ্দিষ্ট দিনের বহু পূর্ব্বে স্বদেশে যাইবার জন্য তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—"আমি মেনে নিচ্ছি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। * * তোমাদের সাহিত্যের মধ্যে যাদের সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়, তোমাদের সমাজের মধ্যে তাদের দর্শন পাওয়া দুর্লভ। কারণ সাহিত্যে সমস্ত বাহ্যাবরণ দূর করে অন্তরের মানুষটিকে টেনে এনে বিনা ভূমিকায় এবং বিনা পরিচয়পত্রে মিলন করিয়ে দেয়। *** এখন আমি বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি ;

সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই।" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৬১)

'টেমস্' জাহাজে ৯ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ একাই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবারের বিলাত ভ্রমণে তিনি বিলাতী সভ্যতা ও সাহিত্যের অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া যা কিছু অভিজ্ঞতা আহরণ করিয়াছিলেন সেইসব সম্পদ তিনি বঙ্গভাষা-জননীর রাতুল চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এবার তিনি স্বদেশপ্রেমের যে বীজমন্ত্র পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহাকে প্রায় বিশ বৎসর অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি বিদেশের অতীত ইতিহাস না জানিয়া কোন জাতির দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন "ভিন্ন জাতিকে বিচার করবার সময় তার সমস্ত অতীত ইতিহাস পরস্পর যদি হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি, তাহলেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব। কিন্তু সে সহৃদয়তা কোথায় পাওয়া যায়!" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৮১)

তবে তিনি ইংরাজ মহিলাদের বিষয় অনেক কিছু বলিয়াছেন। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন—"অনেক অল্পবয়সী ইংরাজ মেয়ে দেখা যায় তারা বড়ই 'স্মার্ট', বড্ড চোখমুখের খেলা, বড্ড নাকে মুখে কথা, বড্ড খরতর হাসি, বড্ড চোখা চোখা জবাব ; কারো কারো লাগে ভাল, কিন্তু শান্তিপ্রিয় সামান্য লোকের পক্ষে নিতান্ত শ্রান্তিজনক।" (য়ুঃ যাঃ ডাঃ, পৃঃ ৭৮)

পথে রবীন্দ্রনাথ জীব্রালটার ও মাল্টার দুর্গম দুর্গ দেখিয়া

ইংরাজদের সাত সমুদ্রের উপর আধিপত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ১৭ই অক্টোবর মাল্টা দ্বীপে জাহাজ পৌঁছাইলে মাল্টা দেখিবার জন্য অবতীর্ণ হন। সমুদ্রতীর হইতে সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী রহিয়াছে, সেই সোপান বাহিয়া সহরের মধ্যে উঠিতে হয়। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকা-খচিত তরুগুল্মহীন সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠিতেছে একবার নীচে নামিতেছে। সমস্তই ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক আছে, সেইখানে ব্যাণ্ড বাজে, এইটি সহরের বিলাস-ভ্রমণের প্রধান স্থান। এই দুর্গম মাল্টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুইবৎসর দুর্দ্দান্ত জার্ম্মাণ বিমানপোতের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক 'রুল ব্রিটানিয়া'র মর্য্যাদা রাখিয়াছিল।

ফিরিবার মুখে ব্রীন্দিশিতে নামিয়া সেখানকার গোরস্থানের নূতন ধরণের গোর দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"অধিকাংশ গোরের উপর এক একটি ছোট ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দ্দা দিয়ে, রঙিন জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর। এর মধ্যে কেমন একটি ছেলেমানুষি আছে, মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্চে না।" এ দেশে বর্দ্ধমান রাজবংশের রাজা-রাণীদের এই রকম সমাজ-বাড়ী কালনাতে দেখিয়াছি। সেখানে মৃত রাজা বা রাণী যেমন ভাবে প্রতিদিন আহার ও বিহার করিতেন, সেই প্রকার ব্যবস্থারই অনুষ্ঠানে মৃতের স্মৃতি রক্ষা

করিবার চেষ্টা হয়। এ সব অনুষ্ঠানের দ্বারা অনেকে প্রতিপালিত হন। এই প্রকার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা পশ্চিম ও মধ্য ভারতের রাজারাও করিয়া থাকেন। ছত্তরপুর রাজ্যে রাজা ও রাণীদের এমনই ভাবে "মক্‌ববারা" প্রতিষ্ঠিত দেখা গিয়াছে। সকল জাতির মধ্যেই মানবপ্রবৃত্তির মূল ধারা সমানেই প্রবাহিত হয়।

৩রা নভেম্বর, সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের রবি কবির প্রাণে স্বদেশের মোহরসের নৃত্য তুলিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছাইল। দুই দিনের মধ্যে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আগমন করিয়া স্বজন পরিবারবর্গের মিলন সুখে কবি বিভোর হইয়া উঠিলেন।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি সংসার, সমাজ-সেবা ও সাহিত্য-সাধনা পরিপূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ করেন। প্রথমে শিলাইদহে কিছু-দিন ছিলেন, তখন তিনি পদ্মাবক্ষে প্রায় ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কবি মনকে সরস রাখিতেন। জমিদারী কার্য্যের অবসর-কালে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। ১৮৯৩ সালে যখন উড়িষ্যায় গমন করেন তখন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহাগুলির এবং পুরী ও ভুবনেশ্বর দেব-দেউলের শিল্প-ঐশ্বর্য্য তাঁহার চিত্তে পরম আনন্দ দেয়। পাথরের উপর বাটালির আঁচড়ে শিল্পীদের যে সৃজন-শক্তির পরিচয় কবি পাইয়াছিলেন তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর দ্বারা শিল্পীদের সেই শক্তিকে মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছেন। কবি মধ্যে মধ্যে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কার্ম্মাটার, শিমলা শৈল, হাজারীবাগ,

আলমোড়ার শৈল নগরীতে গমন করেন। যখন যেখানে গিয়াছেন সেইখানে কি সুখে কি দুঃখে কবির কবিতা যেন মুক্ত ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইত।

এই বাইশ চব্বিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-যশঃ-সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাঁহার কবিত্বশক্তি পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভা দেশে সু-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মাধুর্য্য, পদলালিত্য, শব্দচয়ন-কৌশল, স্বদেশপ্রেম, দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। তিনিও তখন তাঁহার জীবনদেবতার আহ্বানে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন।

"নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি!
তোমার পাই নে কূল,
আপন-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই না তুল!"

কবি তাঁহার মানসনেত্রে সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান পাইয়া দেশবাসীকে সেই অমৃতবাণী শুনাইয়াছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মধ্যে তোমার বিকাশ
তাই এত মধুর!

* * *

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।"

তখন কবির বয়স পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। বিশ্বভারতীর কল্পনা তখন সবে অঙ্কুরিত হইয়াছে। তখনই তিনি বাঙ্গলার নর-নারীর হৃদয়-আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর আদরের ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়া আছে। এমন কি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দেই "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গলার আর একটি প্রতিভাবান পূতচরিত্র সন্তান স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটি কবিতার ছত্র রচিয়া বাঙ্গলার আদরের কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন—

"উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকোনা আর
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হল হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি
নব বাল্মীকি, প্রতিভা দেখাইতে পুনর্ব্বার।"

(স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)

বাঙ্গালী তাহার আদরের কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় প্রথম হইতে পাইয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে পূজা করিতে তাহারা অনেক পূর্ব্ব হইতে শিখিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের

স্বদেশী গান ১৯০০ সালের গোড়া হইতে বাঙ্গলার নর-নারীর হৃদয়রাজ্য দখল করিয়াছিল। বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ সাহিত্যিক-দের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধি-বেশনেই তাঁহাকে সভাপতি করিয়া সম্মান দিয়াছিল। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরের পূজারীগণ এ যুগের বাগ্‌দেবীর শ্রেষ্ঠ সাধককে জয়মাল্য প্রদান করেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার টাউন হলের মহতী সভায় ১৯১২ সালের ১২ই জানুয়ারীতে বঙ্গের সুধী ও সাহিত্যিক-মণ্ডলী কবির বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন। বাণীর বরপুত্র রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গলার নরনারীর প্রাণের কথা, হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সুন্দর সুললিত অভিভাষণে লিখিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে সম্মান পাইবার পূর্ব্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কবিকে ডি-লিট্ উপাধি দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইবার পর ১৯৫০ সালে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে—তাহাতে রবীন্দ্রনাথের "জন-গণ-মন অধিনায়ক"—জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা পাইয়াছে। স্থল-জল-বিমান সৈন্যগণ তাহাদের বাদ্যে "জন-গণ-মন" ধ্বনিত করিয়া ভারতবাসীকে দেশমাতৃকার পূজায় অনুপ্রাণিত করিতেছে।

তৃতীয়বার ইয়োরোপ ভ্রমণ

এই ১৯১২ সালের প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৯১০ সালে, বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যর উইলিয়াম রটেনষ্টাইন কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন ; গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে ভারতীয় চিত্রকলা-অঙ্কনপদ্ধতি দেখিয়া তিনি কেবল মুগ্ধই হন নাই, শ্রদ্ধান্বিতও হইয়াছিলেন। রটেন-ষ্টাইন সাহেব যখন অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাটীতে গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁহার কবিত্বশক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলার দুই প্রতিভাবান মহাপুরুষকে তাঁহাদের অবদান পাশ্চাত্ত্য দেশের সুধীজনের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যদি ইয়োরোপে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাচ্ছটার বিকিরণ হয়, পাশ্চাত্ত্যবাসীরাই ধন্য ও উপকৃত হইবে, এই কথাও বলিয়া যান।

লণ্ডনে ফিরিয়া, সেখান হইতেও ঠাকুর মহাশয়দ্বয়কে সেখানে যাইবার জন্য তিনি তাগাদা দেন—এ বিবরণ স্যর উইলিয়াম রটেনষ্টাইন তাঁহার "মেন এণ্ড মেমারিস্" গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে লিখিয়া রাখিয়াছেন। ("Men and Memories : Recollections of William Rothenstein, 1900-22")

অবনীন্দ্রনাথের আসন টলিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে ত আতঙ্ক বা অবসাদ কিছুই নাই ; তিনি রটেনষ্টাইনেরই অনুরোধে ১৯১২ সালের ২৭শে মে, বোম্বাই হইতে তৃতীয়বার ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার প্রধান সঙ্গী হইলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ আরব সমুদ্র হইতে এক পত্রে স্বদেশত্যাগের বেদনার কথা কবি লিখিয়াছিলেন (প্রঃ, শ্রাবণ ১৩১৯)।

রটেনষ্টাইন সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন—"মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্পের অনুবাদ পাঠ করিয়া আমি এত মুগ্ধ হই যে, আমি তখনই জোড়াসাঁকোতে পত্র লিখিয়া জানি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পগুলি কোথায় পাওয়া যায়। কয়েক দিবস পরে অজিত চক্রবর্ত্তীর দ্বারা অনুবাদিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার একটি খাতা আমার নিকট আসিল। সেগুলি যেমন রহস্যময় তেমনই আধ্যাত্মিক। দেখিলাম গল্পটি অপেক্ষা কবিতাগুলি অধিকতর মনোরম ও উদ্দীপক। আমি কবিতাগুলি পাঠে যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম তেমনই বিস্মিত হইয়াছিলাম। এমন সময়ে কুচবিহারের মহারাজার আত্মীয় প্রমথলাল সেনের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি সে সময়ে ভারতের প্রসিদ্ধ দার্শনিক, বালক-স্বভাবযুক্ত, সরল, হৃদয়বান ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে আমার বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনে আসিবার জন্য তাঁহাদেরও পত্র লিখিতে অনুরোধ করি। তারপরই এক

দিন শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লণ্ডনে আসিতেছেন। তখন হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে দীনের কুটীরে রবির উদয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, বাস্তবিকই পূর্ব্বের রবি পশ্চিমে প্রকাশ পাইল।

রবীন্দ্রনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সমুদ্রযাত্রাকালে তিনি যে সব বাঙ্গলা কবিতার তর্জ্জমা নিজেই করিয়াছিলেন তাহার খাতাটি আমায় উপহার দিলেন, সেই সন্ধ্যায় আমি কবিতাগুলি পড়িয়া ফেলিয়া অপার আনন্দ পাইলাম। কবিতাগুলি আমার নিকট যেন মনে হইল, এক অসামান্য রহস্যময় ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

আমি এই মুক্তারাশির কি মর্ম্ম বুঝিব, সেইজন্য তদানীন্তন কবিশ্রেষ্ঠ ইয়েটসকে এই রত্নের আকরের সন্ধান দিলাম। তিনি প্রথমে আমার পত্রের কোন উত্তর দিলেন না (বোধহয় ভারতবাসী একজন সে আবার কি ইংরাজিতে কবিতা লিখিবে; তাহা আবার পড়িতে হইবে, এইরূপ মনে ভাবিয়া)। আমি পুনরায় তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে পত্র লিখিলাম, তিনি এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাগুলি পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলাম। কবি ইয়েটস্ কবিতাগুলি পাঠ করিবামাত্রই এমনই মুগ্ধ হন যে, তাঁহার পল্লী-নিবাস হইতে রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে লণ্ডনে ছুটিয়া আসিলেন।

দুই কবির এই মিলনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের বীজ রোপিত হইল। ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া

বহুক্ষণ নিভৃতে আলাপ আলোচনা করিলেন। তখন হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবি ইয়েটস্ প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিলেন। একটি পত্রে ইয়েটস্ আমায় লিখিয়াছিলেন—আমি নরম্যাণ্ডিতে বসিয়া গীতি-কবিতা লিখিতেছি, আমার ইচ্ছা তোমাদের নিকট ছুটিয়া যাই, কারণ তোমরা দুইজনই আমার কবিতা রচনার প্রেরণা ও উৎস। 'I have been writing lyric poetry in Normandy, I wish I could have gone down to you, for I find Tagore and you are a great inspiration in my own art'.

টেগোরকে যে একবার দেখিয়াছে এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কবির মহত্ত্বপূর্ণ সুঠাম সুন্দর মূর্ত্তি, তাঁর সৌজন্য এবং অন্তর্দৃষ্টি দর্শকমাত্রেরই মনের উপর শ্রদ্ধার প্রভাব বিস্তার করিত।

টেগোর প্রথমেই একেশ্বরবাদী ষ্টপফোর্ড ব্রুকের সহিত দেখা করিতে উদ্‌গ্রীব হন। কারণ টেগোর ব্রাহ্ম সমাজের লোক, ষ্টপফোর্ড ব্রুক ও ইষ্টলিন কার্পেণ্টারের কথা রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে হইতে অবগত ছিলেন। ষ্টপফোর্ড ব্রুক আমায় তাঁহার ম্যানচেষ্টার স্কোয়ারের নিবাসে টেগোরকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করায় আমি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ব্রুকের বাটী গমন করিলাম। দুই ঋষির মিলন হইল, আবার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনসূত্রে আর একটি গ্রন্থি পড়িল। তাঁহাদের মধ্যে কতই না কথা চলিল।

আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে হাড্‌সনের 'গ্রীন ম্যানসন' পুস্তকখানি রবীন্দ্রনাথ বড় ভালবাসিতেন, উহার লেখকের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার সহিত এবং তারপর মারগ্যারেট উডের সহিত আমি মিলন করিয়া দিলাম। কবিদ্বয়ের সহিত ভারতের কবির মিলন যেমন প্রীতিকর তেমনই হিতকর।

নবীন কবি এজ্‌রা পাউণ্ড টেগোরকে একেবারে পাইয়া বসিল, তাঁহার সঙ্গ আর ছাড়ে না।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ টেগোরের সহিত শ', ম্যাসফীল্ড্‌, ওয়েলস্‌, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি, এণ্ড্রু, ব্র্যাডলী, জে.এল. হ্যমাণ্ড, আর্ণেষ্ট রীস, ফক্স ষ্ট্রাঙ্গওয়েজ, ষ্ট্রাগ মূর ও রবার্ট ব্রীজেস্‌ প্রভৃতি সুধী ও সাহিত্যিকগণের পরিচয় হয়। টেগোর তাঁর অলৌকিক বক্তিত্ব দ্বারা এই সকল মনীষিগণের সহিত অল্পকালের মধ্যেই বন্ধুত্ব করিয়া ফেলিলেন।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার জর্জ কলডেরোণ, টেগোরের 'আরাকানের মহারাণী' নামে গল্পটির নাট্যরূপ প্রদান করেন। এই নাটকটি আলবার্ট হল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। আমিই টেগোরকে দর্শকমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়া দিবার সৌভাগ্যলাভ করি।

ইহার পর টেগোরের 'ডাকঘর'—যেটি তিনি স্বয়ং 'পোষ্ট আফিস' নামে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন, ডাবলিনে অভিনীত হয়। মিস্‌ ইয়েটস্‌ 'পোষ্ট আফিসের' একটি মনোরম সংস্করণ 'কাউলা প্রেস' ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

একদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের হেম্পষ্টীডহীথ্ ভবনে 'চিত্রা' ও 'কিং অব দি ডার্ক চেম্বার' নাটকটি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন—তাঁহার সুমধুর স্বর, সুস্পষ্ট সুমিষ্ট উচ্চারণ, স্বরের নামা উঠার তরঙ্গ আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তৎশ্রবণে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এই বৈঠকে জর্জ্জ মূরকে রবীন্দ্রনাথের পাঠ শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল—কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী বলিয়া আসেন নাই। এমন কি শ'ও (Shaw) এই নাটক পাঠ শুনিতে আসেন নাই।

কিন্তু তার বিশ বৎসর পরে যখন এভেলীন্ রেঞ্চ এবং ইয়েটস্-ব্রাউন টেগোরকে সম্বর্দ্ধনা করেন, তখন কিন্তু দুইজনেই অতি আগ্রহের সহিত রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাদা চুলের মাথাগুলা ও সাদাচুলের দাড়িগুলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই টেবিলে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া আলোচনা ও আপ্যায়ন চালান।"

রটেনষ্টাইনের এই উক্তি হইতে কেমন করিয়া এক পরাধীন জাতির বঙ্গবাণীর বরপুত্র—রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই উপলব্ধি হয়।

যে কবি ইয়েটস্ প্রথমে বঙ্গকবিকে হতশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সেই টেগোরকে বিশ্বের কবি-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ইয়েটস্ই রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র

ভূমিকা লিখিয়া দেন এবং এই রটেনষ্টাইন গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের নিকট রটেনষ্টাইনের স্বহস্তে অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের একটি আলেখ্য আমরা দেখিয়াছি।

ডাঃ মৈত্র গীতাঞ্জলির ভূমিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"মনে আছে কি করে কবি ইয়েটস্ আমাকে তাঁর এক ঘুপসী (স্বল্প আলোকময় ছোট) ঘরে, বোধহয় মোমবাতির আলো জ্বলছিল —যেন ডিকেন্স-এর সময়ের ঘর—বসালেন। আমায় ডিনারে সেদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভোজের পর কবি ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা 'পাম্প' করতে (পেটের কথা বাহির করিতে) লাগলেন, আর আমি যথাযথ প্রাণ খুলে বলে যেতে লাগলাম। তারপর এমনি আবার একদিন ইয়েটস্ জিজ্ঞাসা করেন—আপনার কথাগুলির উপর ভিত্তি করিয়া আমি যদি গীতাঞ্জলির ভূমিকা ও রবীন্দ্র-পরিচয় লিখি, আপনার আপত্তি আছে কি? আমি বলিলাম—আমার আপত্তি হবে কেন? আমার প্রত্যেকটি কথা সত্য। তবে আমার নাম না দেওয়াই ভাল, দেবেন না।—কবি ইয়েটস্ আমার কথা গীতাঞ্জলির ভূমিকায় সব লিখেছেন, আমার অনুরোধ রেখে আমার নাম করেন নি—তবে ভূমিকার প্রথম লাইনে বাঙ্গলার এক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

ডাঃ মৈত্র আরো বলেন,—"লণ্ডনে প্রায় এক বাড়ীতেই

ছিলাম, রোজই দেখা হত। একদিন ক্রমওয়েল বোর্ডিংএর ছাত্রাবাসের নীচের হলে কবি তাঁর গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলেন। সেখানে অনেকে ছিলেন,— রটেনষ্টাইন, ফকস্ ষ্ট্র্যাঙ্গোয়েজ, পিয়ারসন্ ইত্যাদি। বোধহয় সেদিন ইয়েটসও ছিলেন। ৺সুকুমার রায় চৌধুরীও ছিলেন। পড়া শেষ হলে সকলে নিস্তব্ধ, যেন অভিভূত! সকলে বলে উঠ্‌লেন 'অপূর্ব্ব।' কবি বিনয় সহকারে বল্লেন—'আমার ইংরাজী লেখার তো কখনো অভ্যাস নাই, এই আমার একরকম প্রথম ইংরাজী লেখা। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার লেখার ভুলচুক দেখে বা সংশোধন ক'রে দেবেন?' তাতে বোধহয় ইয়েটস্ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—'এই সুন্দর ইংরাজী লেখার উপর কেউ এক কলমও বসাতে পারবে না।' সে কী গুণগ্রাহিতা!

তারপর একদিন একজন প্রতিভা-সম্পন্না বিদুষী মহিলা তাঁর গীতাঞ্জলির গানে সুরযোজনা করে গাইলেন। সে গান কি অভিনব! আবৃত্তি, না গান, না দু'য়ে মেশানো।"

আর্নেষ্ট রীস্ রবীন্দ্রনাথের যে জীবন-চরিত লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের পাঠ শুনিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতা পাঠ সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুললিত কণ্ঠস্বর এবং পাঠভঙ্গিমা শ্রোতাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত আনন্দে অভিভূত করিয়াছিল।

কবি এবার লণ্ডনে আসিবার পূর্ব্বে মার্সেল্‌স্ বন্দরে অবতীর্ণ হইয়া রেল গাড়িতে প্যারিসে আসেন। সেখানে একদিন বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তিনি প্যারিস নগরের পরিচয় দানে লিখিয়াছেন—"বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় প্যারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবেনা। চারিদিকে আমোদ প্রমোদের বিরাট আয়োজন! মানুষকে সুখী করবার জন্য সুন্দরী প্যারিস নগরীর কতই সাজসজ্জা। কিন্তু এই কথাই কেবল আমার মনে হয়, মানুষকে খুসি করার সহজ কোনো চেষ্টা নাই।"

প্যারিস হইতে কবি ক্যালে আসেন, তথা হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ডোভারে পৌছান, ট্রেন যোগে লণ্ডন সহরে উপস্থিত হইয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের কারণ—"অনেক কাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি কিন্তু এখন মোটর গাড়ির একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে সহরের ব্যস্ততা আরো প্রবলভাবে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর বিশ্বস্থ (অম্নিবাস), মোটর মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি, লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কি ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহ্যমূর্ত্তি তাহাই বা কি ভীষণ!"

১২ই জুলাই লণ্ডনের সাহিত্যিকসমাজ বাঙ্গলার রবিকে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন, সেই সান্ধ্য

সভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি ইয়েটস্ ছিলেন সভাপতি। এচ্ জি ওয়েল্স্ও উপস্থিত ছিলেন, প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী মিস্ এম সিন্ক্লেয়ার, নেভিনসন, হ্যাভেল্, কবি রল্স্টন ও চিত্রকর রটেনষ্টাইন এই সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যখন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নেশন' কাগজের সম্পাদকমণ্ডলী কবি রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন—তখন রবীন্দ্রনাথ বিলাতের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইলেন। এই প্রীতি সম্মিলনীতে বহু মনীষী উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার আদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সহিত এই সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয়।

এই 'নেশন' পত্রিকার মধ্যাহ্ন-ভোজের সম্বন্ধে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"ইতিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাহ্ন ভোজে আহূত হইয়াছিলাম। 'নেশন' এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে সকল মহাত্মা, স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে যাঁহারা কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, 'নেশন' তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।

'নেশন' পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে

করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইঁহাদের আলোচনা ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯, পৃঃ ৪৮১)

কবি ইয়েটস্ একটি সারগর্ভ বক্তৃতায় কবিকে অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করেন। তাহার বঙ্গানুবাদ ১৩১৯ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীর পাতায় অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ পাঠ করিলেই লণ্ডনের সুধীসমাজের মনের ভাব উপলব্ধি হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন —"একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্য জীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অদ্য আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টি গীতি-কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই অবিকৃত গদ্যানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে

পাইতেছি, যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায়, ইহারা অতুলনীয়। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে একদা ইউরোপে এই রচনারীতি পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় গীত-রচয়িতা; তাঁহার কবিতাতে তিনি সুর বসাইয়া থাকেন, তারপর তিনি সেই কবিতা ও গান কাহাকেও শিক্ষা দেন। এবং এইরূপে মুখে মুখে সেই গান তাঁহার দেশবাসী কর্ত্তৃক গীত হইয়া চলিতে থাকে যেমন তিন চার শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে কবিতা গীত হইত। ইঁহার সকল কবিতার একটি মাত্র বিষয়— ঈশ্বরের প্রেম। আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস্ এ কেম্পিসের 'খ্রীষ্টের অনুকরণে'র কথা। ইহারা সদৃশ বটে — কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ !***" এইরূপ ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনের সুধীগণের নিকট ইয়েট্‌স্ পরিচয় করিয়া দেন।

ইয়েট্‌স্ বক্তৃতা দিবার পর রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার অনুবাদ স্বয়ং পাঠ করেন। সভায় কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রশংসা করেন। কবি এই সম্বর্দ্ধনার উত্তরে বলেন—"*** আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে – তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবিতে এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা গৃহিণীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবী করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী

পক্ষের অনধিকার প্রবেশকে তিনি প্রশ্রয় মাত্র দেন নাই।” কবি তাঁহার সম্বর্দ্ধনাকারীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলেন—“প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে। —না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই।” এইরূপ আশা ও কল্পনার জাল রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া বুনিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া বহু পত্র আসিয়াছিল। একজন স্ত্রীকবি রবীন্দ্রনাথের পাঠ শুনিয়া পত্র লিখিয়াছেন—“যেদিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়েনা যে গত রাত্রে যেমন সুখানুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনো দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কি না সন্দেহ।” (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯)।

আর একজন মহিলা কবি লিখিয়াছিলেন, “আপনার কবিতাগুলির কবিত্ব হিসাবে একটি যে সম্পূর্ণতা আছে এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়—যে অতীন্দ্রিয় জিনিয বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—তাহারি সেই একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম।*** যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি সরল সুন্দর ইংরাজীতে এমন রস আনিয়া দিয়াছেন

যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, অন্য কোন পাশ্চাত্ত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব এমন আশা করিতে পারি নাই।"

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ 'মডার্ণ রিভিউ'তে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া একজন সুধী বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন—"মৌলিক বাংলায় যে ইহা অপেক্ষা আর কি ভালো কবিতা থাকিতে পারে তাহা আমার ধারণারও অতীত।" দীনবন্ধু এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের দ্বারা তাঁহার স্বজাতি কতদূর উদ্বুদ্ধ ও উন্নত হইয়াছিল সে কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন—"কবির প্রতি কাহারো কাহারো ভক্তি এমন প্রবল ছিল যে তাঁহারা কবিকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদধূলি লইতেন।"

হাউস অব্ কমন্সে ভারতবর্ষীয় বাজেট আলোচনাকালে সহকারী সচিব মণ্টেগু কবির বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছিলেন। টাইমস্ পত্রেও তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

"ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোনো দেশে নাই।"

'মাঞ্চেষ্টার গার্জিয়ান' পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, "ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশে যে সম্মান, সম্ভ্রম, প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং রসিক সমাজে যে সাড়া পড়িয়াছে এমনটি

এযুগের লোকের স্মরণকাল মধ্যে কখনো হয় নাই, কোনো প্রাচ্য অতিথির জন্যও এ প্রকার হইতে দেখা যায় নাই।” (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৯, পৃঃ ৫৬৬)

কবি ইয়েট্‌সের প্রতিভার বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং করিয়াছিলেন লণ্ডনে বসিয়া ১৯১৯ সালের ১৯শে ভাদ্র, ৩৭ আলফ্রেড্ প্লেস, সাউথ কেন্সিংটন হইতে লিখিত একটি পত্রে ; সেই পত্র ১৯১৯ কার্ত্তিকের প্রবাসীতে মুদ্রিত আছে। “ইয়েট্‌সের হৃদয়ে বিশ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে কাব্যসঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ব জগৎ ও মানব জীবনের রসকে তিনি নিঃসংশয় ভরসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। কবি ইয়েট্‌স্ ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ (আয়র্লণ্ডের) সেই দেশের হৃদয়ের রং দিয়া তাহাকে একটু বিশেষভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

এই সূত্রে কবি লিখিয়াছেন—“সকলেই যে এমন করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধন্য। আমাদের দেশে বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালী কাব্যরূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিষ বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে ; নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।”

আধুনিক সাহিত্য বিশ্বরাজ্যেরই আদর্শে রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের কথাও গৌরবের সহিত

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, অন্তত বাংলা-দেশে, আমরা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালী আপনার কথা আপনার ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিয়াছিল।** বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখিতে পাইলাম। আমাদেরও যে একটা সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে যথার্থ ভাবে আমাদের মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অনুভব করিলাম।" (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩১৯, পৃঃ ৪৭)। এই অনুপ্রেরণা-বলে তিনি তাঁহার কাব্য সাধনা করিয়াছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে বঙ্গ-সাহিত্যের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বিলাতের একজন চিন্তাশীল ও ভাবুক সাহিত্যিক এবং কবি, তিনি একজন বিখ্যাত ধর্ম্মোপদেষ্টা, ও কাব্য-সমালোচক। ভাল ছবিও আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার হাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কতকগুলি তর্জ্জমার কপি পড়িয়া-ছিল, তিনি তাহা পাঠ করিয়া কবির প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে একদিন 'ডিনারে' নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা ও আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই সব কথা 'বিলাতের চিঠি'তে—যাহা ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—

প্রকাশ করিয়াছিলেন। জন্মান্তরবাদ লইয়া যে আলোচনা হয় কবি স্বয়ং সেই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কথায় কথায় তিনি একসময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্ত্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট কল্পনা আমার নাই। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানব জন্মটা একবারেই খাপ্‌ছাড়া জিনিষ ; *** শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধহয়। *** ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরের বিশ্বাসটাকে সঙ্গত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মেব মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত কবিব, তখন আমাদের পূর্ব্ব জন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল।" বর্ত্তমানের ব্যক্তিপ্রধান ও ভগবানে অবিশ্বাসী যুগে ভারতের সেই শাশ্বত সনাতন এক সত্য কথা—জন্মান্তরে বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই মনীষীর এই মনোভাব বিশ্বজনের পরম কল্যাণকর ! পরমব্রহ্মের কৃপা ছাড়া মানবের গতি নাই, এই বাণীই বিশ্বজনকে রবীন্দ্রনাথ শুনাইয়া আসিয়াছেন।

"জ্বলছে নিভছে কত সূর্য্য নিখিল ভুবনে।
কত প্রতাপ ভাঙে গড়ে রাজার ভবনে।

তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লী ঘরের আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার উঠছে গগনে।"

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হইবার পর বিলাতে সুধী সমাজে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হয়, পরাধীন দেশের এক কবির চিন্তার অমূল্য অবদান দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের বাণীর বরপুত্রেরা প্রকৃত মহিমার আদরও করিয়াছিল। তদানীন্তন সংবাদপত্রের স্তম্ভে, মাসিক সমালোচনা পত্রিকার পৃষ্ঠায় সুধীজনের কণ্ঠে বঙ্গের কবির প্রশংসা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখনই বাঙ্গলা ভাষার প্রতি সুধীজন আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজি অনুবাদেরও অজস্র প্রশংসা শ্রেষ্ঠ ইংরাজি সমালোচকদের কণ্ঠে শুনা গিয়াছিল। ইহাই তাঁহার কবিত্বের বিশ্বজনীনতা প্রমাণ করিতেছে।

টাইমস পত্রিকা বিলাতে সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদ-পত্র—'গীতাঞ্জলি' বাহির হইবা মাত্রই দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার ইংরাজি ভাষায় তর্জ্জমাগুলি সরল এবং গীতছন্দের মতন সুমিষ্ট। আমরা যখন সেইগুলি পাঠ করি, মনে হয় যেন আমরা বাইবেলের ডেভিডের ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিতেছি, তিনি যেন স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া ও তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া সেই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন কি টাইমস বৎসরের শেষ দিনে যে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর

স্মারক-লিপি দেন তাহার মধ্যে লিখিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বকৃত অনুবাদ অনেকেই বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা বলিয়া মনে করেন।

নেশন—ইংলণ্ডের একখানি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচনার সাপ্তাহিক পত্র—দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে বলেন—ভগবৎ-অনুভূতিজাত কবিতাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, জাতির মন ও সংস্কৃতির ধারাই সেইসব কবি প্রবর্ত্তিত করে। যে সকল ঋষি বিশ্ব-কল্যাণে তাঁহাদের জ্ঞানের অমৃত ধারা পরিবেশন করিয়া অমর, বঙ্গকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম।

এথীনিয়ম—বিলাতের অনেক দিনের পুরান পত্রিকা—কেবল সাহিত্য সমালোচনার জন্য প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকা বলেন—ঠাকুর মহাশয়ের কবিতার তর্জ্জমা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুন্দর। ইহার আধ্যাত্মিক ভাব যদিও বিদেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে, তথাপি যেমন সুমিষ্ট তেমনই নৃত্যছন্দের ন্যায় তৃপ্তিকর; ঠিক যেন সলোমনের ভগবৎ মহিমা প্রকাশক গানগুলির মতন মনোহর। মৌলিক বাঙ্গালা ভাষায় এই গানগুলি কতই না মধুর ও সম্পদপূর্ণ।

এস্ কে র‍্যাটক্লিফ একসময় আমাদের দেশে এম্পায়ার পত্রের ও ষ্টেটসম্যানের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের খনি, কোমল ও ভাবব্যঞ্জক, গভীর মর্ম্ম ও চিন্তার আকর, মানবদুঃখের পরম দরদে পূর্ণ বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন।

ষ্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক, আর্থার ব্র্যাড্‌লীর সমালোচনা পড়িয়া দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ বলিয়াছিলেন যে এই গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে এক মুহূর্ত্তে যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন।

ডেলী নিউজ এণ্ড লীডার, ওয়েষ্টমিনষ্টার গেজেট, ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান, পোয়েট্রী, কাণ্ট্রী লাইফ্‌ পত্রিকাগুলি বহু প্রশংসা করিয়া সমালোচনা করিয়াছিল।

গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর ম্যক্‌মিলন কোং বিলাত হইতে ১৯১৩ সালে 'গার্ডনার' ও 'ক্রেসেণ্ট মুন' নামে কবির দুইখানি বই মুদ্রিত করেন। ইণ্ডিয়া সোসাইটী চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ চিত্রা নামে মুদ্রিত করেন। কবির বইগুলি মুদ্রিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিগণের চিত্তে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন তিনি আমেরিকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহারই ইংরাজিতে রচিত 'সাধনা' মুদ্রিত হয়। বহু সহস্র কপি দু'চার দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে রবীন্দ্রনাথ বিলাতের সুধী ও সাহিত্যিকগণের হৃদয় জয় করিয়া ১৯১২ সালের ২৭শে অক্টোবর আমেরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন।

কবির প্রথম আমেরিকায় ভ্রমণ

তাঁহার আমেরিকা যাত্রার সঙ্গী ছিলেন ডাঃ ডি এন মৈত্র। তিনি কবির আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বভাগের কথা লিখিয়াছেন—

"রবীন্দ্রনাথ বহুদিন থেকে অর্শরোগে খুব কষ্ট পেতেন।

লণ্ডনে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হোলো যে কাটিয়ে ফেল্‌বেন। প্রসিদ্ধ একজন সাজ্জনের সহিত কাটাবার দিন স্থির হোলো। তারপর কবির চিত্ত বিচলিত হয়ে উঠলো, হঠাৎ মত বদলে ফেল্লেন। আগে একবার হোমিওপ্যাথিটা ভাল কোরে দেখাতে চাইলেন। বাইওকেমিকও দেখবেন বল্লেন। কাটাবার ব্যবস্থা রদ হয়ে গেল। তখন কবি বল্লেন 'প্রথমে ত আপনার সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করা ভেস্তে গেল। এবার আসুন এক সঙ্গে যাই আমেরিকায়। আপনিও তো সার্জ্জিক্যাল কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়েছেন। এক যাত্রায় দু' কাজই হবে।' দেরী আর সয়না, তখনি স্থির হয়ে গেল। এবার দুজনে চল্লুম এক কেবিনে। সে যাত্রায় সঙ্গে ছিলেন সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' (বোধহয় সদ্য প্রকাশিত) তখন ছিল আমার সঙ্গে। তার থেকে কথা তুলে রোজ ডেকের উপর আলাপ আলোচনা হোতো।

"ক্যাবিনে রোজ দেখতাম, ভোরে (বোধহয় ৪টার মধ্যেই) উঠে উপাসনায় বস্‌তেন। পোর্ট হোল থেকে ভোরের আলো এসে পড়তো তাঁর মুখের উপর, মুখশ্রী সেই আভায় কি অপরূপ সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হোতো। গুন্ গুন্ করে গাইতেন। আমি কেবিনের অন্য পাশে, উপরের ঝোলান খাট (বাঙ্ক) থেকে শুয়ে শুয়ে দেখতাম এবং উঠে বসেও নীরবে যোগ দিতাম।

"আমেরিকায় নেমে এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা আমরা পেয়েছিলাম। মনে করেছিলাম কয়জন মিলে একটু ঘরোয়া

গোছে থাকবো সেই চেষ্টায় বাহির হলেম। আমার য়ুরোপীয় পোষাক ছিল। একটি বোর্ডিং হাউসে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি 'ঘর আছে?' বলে—হাঁ; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কবির আল-খেল্লা পরা দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারা দেখেই বলে "না নেই।" এমন কয়েক জায়গায় ব্যর্থ হয়ে আমরা হেরল্ড স্কোয়ার হোটেল-এ আশ্রয় নিলাম।

"কবি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হলেন, এইরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহারের বিশেষতঃ ভারতবাসীর প্রতি অবজ্ঞার জন্য। সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন মিলে হাড্‌সন নদীর তীরবর্ত্তী 'গ্র্যাণ্ট মেমরিয়েল'এর ঢিপির উপর বসে সূর্য্য অস্তের অপূর্ব্ব শোভা দেখলাম; সন্ধ্যা অনেকটা নেমে এলে পর ঘরে ফিরলাম। কবির মন তখন অনেকটা শান্ত হলো, কিন্তু নিউইয়র্কে থাকতে তাঁর মন চাইল না।

তার পরের দিন সকালে তাঁর সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের (বোধহয় ন্যাস) খোঁজে দু'জনে বেরোলাম। এক দোকানে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেটে আছেন বটে, তবে সহরের বাহিরে—অনেক্ দূরে। তখন তাদের মতে সহরের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারের কাছে গেলাম।

সেই প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ উল্‌টা কথা বল্লেন। 'এটা কি অস্ত্রসাধ্য নয়? সার্জ্জেন কি তাই বলেছে?'

কবি—'আমি না কাটিয়ে ঔষধের দ্বারা সারাতে চাই; এমন কোন ঔষধ দিন।'

ডাক্তার—আমরা, এখানকার হোমিওপ্যাথরা, যথেষ্ট সার্জ্জারি করি। যখন যে রোগ অস্ত্র চিকিৎসায় আরাম না হয় তাই ঔষধের দ্বারা আরাম করতে চেষ্টা করি। ইত্যাদি।

যা হোক তাঁর ঔষধে কোন ফল না হওয়াতে, পরে লণ্ডনে আসিয়া অস্ত্রোপচার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। ঐ ডাক্তারকে দেখানোর দুদিন পরেই তাঁর পুত্র ও বধূমাতার সঙ্গে কবি 'ইলিনয়স্' সহরেতে চলে গেলেন।"

কবি প্রথমে নিউইয়র্কে অবতীর্ণ হন। নভেম্বর মাসে আর্ব্বানা সহরে একটি বক্তৃতায় শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথা আমেরিকাবাসীদের নিকট ব্যক্ত করেন।

১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে কবি চিকাগোতে গমন করিয়াছিলেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বর্ত্তমান সভ্যতায় ভারতের আদর্শ' (ইণ্ডিয়ান আইডিয়েল অব্ প্রেজেণ্ট সিভিলেজেশন্) বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের সনাতন শাশ্বত সেই উপনিষদের শান্তি ও মুক্তির বাণীই বিশ্বের পরম হিতকর এই ভবিষ্যদ্বাণী কবি প্রচার করেন। তাঁহার সে অমৃত বাণী জড়বাদী আমেরিকাবাসীরা—বিলাস ব্যসনে মগ্ন জীবনযাত্রার ধারায় ডুবিয়া থাকাতে—উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কবি চিকাগো সহরে মিসেস্ মূডীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই নগরে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গকবির বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রত্যেক বক্তৃতায় সহজেই পরিস্ফুট হইয়াছিল।

কবি সেই দেশের নর-নারীর শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তৎপর রচেস্টার সহরে সর্ব্বজাতির মহাসম্মেলনের (রেস্ কংগ্রেস-এর) বিরাট অধিবেশন হয়, সেখানে নানা দেশের, নানা জাতির মনীষীরা সমবেত হইয়াছিলেন—সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'রেস কনফ্লীক্ট্' বা 'জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্ববাসীকে মোহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোস্টন সহরে এবং পরে নিউইয়র্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়া তিনি বুঝাইয়া দেন, ভারত বিশ্ববাসীর মিলন চাহে। তাহাদের মিলনের মূলসূত্র আকর্ষক (attractive)—উহা আদৌ বিরোধমূলক বা repulsive নহে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা যে জড় শক্তিকে আয়ত্তাধীনে আনিয়া বলবান হইয়া দেশের মধ্যে বিদ্বেষানল ছড়াইতেছে তাহা আত্মঘাতী। তাহার দ্বারা প্রেয় বা শ্রেয় কিছুই পাওয়া যাইবে না। কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তে হয়ত কোন রেখাপাত করিতে পারে নাই—কিন্তু এখন এই বিশ্বের নিদারুণ রণ-তাণ্ডব-লীলার, এটম ও হাইড্রোজেন বোমার ভয়াবহ কাণ্ড দেখিয়া তাঁহারা মর্ম্মে মর্ম্মে সেই বাণী উপলব্ধি করিতেছেন।

তিনি হারভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেইগুলি 'সাধনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময় ম্যাক্‌মিলন কোম্পানী রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকখানি লণ্ডন সহর হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

'গীতাঞ্জলি' মুদ্রিত হইবার পর ইয়োরোপে ও আমেরিকায় এক অপূর্ব্ব জাগরণ আসিয়াছিল।

বিলাতে পুনর্ব্বার

১৯১৩ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন। সেইবারে লণ্ডনের ক্যাক্‌স্টন্ হলে 'ভারতের দর্শন ও ধর্ম্ম' নামে তিনি একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাটি কবি আমেরিকাতেও প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মূল তথ্য ও গুহ্য কথাই য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের তিনি বুঝাইয়া দেন।

জুলাই মাসে তিনি লণ্ডনে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে নার্সিংহোমে কিছুকাল থাকিতে হয়। তিন মাস লণ্ডনে অবস্থান করিয়া ৬ই অক্টোবর, তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার তিনি একাদিক্রমে য়ুরোপ ও আমেরিকায় সতের মাস ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-অভিযান বিশ্বজয়ের অভিযানের সঙ্গে তুলনীয়; তিনি দেশজয় করেন নাই বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, ১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর, সুইস্ একাডেমী প্রবর্ত্তিত সাহিত্যের 'নোবেল প্রাইজ' তিনিই লাভ করিয়াছেন এই শুভ সংবাদ সমগ্র বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছিল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; বাঙ্গালীর মন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সিমলা শৈলনগরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সভাপতিত্বে এক সভা হয়, তাহাতে এণ্ড্রুজ সাহেব কবির প্রতিভার আলোচনা করেন; সেই সভাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ কবিকে 'পোয়েট্ লরিয়েট্ অব এসিয়া' (এসিয়ার কবি-সম্রাট) বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বভ্রমণ অভিযানের ফলে, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য রূপে সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

জার্ম্মানীতে, ফ্রান্সে, ইটালিতে, রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওয়ারসতে ডাঃ হিরণ্ময় ঘোষালের অধ্যাপনায় 'রবীন্দ্র-সাহিত্য' পাঠের ব্যবস্থা হয়।

চতুর্থবার বিদেশ যাত্রা

রবীন্দ্রনাথ যে কেবলই পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহা নহে—প্রাচ্য দেশও তাঁহার জয়গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৬ সালের ৩রা মে, তিনি জাপান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গী ছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, মিঃ পিয়ার্সন এবং শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে। ১০ই মে তাঁহারা রেঙ্গুণ বন্দরে জাপানী জাহাজ 'তাসামারু' হইতে অবতীর্ণ হন। রেঙ্গুণ-বাসী বাঙ্গালী মান্দ্রাজী, মারহাট্টী, পার্শী, বাঙ্গালী প্রভৃতি অসংখ্য ভারতীয় নর-নারী 'বন্দেমাতরম্' ও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী জয়' ধ্বনি করিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তখনও ব্রহ্মদেশ ভারতের সহিত এক রাজনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ, একই ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট এবং একই বড়লাটের অধীনে শাসিত হইত। তখন ভারত মাতারই সুখ ও দুঃখের সহিত ব্রহ্মদেশের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হইত। সেই নিমিত্ত 'বন্দেমাতরম্' ব্রহ্মবাসীদেরও দেশজননীর মূলমন্ত্র ছিল।

রেঙ্গুণে রবীন্দ্রনাথ

কবির রেঙ্গুণ প্রবাসের একটি বিবরণ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ সরকার ১৩২৩ সালের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মদেশে কবির জনপ্রিয়তার ও

প্রস্তাবের কথা অবগত হওয়া যায়। কবি দুই দিবস রেঙ্গুণে অবস্থান করেন। ১১ই মে জুবিলী হলে প্রায় চারি সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বণিক-শ্রেষ্ঠ আবদুল করিম জামাল সি. আই ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ব্রহ্মদেশবাসীদের পক্ষে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ইউ-বা-থিন ইংরাজি অভিভাষণে কবির বিশ্বজনীনতা ও নানামুখী প্রতিভার উল্লেখ করেন।

ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তা স্যার হারকোর্ট বাট্‌লার সেইদিন রেঙ্গুণে না থাকায় একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি তার করেন—"এই সুরম্য দেশ আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে। বড়ই দুঃখের কথা যে রেঙ্গুণ সহরে উপস্থিত না থাকার জন্য আমি আমার গভর্ণমেণ্ট প্যালেসে আপনার আতিথ্য ও সম্বর্দ্ধনা করিতে পারিলাম না।" অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ভদ্রলোক ও মহিলা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন, বার-এট-ল, ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একটি অভিনন্দন সেই জুবিলী হলের সভায় পাঠ করিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করেন। কবিকে লইয়া আলোক-চিত্র গৃহীত হয়। অভিনন্দনপত্র দুইটি ব্রহ্মদেশীয় এক শিল্পীর হস্তে প্রস্তুত সুরম্য সূক্ষ্ম কারুকার্যামণ্ডিত রৌপ্য-আধারে কবিবরের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৫ই মে সিঙ্গাপুর হইয়া ২২শে কবি হংকং পৌঁছিয়াছিলেন। সিঙ্গাপুরেও কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।

প্রথমবার জাপানে রবীন্দ্রনাথ

২৯শে মে পূর্ব্ব গগনে 'সূর্য্যোদয় প্রদেশ' জাপান দ্বীপের প্রধান বন্দর কোবেতে ভারত-রবির উদয় হইয়াছিল। প্রথমেই জাপানের সাংবাদিক সঙ্ঘ ভারতের কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করেন। বহু বিদ্বজ্জন সমক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার পর সাংবাদিকগণ একটি বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেন।

ওসাকা মহানগরীর টেন্নোজী হলে ১লা জুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অখণ্ডনীয় যুক্তি ও জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার প্রশংসা বিখ্যাত জাপানী দৈনিক 'ওসাকা আসাহি সিম্বুন' পত্রিকার ৩রা জুন সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল —"যে মুহূর্ত্তে স্যর রবীন্দ্রনাথ ভাষণ আরম্ভ করেন, সেই বিপুল জনসভা একেবারে শ্বাসরুদ্ধ নিঃস্তব্ধতায় পরিণত হয়। সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার সুললিত সুমিষ্ট কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শ্রবণে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যখনই তিনি বুদ্ধদেবের দেশের সেই 'মহাভারতে'র কথা উত্থাপন করেন, যখনই তিনি ভারত ও জাপানের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন, অমনই সভাগৃহ আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে।"

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় বলিয়াছিলেন যে, এই জাপানই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানের মিলনক্ষেত্র, এখন জাপান পশ্চিমের সভ্যতাসুন্দরীর সহিত মিলনের পূর্ব্বানুরাগ করিতেছেন তাহা হয়ত অপূর্ব্ব মিলনে পরিণত হইতে পাবে। তাহাতে বিশ্বের কল্যাণের পথ কতটা পরিষ্কার হইবে, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। জাপান কি করিয়া নিজস্ব সভ্যতার ধারা ও মূলসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করিবে সেই সমস্যা তাঁহাকে বড় চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। জাপানের বড় বড় সহরের বহিরাবরণ পাশ্চাত্ত্য দেশের লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়ানা, নিউইয়র্কএর অনুকরণে গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়াও তিনি আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ভারত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ জ্ঞানের ও সংস্কৃতির বর্ত্তিকা আনিয়া জাপানের চিত্তে যে শান্তি ও আনন্দের স্নিগ্ধালোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা নির্ব্বাপিত হইবার আশঙ্কায় কবি ক্ষুব্ধ হইলেন। ভারত ও জাপানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব চিরস্থায়ী হউক---কবি এই আশা করেন। কবির আশঙ্কা দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিণতিতে ফলিয়া যায়।

জাপানের কবি য়িওনে নোগুচী ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসের "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ পত্র মুদ্রিত করিতে পাঠান। তাহাতে ভারতের কবির প্রতিভার ও ব্যক্তিত্বের প্রতি জাপানের বিদ্বজ্জনগণের শ্রদ্ধা ফুটিয়া

উঠিয়াছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ও রচনার বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে আর্নেষ্ট রীস রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত তিনিও একমত। তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষা-দীক্ষা বেশীর ভাগই গঠনমূলক নহে। উহা বিশ্বে এক সমরাষ্ট্র (কমনওয়েলথ) গঠনের আদৌ উপযোগী নহে, বরং শীঘ্রই ইহা আত্মঘাতী হইবে এবং পরস্পর ভীষণ দ্বন্দ্বের লীলায় লিপ্ত হইবে।" একথা কবি বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯১৪ সালের মহা-যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হওয়াতে সঠিক হইয়াছিল। নোগুচী আরো বলেন, "রবীন্দ্রনাথ সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশের চমকপ্রদ সভ্যতার আলোকের উজ্জ্বলতা সহ্য করিতে না পারিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নির্ভয়ে প্রশান্ত অন্তরে শান্তি-সুধার পাত্রের সন্ধান ও শান্তি-বারি পান করিয়া তৃপ্ত হন।" এই নোগুচীরই পরে কী ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিল!

রবীন্দ্রনাথ জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের সম্মুখে "জাপানের প্রতি ভারতের বাণী" (মেসেজ অব্ ইণ্ডিয়া টু জাপান) এবং "জাপানের মনোভাব" (স্পিরিট অব্ জাপান) শীর্ষক যে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার প্রশংসা করিয়া কবি নোগুচী লিখিয়াছিলেন—"বিদেশীয়ের কণ্ঠে এই সুললিত প্রাণস্পর্শী বাক্যাবলী প্রতিটি শ্রোতার চিত্তে এক গভীর ভাবের উদয় করিয়াছিল, তাঁহার সুমিষ্ট ভাষা ও বাক্য

প্রতিজনের হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তির প্রবাহ বহাইয়া দিয়াছিল। ক্ষণিকের জন্য যেন মহানগরীর সমস্ত কলরব কর্ম্মতৎপরতা মহামন্ত্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই ইঁট কাঠের রুক্ষ সভাগৃহ একটি মনোহর শান্তির আশ্রমে পরিণত হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ, ধীর বুদ্ধিমান সুধীজনের চিত্তে সেদিন এক অপূর্ব্ব অন্তপ্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা—কেমন করিয়া আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশের আত্মঘাতী সভ্যতার মোহ হইতে নিজেদের রক্ষা করিব? কেমন করিয়া এই জাপান হাজার বছরের সৌন্দর্য্য ও সৌহার্দ্দ্যের ধারা রক্ষা করিয়া শান্তি ভোগ করিতে পারিবে? কেমন করিয়া জাপানীরা প্রকৃতির পূণ মহিমা অন্তরে ধারণ করিয়া মানব-হিতে আত্মনিয়োগ করিবে? কবি এই সব বিষয় যেন সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বস্রষ্টার ন্যায় বলিয়া যান!

আমিও একজন কবি এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমব্যবসায়ী, আমি তাঁহার রচিত গানগুলি পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করি, সেগুলি এমনই শব্দ-প্রাচুর্য্যে ভরা, এমনই স্বাভাবিক, এমনই সহজে প্রাণস্পর্শ করে, এমনই মনোভাব উদ্দীপক, এমনই চমকপ্রদ যে, তাহা পাঠে চিত্ত আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আরো শিখাইয়াছেন যে, আমরা কেমন করিয়া সরল মনের কথায় গানের সুর দিয়া আমাদের সাহিত্যকে পুনর্গঠন করিতে পারিব।

আমি একটি কবিতা লিখিয়া আমার প্রাণের অভিনন্দন

তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম।" তাহার দুই ছত্র উদ্ধৃত হইল।

Oh ! to have thy song without
Arts rebellion,
To see thy life gracing a simple
force that is itself creation.
Though stoopeth down from high Throne
To sit by people in simple garb and speech.

কোবে ও ইয়াকোহামা মহানগরীর ভারতীয় ও জাপানী অধিবাসিগণ রবীন্দ্রনাথের বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। কবি যেখানেই যাইতেন, এমন কি রেলের পথপার্শ্বেও, বৌদ্ধগণও ভক্তিবিনম্রচিত্তে কবিকে দর্শন করা মাত্রই মস্তক আনত করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। এ বিবরণ "কোবে হ্যারল্ড" দৈনিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের একটি অভ্যর্থনার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিল—তাহাতে লিখিয়াছিল, কবিকে জাপানের দুইশত বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী জনের সভায় অভিনন্দিত করা হয়। ১৬ই জুন তারিখে টোকিও সহরের উয়েনো উদ্যানে সেই সভার অধিবেশন হয়। জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট ওকুমা, শিক্ষা-মন্ত্রী ডাঃ টাকাটা, কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী কোনো, ইম্পিরিয়াল (রাজকীয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যারণ ইয়মকাউ, টোকিও নগরের প্রধান নাগরিক (মেয়র) ডাঃ

ওকেন্দা, ডাঃ টীক্কামুর প্রভৃতি মনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি কাউণ্ট ওকুমা জাপানী ভাষায় লিখিত এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন—কবি বাঙ্গলা ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করিয়া বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। এমনি করিয়াই তিনি বাঙ্গলা ভাষার নাম দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কাউণ্ট ওকুমা রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা অভিভাষণের সুললিত ভাষা ও স্বরে মুগ্ধ হইয়া কবির সান্নিধ্যে গমনপূর্ব্বক সমাদর করেন। কাউণ্ট ওকুমা ইংরাজি ভাষা জানিতেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা অভিভাষণ শুনিয়া উহা ইংরাজি ভাষায় কথিত হইয়াছিল বলিয়া প্রথমে প্রশংসা করেন। ইহাতে সভায় এক হাস্যরসের অবতারণা হইয়াছিল। পরে তিনি যখন বুঝিলেন যে, কবি বাঙ্গলাতেই এই সুমিষ্ট ভাষণ দিয়াছেন তখন ওকুমা কবিকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন— আমার বুদ্ধের দেশের ভাষা এত মিষ্ট, এত মধুর !

জাপানের মত প্রকাণ্ড দেশের প্রধান মন্ত্রী ও ওসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ইংরাজি শিক্ষা করিবার মোহ রাখেন না। চীনের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল চীয়াং কাইশেকও ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও দেশের স্বাধীনতার জন্য পাঁচ বৎসর মহাসমরানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বাধীন জাতির নরনারীর মাতৃভাষার প্রতি এমনই মমত্ব !

'টোকিও মৈনাচী' নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্রিকার সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ সোমী শুকাউ রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় লিখিয়াছেন—"জাপান ভারতের চিন্তাধারার ও দার্শনিক মনোভাবের নিকট ঋণী। ভারত যখন সভ্যতার অতি উজ্জ্বল মুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিল তখন জাপান সভ্যতার আলোক দর্শন করে নাই। ভারতের আদর্শ, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি বিশ্বের বহু সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এমন কি, জগদ্বিখ্যাত প্লেটোও ভারত হইতেই অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। স্কোপেনহাওর ও সুইডেনবর্গের চিন্তাশক্তিও ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। জাপান, চীন ও কোরিয়ার ভিতর দিয়া ভারতের সংস্কৃতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমাদের ভারতের পূর্ব্বঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম স্থান হইতে অভিনন্দিত করিব।"

'ইয়োরোডজ্ঞা' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের ও কাব্যের মধ্যে সমতা-সৃষ্টি ও রক্ষার প্রতীক। জাপান ভারতের নিকট বহু আদর্শের জন্য ঋণী।"

কবি যদিও জাপানের সুধী সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিলেন, যদিও জাপানী ছাত্রদল তাঁহার চরণে ভক্তি-প্রণত শির অবনত করিয়াছিলেন, তথাপি রবীন্দ্রনাথ জাপান সরকারের রোষে পতিত হন। রবীন্দ্রনাথ জিজিকা বিশ্ব-

১৯১৬ খৃঃ জাপান ভ্রমণকালে জাপানী চিত্রকর
শ্রীযুত হারারের পল্লীনিকেতন হকুনে
রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যালয়ে "স্পিরিট অব জাপান" শীর্ষক বক্তৃতায় চীনের নব্য প্রজাতন্ত্রের প্রতি জাপানের রাজতান্ত্রিক মনোভাব পোষণের নিমিত্ত ঘোর প্রতিবাদ ও নিন্দা করিয়াছিলেন। সেইজন্য জাপান সরকার রুষ্ট হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। কোন স্তুতিনিন্দায় বিচলিত না হইয়া "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"-এর মহিমা গান করিয়া চলিয়া যাইতেন।

ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া॥

জাপান প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন জাপানের প্রকৃতিরাণীর লীলা দর্শন করিবার ও জাপানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আকরের সন্ধান পাইবার নিমিত্ত এক নিভৃত পল্লী-সহর হকুনে জাপানী চিত্রকর হারারের অতিথিস্বরূপ তাঁহারই বাসভবনে অবস্থান করেন। জাপানী রংবেরংএর ফুলের কেয়ারী, বৃক্ষপল্লবাদির প্রচুর রংএর খেলায় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে চিত্রাঙ্কনের স্পৃহা সুপ্ত ছিল, তাহা জাগরিত হইয়া উঠিল। শিল্পী হারারের সহিত তাঁহার অন্তরের মিলন-সূত্র গ্রথিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই মিলনের চিহ্ন-স্বরূপ তাঁহার নব-রচিত 'ষ্ট্রে-বার্ডস্' পুস্তকখানি চিত্রশিল্পী হারারকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ক্যানাডা ভ্রমণ পরিত্যাগ

রবীন্দ্রনাথের জাপানে অবস্থিতিকালে ক্যানাডার ভাঙ্কুভার হইতে তথায় গমনের জন্য নিমন্ত্রণ আসে। ক্যানাডার মতন স্বায়ত্তশাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত না থাকায়, বৃটিশ উপনিবেশ-গুলির অধিবাসী ও সরকার ভারতবাসীকে সমদৃষ্টিতে না দেখায় ও নিদারুণ ভেদনীতির প্রচলন থাকায় এবং সম্প্রতি "কামাগাটা মারু" জাহাজের শিখগণের নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্যানাডা সরকার কর্ত্তক দায়ী জানিয়া কবির চিত্ত ব্যথায় পূর্ণ হয়। যে দেশে তাঁহার স্বদেশবাসী অপমানিত হয়, যেখানে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নহে সে স্থানে গমন করিতে কবি সম্মত হইলেন না, এবং ক্যানাডা সরকারের আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি ভাঙ্কুভারে গমনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ক্যানাডাবাসীদের অবগত করাইবার জন্য তিনি মিঃ ভি. জেমিসনকে সম্মতি প্রদান করেন। মিঃ জেমিসন 'টরোণ্টো ডেলী ষ্টার' নামে ক্যানাডার সুপ্রচারিত দৈনিক কাগজের ১৯১৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যাতে কবির ক্যানাডা ভ্রমণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন —যেহেতু 'কামাগাটা মারু' হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্যানাডা সরকার আংশিকভাবে দায়ী এবং ক্যানাডায় ভারতীয়দের প্রতি ভেদনীতি প্রচলিত রহিয়াছে তন্নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডার মাটি মাড়াইবেন না।

এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এসিয়াবাসীদের অবাধে ভ্রমণ নিবারণ করিয়া একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। সেই আইনে নিষিদ্ধ জাতির নামের তালিকার মধ্যে জাপানের সহিত ভারতের নামেরও উল্লেখ ছিল। জাপানের রাষ্ট্রদূত এই অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন অনেক জাপানী ভারতবাসীকেও এইরূপ হেয় জ্ঞান করিত।

আমেরিকায় দ্বিতীয় বার

রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডায় গমন করিলেন না বটে, কিন্তু যুক্তরাজ্যে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। জাপান হইতে বহির্গত হইয়া ১৯১৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন প্রদেশের সিয়টল নগরে অবতীর্ণ হন। তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা 'পণ্ড লীসিয়াম বুরো' করিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসের ২৫শে সিয়েট্‌ল নগরে বক্তৃতামালা আরম্ভ করিয়া বোষ্টন সহরে ১লা এপ্রিল শেষ করিবার অনুষ্ঠান-লিপি প্রস্তুত হইয়াছিল। পোর্টল্যাণ্ড, স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, লস এঞ্জেলেস্‌, ডেনভর, চিকাগো, ইণ্ডিয়ানোপোলিস, সিনসিনাটি, নাস্‌ভিল, ডেট্রয়েট, পীটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া, ব্রুকলীন, বোস্‌টন, নিউইয়র্ক, ক্লীভল্যাণ্ড, সিয়েট্‌ল্‌ প্রভৃতি ষোলটি নগরে তিনি প্রায় ৪০টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের বিবরণ বেশ আকর্ষণীয়ভাবে মুদ্রিত করিত।

আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতের সেক্সপীয়ার' নামে অভিহিত করিত। তিনি যে আমেরিকার নর-নারীর মনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই কাগজগুলি। বোস্‌টনের 'খৃষ্টান রেজিষ্টার' পত্রিকায় ডাঃ জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখিয়াছেন—অতীতের ভারত ধর্ম্মের যে কোন বিভাগের গভীর ও উচ্চ চিন্তাশীল যত অধিক ব্যক্তির উদ্ভব করিয়াছিল তেমন পৃথিবীর আর কোন দেশ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ কেবল যে তাঁহার মাতৃভূমির সাধনার ফল আমাদের পরিবেশন করিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের যাহা কিছু শ্রেয় ও প্রেয় আছে তাহা গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত। অন্য কোন বিদেশীয়কে তাঁহার মতন এত উদারমনা দেখা যায় না।" (১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'র সংবাদের অনুবাদ)।

এই 'খৃষ্টান রেজিষ্টার' পত্রিকাতেই, লালা লাজপৎ রায় কবির বিষয় আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

সিয়েট্‌ল্‌ নগরের 'সানসেট ক্লাবে'র মহিলারা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ সভায় কবির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন। জড়বাদী, বিলাসী, বহির্ম্মুখী, চঞ্চলমতি আমেরিকার সুন্দরীদের চিত্ত কবির কথা শুনিয়া বিচলিত হয়। তাঁহারা ত্যাগের ও সংযমের মহিমার প্রভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।

জাপান হইতে আমেরিকায় যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে জাপানের বিখ্যাত দৈনিক 'দি হেরাল্ড অব্ এসিয়া'—রবীন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞান ও নির্ভীক সমালোচনার প্রশংসা করেন। জাপানকে পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ কয়েকটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ জাপানীদের দিয়াছিলেন, তাহারই সমালোচনায় এই পত্রিকা বলে—স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদিও জাপানকে পশ্চিমের অনুকরণে তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা হারাইতে নিষেধ করিয়াছেন—তথাপি তিনি য়ুরোপের সভ্যতার প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। এমন কি এই পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য সকল যুগে, সকল দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে সত্য ও সুন্দরের মধ্য দিয়া উর্ব্বরা করিবে, কবি এই মতই প্রকাশ করেন। (মডার্ণ রিভিউ, সেপ্টেম্বর, ১৯১৭)।

রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় যে আদর-আপ্যায়ন পাইয়াছিলেন সে বিষয়ে, ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ বসু মডার্ণ রিভিউ-এর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন ; তিনি রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার ভার, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদ্বারা প্রাপ্ত হন। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ একখানি স্বাগত সম্ভাষণ পত্র ডাঃ বসুর হস্তে দিয়া—কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য সহরের অগ্রবর্ত্তী রেল ষ্টেসনে পাঠান। সেখানে কবির যথারীতি সম্বর্দ্ধনা হইলে পর, তিনি ডাঃ বসুর নিকট জাপান ও আমেরিকার শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে বহু

প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে কবি বলিয়াছিলেন—আমাদের যুবক ও ছাত্রদের জাপানে কলা ও শিল্প শিখিবার জন্য গমন করা যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনই—বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জ্জন করিতে বিজ্ঞান শাস্ত্র শিখিবার প্রধান স্থান সেই আমেরিকাতেও দলে দলে আগমন করা উচিত। কবির সে বাণী বর্ত্তমান যুগে সফল হইতেছে।

আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর (সিনেট বোর্ডের) সভাপতি ডাঃ শামবাউগ্ অভ্যর্থনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"আইওয়ার ষ্টেট্ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসে এই নগরীতে স্যর রবীন্দ্রনাথের পদার্পণ এক অপূর্ব্ব ঘটনা ও ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।" বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ ডব্লিউ, এ, জেসপ বলিয়াছিলেন— 'আধুনিক সাহিত্য জগতে ঠাকুর একজন প্রধান সাহিত্য-সৃষ্টিকার বলিয়া সুধীসমাজে গণ্য হইয়াছেন।'

রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রচার সদাই এড়াইয়া চলেন—তবুও সাংবাদিকগণ সকল সময় তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত: তাঁহারা পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন যে—রবীন্দ্রনাথ একজন ঈশ্বরের অবতার ও নব ধর্ম্মপ্রচারক, তাঁহার আকৃতিও এক মহা ঋষির ন্যায়।

সল্ট্ লেক সিটিতে কবি যখন, 'জাতীয়তাবাদের ধর্ম্ম', 'দ্বিতীয় ধর্ম্মযাজক', 'পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব', 'শান্তিনিকেতনে আমার স্কুল', নামে চারিটি বক্তৃতা দিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিয়াছিল— তাঁহার বক্তৃতাগুলি যেন সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের

কিরণস্ফুলিঙ্গ। পাল্‌ষ্ট্‌ থিয়েটারে শনিবার রাত্রিতে যে বক্তৃতা দেন তাহার বিবরণ প্রকাশের সময় 'দি ইভনিং উইস্‌কন্‌সিন' নামে একটি বিখ্যাত আমেরিকান সংবাদপত্র লিখিয়াছিল—এক বৈদেশিক ঋষিকল্প মহাপুরুষ, যাঁহার উপস্থিতি এই বিরুধ্যমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার তীব্রতার মধ্যে প্রাচ্যের রহস্যময় মৈত্রী ও শান্তি-বাণীর পূত-ধারা বহাইয়া দিতেছে (An alien Prophetic figure whose presence a breath of oriental mysticism into discordant occident)। সেই পত্রিকা আরো প্রকাশ করে যে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে ঈশ্বর অধিষ্ঠান করেন—সেইজন্য প্রত্যেক নর-নারী বালকের মতন সরল, সম্মানিত, সহানুভূতিসূচক, ভগবৎ প্রেরণা গ্রহণে উদ্‌গ্রীব, ভগবৎ সাক্ষাতে ও তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সতত উন্মুখ। রবীন্দ্রনাথ ভারত ও মার্কিনবাসীর মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন— ভারত বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইবার পর, কবির সে আশা সফল হইয়াছে।

১৭শে পোর্টল্যাণ্ড সহরে বক্তৃতা দিবার পর কবি স্যান-ফ্রান্সিস্‌কো নগরে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় কবি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মূল তথ্য ব্যাখ্যা করেন। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকার নর-নারী অতিশয় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। তাহাদের মনের ভাব 'খৃষ্টান রেজিষ্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—"স্যর রবীন্দ্রনাথের কোকিল বিনিন্দিত স্বরের ন্যায়

সুমধুর কণ্ঠস্বরে ঘণ্টার নিক্কণধ্বনি, শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দ, শুভ্রালোকের সুশীতল স্পর্শ, মলয়ানিলের শান্তি সুধা সবই উপলব্ধ হয়।" এখানে তাঁহার একটি নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোর বোহিমিয়ান ক্লাব রবীন্দ্রনাথকে বিরাট বিচিত্র ভোজে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। এই ভোজের জাঁকজমক বর্ণনা করিবার সময় 'স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো বুলেটিন' লিখিয়াছেন "পূর্ব্ব-ভারতের কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সেই ভোজনশালা এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যময় ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হইয়াছিল।" তথাপি এক দল সাংবাদিক তাঁহার জাতীয়তাবাদের, বিশ্বমৈত্রী ও সাম্যভাবের, পাশ্চাত্ত্য সভ্যজাতির পরজাতি-পীড়ন ও দোহন-স্পৃহা উক্তির উৎকট সমালোচনা করিয়াছিলেন।

৩রা অক্টোবর 'ফ্রীসকো'র জাপানীরা এবং লস্ এঞ্জেলেস্-এর জনসাধারণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সময় কোর্ট থিয়েটারে পেডেরেউস্কি সঙ্ঘের যন্ত্র-সঙ্গীত প্রদর্শনে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন। সেখানে কবির সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। কবি সেই প্রসঙ্গে বলেন—"হিন্দুদের সঙ্গীতসাধনা ধর্ম্মসাধনারই এক অঙ্গ এবং ধর্ম্ম ও নীতির প্রভাব, মানব মনের উপর বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গীতের সাধনা হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত সে সঙ্গীতের কোন সংযোগ নাই। আমাদের নিকট সঙ্গীত এক অপরূপ, নির্ম্মল প্রাণস্পর্শী সাধন-পথ। জীবনের

সুখ-দুঃখের সুর হইতে মনকে সদাই অন্তরমুখী করিয়া রাখিবে। সেই সঙ্গীত মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ ও মিলনেরই গান কর্ণকুহরে ধ্বনিত করে।"

যেদিন নিউ ইয়র্ক সহরের কলম্বিয়া রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট গল্প ও 'রাজার' ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করেন, সেদিন তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও পাঠভঙ্গিমা শুনিয়া আমেরিকার নর-নারী পরম তৃপ্তি লাভ করেন। ব্রিটিশ অনুরাগী সংবাদ-পত্রিকাগুলি কবির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তাঁহার সারবান্ বক্তৃতাগুলির বিকৃত সমালোচনা করিয়াছিল। এমন কি কবির প্রাণহরণেরও প্রচেষ্টার কথা শোনা যায়। রামচন্দ্র নামে বিপথগামী বিপ্লবী শিখ যুবক এই অপ্রীতিকর আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া সকলে জানিয়াছিল। যখন কবির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবার জনরব প্রচারিত ও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন আমেরিকার সরকারমণ্ডলী কবির জীবন রক্ষার জন্য প্রহরী ও গোয়েন্দা পুলিশ নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। সন্ত্রাসবাদীদের প্রচেষ্টার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই এবং গোয়েন্দা পুলিশের আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করিতেও অসম্মত হন। তিনি আদৌ ভীত হন নাই, তাঁহার বক্তৃতা দিবার নির্দ্দিষ্ট তালিকার ব্যবস্থা হইতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেন নাই।

কবি দিনের পর দিন সহরে সহরে তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা জন-গণের চিত্তে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করিলেন। পাশাদিনা,

চিকাগো, মিল্‌য়োকী, লুইস্‌ভিল্‌, ডেট্রয়েট নগরে—পর পর কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি জাতীয়তাবাদের ও সাম্যের আদর্শ এবং পাশ্চাত্ত্য জাতিদের পরজাতির উপর আধিপত্য করিবার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলির যুক্তিপূর্ণতা, বলিবার কায়দা এবং নূতন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রশংসা চারিদিকে হইলেও, ১৪ই অক্টোবর 'ডেট্রয়েট্ জার্ণেল' কবির জাতীয়তাবাদ ও সাম্য-নীতিকে দুর্ব্বল দূষিত মনোবিকার বলিয়া সমালোচনা করেন।

ক্লীভল্যাণ্ডের বিশেষজ্ঞ সুধী সমাজের 'টোয়েন্টিএথ্ সেঞ্চুরী' (বিংশ শতাব্দী) ক্লাবে, আমেরিকান জাতির স্বর্ণ সংগ্রহের উৎকট আগ্রহের পরম নিন্দা করিয়া কবি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সুধীমণ্ডলী কবির অজস্র প্রশংসা করিলেও একশ্রেণীর সংবাদপত্র অপ্রীতিকর সমালোচনা করেন।

তজ্জন্য কবি ১৭ই নভেম্বর, নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদদাতাদের নিকট তাঁহার প্রতি অপ্রীতিকর সমালোচনার তীব্র নিন্দা করেন এবং পরজাতির ধন লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি ও এসিয়াবাসীর প্রতি অসদ্‌ব্যবহারেরও নিন্দাবাদ করেন। তথাপি ২১শে নভেম্বর যখন নিউইয়র্ক নগরের বিরাট 'কার্ণেগী হলে' কবি বক্তৃতা প্রদান করেন তখন সমস্ত দালানটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বহু নর-নারী সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকিয়া রবীন্দ্রনাথকে দর্শন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। স্বার্থান্বেষীদের হীন প্রচেষ্টা বিফলে গেল।

তৎপরে ফিলাডেলফিয়া এবং নিউইয়র্কে 'স্কুল অব পলিটিক্যাল এডুকেশন' গৃহে 'বিশ্বের ব্যক্তিত্ব' বক্তৃতাটি প্রদান করেন। বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী মাউন্ট্ হলিওক কলেজে 'শিল্প' এবং ট্রামাউন্ট-টেম্পেলে 'জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক বক্তৃতা দুইটি প্রদান করেন। এই দুই স্থানেই কবিকে বিপুল জনতা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া ১৯১৬ সালের ৬ই ডিসেম্বরের 'বোষ্টন হ্যারল্ড' দৈনিক সংবাদপত্র লিখিয়াছিল—বোষ্টনে কোন বক্তাকে এমন বিপুল ও আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধনা ইতিপূর্ব্বে আর করা হয় নাই। এই বক্তৃতা শ্রবণে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হ্যাড্‌লে সাহেব রবীন্দ্রনাথকে দিব্যালোকসত্যান্বেষী বলিয়া অভিনন্দিত করেন।

১২ই ডিসেম্বর কবি নিউইয়র্ক সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমষ্টার্ডম্ নাট্যশালায় বক্তৃতা দেন। এখানেও এত অধিক জনসমাগম হয় যে, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে না পারিয়া শত সহস্র ব্যক্তি পথপার্শ্বে এক ঘণ্টাকাল কবিকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিল।

সেক্সপীয়ারের জন্মোৎসব দিনে ক্লীভল্যাণ্ড নগরে সেক্সপীয়ার উদ্যানে একটি বৃক্ষ রোপণের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন এবং তথায় বর্ত্তমান যুগের বিশ্বকবি বিগত যুগের বিশ্বের আর এক মহাকবির স্মরণে বৃক্ষরোপণ করেন। কোলারাডোর বিখ্যাত উৎস দেখিবার জন্য কবির হৃদয় উৎসুক হইয়া পড়িল—তিনি প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা দেখিবার জন্য সেখানে গমন করিলেন।

স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে পুনরায় গমন করেন। সেই সময় পল রিচার্ড-এর "ন্যাশ্‌নালিজম" পুস্তকের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৯১৭ সালের ২১শে জানুয়ারী, জাপান অভিমুখে কবি যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কবি হনলুলুতে অবতরণ করেন। সেখানের অধিবাসীরাও তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। সুধী ও ছাত্র সমাজের শ্রদ্ধা ও সাদর সম্ভাষণ লাভ করিয়া কবি জাপানে উপনীত হন।

কবি স্বয়ং "দি অ্যাটলান্টিক মন্‌থ্‌লি" পত্রিকায় তাঁহার ১৯১৬ সালের আমেরিকা ভ্রমণের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়াছেন (বিশ্বভারতী, ১৯২৭, এপ্রিল)। তিনি লিখিয়াছেন-- "জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'স্যর' পদবী ত্যাগ করা এমনই কী কুকাজ হইয়াছে যে তাহার জন্য আমার নামে কলঙ্ক রটান হইতেছে যে, আমেরিকা ভ্রমণের জন্য আমি জার্ম্মানদের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্য আমাকে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট কেব্‌ল্‌ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে হয়।

এমন কি আমার স্যানফ্রান্সিস্‌কো নগরে অবস্থিতির সময় গোয়েন্দা বিভাগের লোক আসিয়া 'মায়ের অপেক্ষা মাসীর দরদ' দেখাইবার মত আমাকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পালাইতে বলিয়া গেল ; কারণ হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা না কি আমার প্রাণ হরণ করিবে।

কিন্তু ১৯১৬ সালে যখন আমি জাপান হইতে ক্যালিফোর্নিয়াতে পাড়ি দি—আমেরিকাবাসীরা আমায় বহু নগরে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করে এবং আমার কথা ধীর চিত্তে শ্রবণ করিয়াছিল। আমার বিশ্বভারতীর জন্য টাকাও কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। যদিও স্বার্থান্বেষিগণ আমার জাতীয়তাবাদমূলক বক্তৃতাগুলির প্রতিকূল সমালোচনা করেন—তথাপি অনেক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্মকথা জানিয়া যায়। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি উৎকট জড়বাদী, চঞ্চলচিত্ত, বিলাসী আমেরিকার নর-নারীর মধ্যেও সেই মহান, অসীমের সন্ধানের একান্ত আগ্রহ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে।"

কবি তারপর চারি বৎসর ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ডেরাডাণ্ডাসহ বোলপুরে আসিলেন, তখন বোলপুরের লোক-বিরল দিগন্তব্যাপী সমতল উচ্চভূমির উপর বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে এক প্রেরণার উদয় হয়। তিনি ভাবাবেশে মনে করিলেন এই স্থানটিতে বিশ্বনিয়ন্তা দেবতার আশীর্ব্বাদ আছে। সেইজন্য তাঁবু খাটাইয়া কয়েকদিন সেখানে বাস করিলেন। তারপর সেইখানে তাঁহার শান্তি ও সাধনার উপযুক্ত স্থান হইবে ভাবিয়া প্রায় বিশ বিঘা জমি ১৮৬৬ খৃঃ ক্রয় করেন। সেইখানে পরে তিনি 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে ব্রহ্মচর্য্য

বিদ্যালয়ের সূত্রপাত মহর্ষি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ও উদ্যমে 'বিশ্বভারতী' রূপে বিশ্বজনের মধ্যে জ্ঞানের মহামিলনপীঠে পরিণত হইয়াছে। ১৯১৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা প্রকাশ করেন ১৯১৯ সালের ৩রা জুলাই বিশ্বভারতীর রূপদানের নিমিত্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়েব অধ্যক্ষতায় বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠা হয়।

ত্রিশ বৎসর পরে ১৯৫২ সালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর চেষ্টায় সেই 'বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়' রূপে স্বাধীন ভারতের ইউনিভার্সিটী আইন বলে বিশ্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কবির স্বপ্ন, আশা, আদর্শ, সফল হইয়াছে।

এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে কবি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গমন করেন। বাঙ্গালোর, মহীশূর, উটীশৈলনগর, কোইম্বটোর, পালঘাট, নেলোর, তাঞ্জোর পর্য্যটন করিয়া মাদ্রাজে আগমন করেন। মিসেস্ অ্যানি বেসেণ্টের অতিথি হইয়া আডিয়ারে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসে যখন জালিয়ান্ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়, তখন তিনি হৃদয়ে যে ব্যথা পান তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ১৯১৯ সালের ৩রা মে ত্যাগ করেন।

পঞ্চমবার বিদেশ যাত্রা

পরবৎসর প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের অবসানের পর কবি ১৯২০ সালের ১১ই মে, পুত্র ও পুত্রবধূসহ কলিকাতা হইতে চতুর্থবার ইয়োরোপ যাত্রা করেন। ১৫ই মে জাহাজে উঠেন। ২৪শে লোহিত সাগর হইতে পত্র লিখিয়া জানান যে সেই সন্ধ্যায় সুয়েজ পৌঁছাইয়াছেন।

ইয়োরোপে চতুর্থবার

সেই জাহাজে আগা খাঁ মহোদয়, আলোওয়ারের রাজা সাহেব ও বিখ্যাত ক্রীকেট খেলোয়াড় নওনগরের জাম সাহেব রণজিৎ সিংহ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। সকলেই প্রতিদিন কবির সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ আলোচনায় তাঁর সমুদ্র যাত্রার ক্লেশ নিবারণ করিতেন। "শান্তিনিকেতন" পুস্তকে যে সব ধর্ম্মকথা কবি বলিয়াছেন, তাহারই ইংরাজি অনুবাদ কবি জাহাজে বসিয়া করিতেছিলেন। সেগুলি 'থট্ রেলিক্‌স' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে—এইসব বিশিষ্ট সহযাত্রীরা তাহা পাঠে ও আলোচনায় পরম শান্তি লাভ করিতেন। আগা খাঁ কবির সহিত হাফিজের কবিতা ও সুফী ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতেন।

১৯২০ সালে ৫ই জুন, প্লীমথ্ বন্দরে অবতীর্ণ হন। লণ্ডনে পৌঁছাইয়া রোটেনষ্টাইন, হাডসন, ফক্সস্ট্রাঙ্গওয়েজ (হিন্দুস্থান মিউজিক প্রণেতা), কানিংহাম-গ্রাহাম, নিকলাস-রোয়েরিক (রুশ দেশের চিত্রকর), বার্ণার্ড স, গিলবার্ট মরে প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত কবির দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কবি ১৭ই জুন লণ্ডন হইতে পত্র লেখেন যে তিনি ১৯শে জুন ছাত্র সভায় বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য অক্সফোর্ড যাইতেছেন। ছাত্রগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ অভিভূত হন।

রবীন্দ্রনাথের ভারতে ইংরাজ শাসনের দৈন্য সম্বন্ধে তীব্র নিন্দা ও নাইট্ পদবী ত্যাগের নিমিত্ত কবির বিলাতী বন্ধু ও অনুরাগী অনেক ইংরাজ, কবির প্রতি অস্বাভাবিক উদাসীনতা দেখাইয়াছিলেন। ইংরাজ সুধীগণের এমন অনুদার মনোবৃত্তি ও মানবপ্রেমের দীনতা দেখিয়া কবি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন বটে, তবে কিছু মাত্র ব্যথিত হন নাই। পরজাতির উপর প্রভুত্বপ্রিয়তা সকল ন্যায় ও সদ্‌বৃত্তির অবসান করিয়া দেয়।

অক্সফোর্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ কেম্‌ব্রীজ নগরে গমন করেন। স্থানীয় 'ইউনিয়ন অফ্ ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' সোসাইটি কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। কবি লরেন্স বীনিয়ন্ এই উৎসব উপলক্ষে যে কবিপ্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন সেইটি ইংলণ্ডের বিখ্যাত অভিনেত্রী সিবিল থর্ণ ডাইক্ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অধ্যাপক আণ্ডারসন, লোইস ডিকিন্সন্,

জে এম কীন্‌স্‌ এইস্থানে কবির সহিত আলাপ আলোচনা করেন। কেম্‌ব্রীজে তিনি—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনেই বিশ্ব-শান্তির বীজ রোপিত হইবে—এই বাণী প্রচার করেন। কবির সেই আশ্বাস-বাণী সকলের চিত্তে জাগিয়া উঠিল—

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহন দীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গল শঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণা-ঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য॥

রবীন্দ্রনাথ সুদূর প্রবাসে বাস করিবার সময়েও তাঁহার দেশের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ইণ্ডিয়া অফিসে তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেটস্‌ মণ্টেগু ও আণ্ডার-সেক্রেটারী লর্ড সিংহের সহিত কবি দেখা করেন এবং পাঞ্জাবের নির্য্যাতন ও ভারতের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া শান্তিময় করিবার জন্য চেমস্‌ফোর্ডের পর এক উদারনীতিপরায়ণ ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌কে ভারতের ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজনীতিক ও সুধীমণ্ডলে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। অনেক ভারতবন্ধু ইংরাজ ও কতিপয় বিশিষ্ট ভারতবাসী ভারতের পরবর্ত্তী ভাইস্‌রয় পদে মণ্টেগু সাহেবকে নিযুক্ত

করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের নিকট এক আবেন-পত্র পাঠান, সে পত্রে রবীন্দ্রনাথও স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

তাহার পর কবি একদিন ব্রীস্টল নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির তলে উপস্থিত হইয়া, বর্ত্তমান ভারতের যুগস্রষ্টা সেই মহাত্মা বাঙ্গালী যেখানে চিরনিদ্রিত সেই স্থানে বিশ্বকবি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হন। এই সময় স্যর হোরেস্ প্লানকেট্ ও জর্জ রাসেলের সহিত কবির পরিচয় হয়।

২২শে জুলাই, ১৯২০ সালে লণ্ডন হইতে কবি এক পত্র লিখিয়াছিলেন—জেনারেল ডায়ারের জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পার্লামেন্টের হাউস অব্ কমন্স্ এবং হাউস্ অব লর্ডস্‌এ যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা শ্রবণে কবির চিত্ত ব্যথা পায় এবং ইংরাজদের পর-জাতির উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি এমনই নিম্নগামী ও উৎকট যে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির ও কর্ত্তব্যের কোন চিহ্ন ইংরাজগণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই, তাহাতে কবি ইংরেজ জাতির প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধান্বিত হইয়া পড়িলেন।

তাই কবি প্যারিস হইতে ১৩ই আগস্টের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এবার আমাদের ইংলণ্ডে প্রবাস একেবারে বৃথায় গেল। পার্লামেণ্টে ডায়ারের আলোচনায় ইংরাজ রাজনৈতিকদের যে নীচ মনোবৃত্তির নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের ভারতবাসীর প্রতি যে জঘন্য উপেক্ষা, দুর্ব্বলের উপর

প্রবলের অত্যাচার করিবার প্রবৃত্তি মূর্ত্ত হইয়াছে—তাহা আমার চিত্তকে নিদারুণ ব্যথা প্রদান করিয়াছে। আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারিয়া পরম স্বস্তি লাভ করিয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতের স্বাধীনতা লাভের স্বর্ণ যুগ দেখিতে পাইলে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন, জগৎসভায় বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া ধন্য হইতেন।

ফ্রান্সে

১৯২০ সালের ৬ই আগষ্ট, ফ্রান্সে গমন করিয়া কবি, আলবর্ট্ কান্-এর অতিথিরূপে প্যারিসে অবস্থান করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় উত্তর ফ্রান্সের যে সমস্ত স্থান বিধ্বস্ত হইয়া ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল কবি তাহা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তৎদর্শনে কবি স্তম্ভিত হন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার নগ্নরূপ ও আত্মঘাতী শক্তি, ও তাহার জন্য নর-নারীর অপরিসীম দুঃখ দেখিয়া কবি ব্যথিত হন।

ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্গ্‌সঁ কবির সহিত নিজে দেখা করিতে আসেন। কবি ১৯২০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছেন—"বার্গসঁ-এর সহিত আমার পরমানন্দ-দায়ক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আমার 'পার্সন্যালিটি' পুস্তক পাঠ করিয়াছেন—আর আমার লেখার এত প্রশংসা করিলেন যাহা আমি কখনও আশা করিতে পারি নাই।"

২১শে আগষ্টের একখানি পত্রে তিনি তাঁহার আশু ভ্রমণের

কার্য্যতালিকা সম্বন্ধে জানান—"হল্যাণ্ড হইতে আমায় অনেকগুলি বক্তৃতা দিবার সাদর নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। সেই সব বক্তৃতা এবং অক্টোবরে প্যারিসে যে সব বক্তৃতা দিব, তাহা লিখিবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি; সরবোঁন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি 'মেসেজ অব্ দি ফরেষ্ট' বক্তৃতাটি পাঠ করিব, তাহাও পুনরায় সংস্কার করিতে হইবে, আমাকে ফ্রান্সের বিখ্যাত জাতীয় শিক্ষা-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিষদে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে সেখানে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের' মিলন প্রবন্ধটি পাঠ করিব মনস্থ করিয়াছি।"

ফ্রান্সে অবস্থানকালে বিখ্যাত ফরাসী মহিলা-কবি কাউনটেস্ নোয়েলিসের সহিত কবির পরিচয় হয়। সেই মহিলা-কবি বলেন—১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের প্রথম অভিযানের সময় ফ্রান্সের তদানীন্তন রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট ক্লেমেন্সো এবং তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ফরাসী অনুবাদ পাঠ করিতেন—সেই সঙ্কট ও উদ্বেগের সময়ও পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্যারিসে বসিয়া ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের খবরে কবি আনন্দ লাভ করেন এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর এক পত্র লিখিয়া তাহার মনোভাব প্রকাশ করেন; তিনি লিখিয়াছিলেন—নিশ্চয় এই অসহযোগ আন্দোলন বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের মতন প্রবল হইবে। মহাত্মা গান্ধীকেই এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে দেওয়া উচিত। দেশের শান্তি ও প্রেম প্রচারের কার্য্যে

আমায় যদি মহাত্মা কিছু আদেশ করেন আমি অবনত মস্তকে তাহা পালন করিব। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় আমি যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহার ইংরাজি অনুবাদ সুরেনকে করিতে বলিও। সেগুলি দেশের ও দশের এখন অনেক উপকারে আসিবে। অদ্য রাত্রেই আমরা ইংল্যাণ্ড যাত্রা করিব। (মডার্ণ রিভিউ, নভেম্বর, ১৯২১)।

হল্যাণ্ড

কবি হল্যাণ্ড ভ্রমণের সময়ে ওলন্দাজদের নিকট হইতে যে পরিমাণ আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন, তেমন ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট হইতে পান নাই। প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধীয় লোকের নিকট হইতে আদর অভ্যর্থনা যাহা পাইয়াছেন সে সব তাঁহার চিত্তে আনন্দ দান না করিয়া বরং কণ্টক স্বরূপ বিঁধিত। সেইজন্য সুবিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক এইচ্, জি, ওয়েলস তাঁহার 'আউটলাইন অব্ হিস্ট্রি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মানব সমাজের ইতিহাস হইতে 'পরাধীন জাতি' এই ঘৃণিত বাক্য চিরতরে মুছিয়া ফেলিবারই সময় এখন আসিয়াছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর কবি হল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে কবির হল্যাণ্ড পর্য্যটনের বিবরণে লিখিয়াছেন—রটারডাম সহরে ডাঃ জে, জে,

ভান্‌ডার লোরেঞ্জ্‌ মহাশয়ের অতিথি হইয়া কবি ছিলেন। তিনিই সমস্ত হল্যাণ্ড-এ কবির সাথী হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কবি পল্লী বা নগরে যেখানেই যাইতেন বিপুল আদর আপ্যায়ন পাইতেন। রবীন্দ্রনাথ আমস্‌টার্ডামে, পৃথিবীর শান্তি স্থাপনের উৎস দি হেগ নগরে, রটারডামে জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সকলে শুনিত। হল্যাণ্ডের সর্ব্বস্থান হইতে শত-সহস্র ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিতে ও তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিত। প্রতি বক্তৃতা অন্তে বাংলা ভাষাতেই কবিতা আবৃত্তি করিয়া কবি বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য পরিবেশন করিতেন। লেডেন, ইউট্রেক্‌ট্‌ এবং আমস্‌টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ-গণ তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ইউ-ট্রেক্‌ট-এর সুধীমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া কবিকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। হল্যাণ্ডবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে বিখ্যাত গির্জ্জা-ঘরে বক্তৃতা দিবার সুযোগ—এমন কি ধর্ম্মযাজকের আসন (পুলপিট) হইতে বলিবার অধিকার প্রদান করিয়া বিশেষ সম্মান দেখাইয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন অ-খৃস্টানকে এমন সম্মান ও অধিকার দেওয়া হয় নাই। ডাক্তার লোরেঞ্জ বলেন— যুদ্ধের পীড়নে অবসাদগ্রস্ত এদেশবাসী এতই মর্ম্মাহত যে ভারতের ঋষি, বাঙ্গলার কবির নিকট হইতে অমৃতের বাণী, শান্তির সঙ্কেত শুনিবার জন্য তাঁহারা সকলেই আগ্রহান্বিত। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গার্ডনার, ক্রেসেণ্টমুন ও চিত্রা পাঠ করিয়া আমার

বিষাদগ্রস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কবির প্রতি আমার মন অলক্ষিতে শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল।

বেলজিয়াম

কবি হল্যাণ্ডে এক পক্ষ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে সাদর নিমন্ত্রণ পাইয়া বেলজিয়ামে গমন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রাতে রবীন্দ্রনাথ এণ্টওয়ার্পে পৌছান; ৩রা একখানা পত্র ভারতে পাঠান; তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—আমার ১৫ দিন হল্যাণ্ডে অবস্থিতি এদেশের নর-নারীর উপর এতটা যে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহাদের প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণ এতটা একান্তভাবে বদ্ধ হইবে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার চিন্তা শান্তিনিকেতনকে কি করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও আবর্ত্তন হইতে উর্দ্ধে রাখিতে পারা যায়। আমাদের বীজমন্ত্র 'শান্তম, শিবম্, অদ্বৈতম্' সদাই জপিতে হইবে।

এণ্টওয়ার্পে তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনা পান এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। বেলজিয়ামের রাজার নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া কবি ব্রুসেলস্ নগরে গমন করেন। বেলজিয়ামের রাজা রবীন্দ্রনাথকে পরম শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করেন। পরাধীন, বাঙ্গলাদেশের এক সন্তানের এমন যশ ও গৌরবকথা মরা জাতকেও প্রাণবান না করিলে, কিসে আর সে মাথা তুলিবে? 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে' এই চাণক্য বাক্য রবীন্দ্রনাথই সার্থক করিয়াছেন।

বেলজিয়াম হইতে রবীন্দ্রনাথ প্যারিস হইয়া লণ্ডনে গমন করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর প্যারিসের প্রধান প্রাচীন বিচারালয়—প্যালেস্ ডি জ্যষ্টিস গৃহে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলন' নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাইবার জন্য বিচারালয়ে জজের আসনে বসিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। কবি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ ইউরোপের নিকট সেই শুভ-ইচ্ছা ও ভ্রাতৃভাব এবং সমব্যবহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে যাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্বে চিরশান্তি ও কল্যাণ বিরাজ করিবে। শান্তিনিকেতন সেই শান্তির প্রধান কেন্দ্র হইবে—সেই কল্পনা কবি বিশ্ববাসীকে শুনান।

কবির কল্পনার সার্থকতা উপলব্ধ হইল যখন ১৯৫৩ সালে স্বাধীন ভারতেরই কালা সৈন্য কোরিয়াতে গিয়া শান্তিনগর স্থাপন করিল।

প্যারিস হইতে ৮ই অক্টোবর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কবি যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার নরওয়ে ও সুইডেন যাত্রা করিবার সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন সেখানে যান নাই। তিনি লণ্ডন হইতে প্যারিসে পর-সপ্তাহে পুনরায় গমন করেন।

প্যারিস হইতে ১২ই অক্টোবর যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি অ্যাটল্যান্টিক পাড়ি দিবার জন্য লণ্ডনে যাইবেন লিখিয়া-ছিলেন। আর লিখিয়াছিলেন—আমার ইউরোপে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন ধারণাই ছিল না যে আমার অভ্যর্থনার জন্য

এত আশাতীত আয়োজন হইবে। আমি দেখিতেছি পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা আমাকে কায়মনোবাক্যে আত্মীয় করিয়া লইয়াছে, যদিও আমি এই সম্মানের ও আনন্দের জন্য আদৌ লালায়িত হই নাই। এই সব আয়োজনের কথা বিন্দুবিসর্গ পূর্ব্বাহ্ণে অবগত হইতাম না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার হাতেই নির্দ্ধারিত হইত।

প্যারিসের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যাচর্চ্চার সমিতি (ডে এমি ওরিয়াঁ-এর এসোসিয়েসনের) কর্ত্তৃপক্ষ ৩৫০ খানি মূল্যবান ফরাসী গ্রন্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য কবিকে উপহার দান করিয়াছিলেন। কবির 'ঘরে বাহিরে' বইখানি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। ফরাসী সাহিত্য সমালোচকগণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—ঠাকুরের উপন্যাসাবলী সমসাময়িক ভারতের জীবন্ত ছবি। তথাপি গ্রন্থগুলি সমগ্র বিশ্ব-উপযোগী সরলতা, মৈত্রীর ভাব এবং আধ্যাত্মিক আদর্শে পূর্ণ।

তৎপরে কবি লণ্ডনে গমন করেন। ১৯২০ সালের ১৮ই অক্টোবর লণ্ডন হইতে এক পত্র লিখিয়া আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় তৃতীয় বার

২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে কবি নিউ ইয়র্কের বন্দরে পৌঁছেন। ৪ঠা নভেম্বর নিউইয়র্ক হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে

শান্তিনিকেতন রাজনৈতিক আবর্ত্তের মধ্যে যাহাতে না যায় তাহার জন্য উপদেশ দেন।

আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী মহলের লোকেরা রবীন্দ্রনাথের উপর তেমন সন্তুষ্ট ছিল না। সেই নিমিত্ত পণ্ড কোম্পানী এবার রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণের ব্যবস্থার ভার লইতে অসম্মত হন এবং কবিকে আমেরিকায় আসিতেও নিষেধ করেন। বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া রবীন্দ্রনাথ কেবল পিয়ার্সন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। তাহার একমাস বাদে যখন রথী ঠাকুর ও প্রতিমা বৌঠান নিউইয়র্কে পৌঁছাইলেন তখন কবির চিত্ত পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সেই আনন্দের কথা নিউইয়র্ক হইতে ৩০শে নভেম্বর এক পত্র লিখিয়া ব্যক্ত করেন।

তাঁহার আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার কোন আয়োজন যখন হইতেছিল না তখন তিনি তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি কোয়েকার বন্ধুর সঙ্গলাভ করেন। সেই ব্যক্তির কথা নিউইয়র্ক হইতে ২৫শে নভেম্বর তারিখের পত্রে কবি লিখিয়াছেন— প্রত্যেক রবিবার প্রাতে আমাকে কোয়েকারদের সভায় বন্ধুটি লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের সহিত নীরবে ধ্যানস্থ হইয়া অনন্ত শান্তি ও সুখের আস্বাদ আমি পাইতাম।

১০ই নভেম্বর ব্রুকলীন একাডেমী অব মিউজিক হলে 'প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের মিলন' বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে মোহিত করেন। ১১ই নভেম্বর ফিলাডেলফিয়ার ব্রেনর সহরে উইমেন্স্

কলেজে 'বাঙ্গালার ঋষিকবি' (দি মিষ্টিক্ পোয়েটস্ অব্ বেঙ্গল) প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাঙ্গলার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩ই নভেম্বর প্রিন্স্‌টনে এক ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা দেখেন। নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ন্যাশনল আর্ট ক্লাবের পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে সম্মানিত অতিথিরূপে যোগদান করেন।

নিউইয়র্ক সহরে ২০শে নভেম্বর "কবির ধর্ম্ম" বক্তৃতাটি প্রদান করেন এবং জনসাধারণের উপর কবি প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বৃটিশ-শাসন-বিরোধী ও জার্ম্মান-প্রীতিপরায়ণ এই অপবাদ কবির নামে রটাইয়া আমেরিকার প্রতিপত্তিশালী সমাজ কবিকে আদর করিল না এবং তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের অভিযানে বিষম বাধা পাইতে লাগিলেন।

নিউইয়র্কে 'কবি সমাজ' (পোইট্রী সোসাইটী) যখন কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার অভিজাত সমাজের এই প্রকার ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তৎপরে তিনি চিকাগোতে গমন করিয়া মিসেস্ মুডির অতিথিরূপে কয়েকদিন বাস করেন। টেক্সাসে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সময় বোলপুরের ৭ই পৌষ উৎসবের কথা মনে উদয় হওয়াতে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হন। নিউইয়র্ক হইতে লিখিত ১৩ই ও ১৭ই ডিসেম্বরের পত্রে তাঁহার মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

ইয়োরোপে পঞ্চম বার

১৯২১ সালের ১৯শে মার্চ্চ ইয়োরোপ যাত্রা করিয়া, তিনি লণ্ডনে পুনরাগমন করেন। ৮ই এপ্রিল লণ্ডন মহানগরীতে আমেরিকায় যে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলন' বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন। তাহার তিন সপ্তাহ পরে বিমানযোগে প্যারিসে আগমন করেন এবং এম্, কান্-এর অতিথি হন।

ফ্রান্সে

১৭ই এপ্রিল র‍্যমঁ্যা রোলঁার সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই ঋষির মন খুলিয়া আলোচনার ভিতর দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন-সূত্র গ্রথিত হইল। 'সোসাইটি ডে এমি ড ওরিয়ঁা'এর উদ্যোগে কবি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। তারপর ২৫শে এপ্রিল প্যালে ডি জ্যাষ্টিসে 'দি পাব্লিক্ স্পিরিট অব্ ইণ্ডিয়া' সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ধনী মুক্তা ব্যবসায়ী শ্রীধর রানা বিশ্বভারতীর জন্য একটি বহুমূল্য গ্রন্থালয় কবিকে উপহার দেন।

ষ্ট্রাস্‌বুর্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয় তাহার বিবরণ জীবনলাল পাণ্ডবা, মডার্ণ রিভিউ-এ ১৯২১ সালের জুলাই মাসে লিখিয়া পাঠান। প্যারিস হইতে রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালের ২৭শে এপ্রিল ষ্ট্রাস্‌বুর্গ ষ্টেসনে পৌঁছান, সেখানে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী ও তৎপত্নী এবং ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ কবিকে

অভ্যর্থনা করেন। এই সহরে দুইটি চায়ের প্রীতিসম্মেলনে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। একটির আয়োজন করেন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী দম্পতি এবং অপরটি ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টার-পত্নী ম্যাডাম সার্লেটি। দুইটি পার্টিতেই বিশ্ববিদ্যালয় ও সুধী সমাজের ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ষ্ট্রাসবুর্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রেল কবি দর্শন করেন। সেই সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসব গৃহের প্রকাণ্ড দালানে রবীন্দ্রনাথ 'দি মেসেজ অব্ ফরেষ্ট' বক্তৃতা দেন। তাহা 'এলসেস্ এ লোরেন' দৈনিক কাগজের ৩০শে এপ্রিলের সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে—"মহান হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য কি ভয়ানক জনতা হইয়াছিল। যখন ঋষিকবি জনতার মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন তখন চারিদিক হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়া দালানটি বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হয়—কিন্তু যখনই কবি আসন গ্রহণ করিলেন অমনই মুহূর্ত্তমধ্যে বিরাট সভাগৃহ—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী কবিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—রবীন্দ্র-নাথের লেখা সমস্ত বিশ্বে আজ পরিচিত ও আদৃত। বুদ্ধ, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সুধী-সমাজে অমর হইয়া থাকিবেন। হে সূর্য্য, হে স্বর্গের রক্ষাকর্ত্তা, ভারতের কবি ও কবির স্বদেশবাসীকে সদাসর্ব্বদা এবং বহুকাল ব্যাপিয়া রক্ষা করুন।"

২৪শে এপ্রিল প্যারিসে 'সার্কেল ইণ্টাএলিয়া' বিদ্বজ্জন-সমাজ রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জনের সহিত কবির আলাপ হয়।

'মুসে গীমে ইনিষ্টিটিউট্ ডি ফ্রাঁস্'-এর সভ্য এমিলী সেনার্ট (Emile Senart) "রিপাব্লিক্ ফ্রাঁসে" নামক বিখ্যাত পদক কবিকে উপহার দেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গলার বাউল' সম্প্রদায়ের বিষয় বক্তৃতা প্রদান করিয়া বাঙ্গলার পল্লীবাসীরা যে কত শিক্ষিত ও উন্নত বিশ্ববাসীর নিকট তাহাই প্রমাণ করিয়া দিলেন।

ফরাসী দেশ হইতে কবি ইয়োরোপের নানাস্থানে গমন করিয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনা পান। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ফ্রান্স হইতে কবির এই দিগ্বিজয়ের অভিযানের যে বিবরণ ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মডার্ণ রিভিউ-এ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন - মে আর জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেন এক বিজয়ী ব্যক্তির ন্যায় নগর হইতে নগরে বিজয় উল্লাসের ঢেউ তুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন ও আগ্রহ দেখিয়া বেশ অনুভব করা যায় যে শান্তির এই ভারতীয় দূতটি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের বীজ যথার্থই রোপণ করিয়া চলিয়াছেন। তাই কবির প্রশংসায় সমগ্র টিউটনিক দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সুইজার্ল্যাণ্ড

তাঁহার মধ্য ও উত্তর ইয়োরোপের অভিযান আরম্ভ হয়, যখন তিনি সুইজার্ল্যাণ্ডের জেনেভা নগরে ১৯২১ সালের ৩০শে এপ্রিল গমন করেন। সেইদিন জেনেভা নগরের গুরুট্রেনিং কলেজে (ইনষ্টিউট্ জঁা জাক্ রুসো) প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ ক্লাপারেডের অধিনায়কত্বে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ৩রা মে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মিউজিক্ হলে কবি একটি বক্তৃতা দেন। তারপর ১০ই মে বাসেল বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে অভ্যর্থনা করেন। এখানে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ওয়াকার নাগেল, অধ্যাপক ভিসের প্রভৃতি বহু সুধীজনের সহিত কবির আলাপ হয়।

বাসেলে যাইবার পথে কবি লুসার্ন-এ অবস্থান করেন। সেইদিন ৭ই মে, কবির জন্মদিন, এখানেই সেই উৎসব সম্পন্ন হয়। দেশ-দেশান্তরের গ্রন্থকার, প্রকাশক, সুধীজন কবিকে তাঁহার একষষ্টিতম জন্মদিনে অভিনন্দিত করিয়া পত্র পাঠান। জার্ম্মানীর ইম্পিরিয়াল রিপাব্লিকের নিকট হইতে কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া এক পত্র আসিয়াছিল। কেবল শুভ ইচ্ছাসূচক বাক্যের দ্বারাই জার্ম্মানরা কবির জন্মদিন-উৎসব পালন করেন নাই, সেখানকার এক সুধী-মণ্ডলী 'ভাইমার' ও 'গেটের' যুগ হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত জার্ম্মান দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বহু মূল্যবান গ্রন্থের একটি সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে উপঢৌকন দিবার প্রস্তাবও আনিয়াছিলেন।

বাসেলে বসিয়া ১০ই মে তাঁহার জন্মদিনে উপঢৌকন প্রদানের জন্য কবি জার্ম্মানদের ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, —আজ ভারতের একজন কবিকে জার্ম্মানরা যেভাবে অভিনন্দিত করিল তাহাতে প্রমাণ হয় জার্ম্মানরা ভারতের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। এবং ভারত ও পাশ্চাত্ত্য দেশের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টাতে জার্ম্মানদের আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে। ভারতের কবিকে সম্মান দেখানর অর্থ ভারতবাসীকে শ্রদ্ধা করা।

সুইজার্ল্যাণ্ডের শিল্পনগরী জুরিক্ নগরে কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ "কবির ধর্ম্ম" বক্তৃতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়া দেন। সুইজার্ল্যাণ্ডের সকল পর্ব্বতই তুষারাবৃত, তাহার মধ্যে অনেক বড় বড় হ্রদ এবং হ্রদের তীরে সুদৃশ্য নগরগুলি সেদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গরিমা বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুদৃশ্য হ্রদ, তুষারধবল পর্ব্বত-শিখর, শ্যামল উপত্যকা ও গিরি-নির্ঝরিণী সুইজার্ল্যাণ্ডকে পৃথিবীর মধ্যে যেমন পরম রমণীয় দেশ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই কবির হৃদয়ে অপার আনন্দ হিল্লোল তুলিয়া দিয়াছিল। অনেক সুধীজন সামাজিক ও ঘরোয়া ভোজে এবং প্রীতি সম্মেলনে কবিকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ওয়াল্ডহাউস ডোলডার-এর সাহিত্য-সভা এবং ডাঃ বড্মের গটিংগেনে কবিকে আদর আপ্যায়ন করেন।

জার্ম্মানীতে

জার্ম্মান সরকারের প্রকাশ্য নিমন্ত্রণের প্রথম পালা আরম্ভ হয় হামবুর্গ শহরে ; শহরটি এলব্-নদীর মোহানায় অবস্থিত একটি সুদৃশ্য বন্দর। লণ্ডন ও নিউইয়র্কের পরই এই বন্দরের প্রাধান্য। ২০শে মে রবীন্দ্রনাথ হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা ব্যতীত কবি, 'ঠাকুর চক্রে' তাঁহার কবিতা বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় পাঠ করেন। সুবিখ্যাত ভাষাবিদ্ মেয়ার ফ্র্যাঙ্ক প্রভৃতি সুধীজন তাঁহার পাঠ শ্রবণে মুগ্ধ হন। হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মন্তব্য এবং এই অধ্যাপক পদে একজন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত কবিকে অধ্যাপক স্ট্যুব্রিং অবগত করান।

প্রিন্স অটো বিসমার্ক হামবুর্গ-এ আসিয়া কবিকে তাঁহার রাজধানীতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তিনি স্বয়ং মোটরে কবিকে তাঁর ফ্রিডিক্স্রুহে বিখ্যাত দুর্গপ্রাসাদে (ক্যাস্ল্-এ) লইয়া যান।

ডেনমার্কে

হামবুর্গ হইতে কবি ডেনমার্কে গমন করেন। কোপেন-হেগেন ডেনমার্কের রাজধানী ও সুন্দর বন্দর। সেখানকার রেলষ্টেশনেই বিপুল সমারোহ ও উৎসাহের সহিত কবিকে অভ্যর্থনা করা হয়। ষ্টেশনে এমন বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল

যে অন্য কোন স্থানে তেমন আর হয় নাই। কোপেনহেগেন একদিকে জর্জ্জ ব্রেণ্ডিস্ এর সহর বলিয়া যেমন সুধীমণ্ডলীর নিকট আদরণীয়, তেমনই ডিজেল মোটর এঞ্জিনের জন্যও বিখ্যাত। তাহারই কারখানার মালিকেরা ২০শে মে সন্ধ্যায় বাঙ্গলার সাধু কবিকে সঙ্গে লইয়া অন্তরীক্ষ ভ্রমণে সুখলাভ করেন। ২৩শে মে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতা অন্তে ছাত্র-ছাত্রীগণ ও জনসাধারণ মশালধারী বিরাট মিছিল (টর্চ্ লাইট) সাজাইয়া, কবিকে মধ্যস্থানে রাখিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে কবির বাসস্থান হোটেল পর্য্যন্ত নানা রাজপথ ঘুরিয়া গমন করিল। সমগ্র রাস্তা তাহারা ডেনমার্কের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কবিকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া গেল। হোটেলের সম্মুখের বিরাট উদ্যানে বিপুল জন-সমাগম হয়। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত জয়োল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কবিকে বাধ্য হইয়া বাতায়ন-সম্মুখস্থ বারণ্ডায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের আকুল প্রাণের অভিনন্দন গ্রহণ করিতে হয়। কবি যখন প্রত্যভিবাদন করিয়া বাঙ্গালাতে 'জয় ডেনমার্কের জয়' বলিলেন—জনমণ্ডলী তখন উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিল। এখানে কবি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর গ্রুনবেকএর বন্ধুত্ব লাভ করেন। কবি সর্ব্বত্রই সকল সভাতে বাঙ্গলা ভাষায় হয় আবৃত্তি, না হয় গান, না হয় পাঠ করিতেন।

সুইডেন

কবি সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হলম নগরে ১৯২১ সালের ২৪শে মে উপস্থিত হন। এই নগরের সুধীবৃন্দই 'নোবেল প্রাইজ' প্রদান করিবার জন্য সমগ্র বিশ্ব হইতে জ্ঞানী ও গুণীদের মনোনীত করেন। এইখান হইতেই ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হয়। সেই 'সুইডিস একাডেমী'র প্রতিনিধি, সম্পাদক, সুকবি কার্ল ফেল্ডট্‌ কবিকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। ষ্টেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর, কাউন্টেস্‌ উইল্‌ওমিট্‌জ্‌, কাউন্টেস্‌ ট্রোলে, ভারতভ্রমণে অভিজ্ঞ মিস্‌ ওহম্যান এবং বহু নরনারী অতি শ্রদ্ধার সহিত কবিকে অভ্যর্থনা করেন।

সেই দিবস সন্ধ্যায় সুইডেনের পল্লী-শিল্পকলার প্রাচীন সংগ্রহালয়ের প্রাঙ্গণে সুইডেনের পল্লীবাসীদের একটি নৃত্যোৎসব দেখিবার জন্য কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। ইয়োরোপের সেই উত্তরতম প্রদেশের যুগযুগান্তর প্রচলিত গ্রাম্য নৃত্য-গীত, পান-আহার বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি সানন্দে উপভোগ করেন। সুইডেনের কৃষকগণ বাজনা-রহিত স্বভাব-সুন্দর গ্রাম্য-সঙ্গীত সহস্র সহস্র কণ্ঠে গাহিয়া প্রাচ্যগগনের রবির সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

ষ্টক্‌হল্‌মের সাংবাদিক সঙ্ঘ কনসার্ট হলে কবির একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। কবি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' বক্তৃতাটি প্রদান করেন। কেবলই যে তিনি জনসাধারণের বা সুধী-

সাহিত্যিক-সাংবাদিক মহলেরই শ্রদ্ধার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নহে ; সুইডেনের রাজাও ভারতের জাতীয় কবিকে রাজ-প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া আলাপ আলোচনা করেন। ইয়োরোপের এক প্রাচীন স্বাধীন রাজার সহিত এসিয়ার এক মহাপুরুষ স্বাধীনতার ও মুক্তির মহিমা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয় ইংরাজিতে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করেন।

বিশ্বের শান্তি-পরিষদ বিখ্যাত 'লীগ্ অব্ নেশনের' প্রথম সভাপতি ডাঃ ব্রান্টিংএর সহিতও ভারতের জাতীয়তাবাদী কবি বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র বিষয় আলোচনা করিলেন।

সুইডিস্ একাডেমীর চির-প্রথা অনুসারে প্রত্যেক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে একাডেমীর সভ্যগণ সমক্ষে একটি নোবেল বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। তদনুসারে সুইস্ একাডেমী কবিকে তাঁহার বাণী দিবার জন্য একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। সেই ভোজে একশত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় উপ্সালার প্রধান গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মযাজক আর্চবিশপ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভারতবাসীর সংস্কৃতির সহিত পরিচিত স্ভেন্ হেডিন, বিশ্বপরিচিত সেল্‌মা লাগের্‌লভ্ ও মন্টিলিথাস, বাঙ্গালা ও সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপক হালসট্রম কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ' তাঁহাকেই প্রদত্ত হইবার কথা যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধক, শিল্পী ও ভাববাদী। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা সেই গুণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী আর কেহই নাই।

ইয়োরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় সুইডেনের উপ্‌সালা নগরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কেথিড্রেলে পর পর দুইটি বক্তৃতা দেন। কবির সম্বর্দ্ধনার জন্য বহু বিদ্বান ও ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের নানা রঙের বিচিত্র ও বিশিষ্ট পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া উপাসনার গির্জ্জাঘরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। ১৭শে মে কবি উপস্থিত হইবা-মাত্রই আর্চবিশপ মশালধারিগণের পুরোভাগে থাকিয়া বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে গমন করিলেন। শোভাযাত্রার মধ্যে ছিলেন কবি, বিভিন্ন শিক্ষাসম্মান-সূচক পোষাক পরিহিত ব্যক্তিগণ পুরোভাগে এবং ধর্ম্মযাজকগণ কবির অনুগমন করিলেন। এই মিছিল কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছিল! সেদিন কবির বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন অভ্যর্থনা সহজে কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

পুনরায় জার্ম্মানীতে

সুইডেন হইতে রবীন্দ্রনাথ বার্লিনে গমন করেন। কয়েক দিন তিনি হুগো ষ্টীনেসের অতিথি হইয়াছিলেন। বার্লিনে জার্ম্মান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ বেকের রবীন্দ্রনাথের সম্মানে একটি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন, এই ভোজ-সভায় জার্ম্মানী সরকারের প্রাক্তন সভাপতি সিম্মনশ, হারনোক প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২রা জুন কবি প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় দশ সহস্র নরনারী সেই বক্তৃতা শুনিতে আগমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানে অত লোকের স্থান না হওয়ায় বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট গাউনধারিগণ (Gownies) ডাঃ হারনোকের নেতৃত্বে স্বেচ্ছায় সহরের অন্যান্য বিশিষ্ট নগরবাসীদের (Townies) জন্য আসন ছাড়িয়া দিল। তথাপি সহস্র সহস্র লোককে বাহিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। সভার বক্তৃতা-মঞ্চে পৌঁছাইতে কবির অর্দ্ধঘণ্টা লাগিয়া যায়। কী অপূর্ব্ব শিক্ষানুরাগ ও ভারত-প্রীতি ছিল এই মহান জার্ম্মান জাতির নর-নারীর অন্তরে। তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় প্রকাশ পায়, যখন সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনে হিটলারের উৎসাহ লাভ করেন। জার্ম্মানদেরই উদ্যোগে সুভাষচন্দ্র বার্লিন হইতে টোকিওতে ডুবো জাহাজে (Sub marine) পাড়ি দেন।

৩রা জুন কবি জার্ম্মানীর ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দেন। এক ঘণ্টাকাল তিনি মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সহস্র সহস্র ছাত্র-ছাত্রী নীরবে তাঁহার বাণী ও গান শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল। কবি বলিলেন—"হে জার্ম্মানীর তরুণ-তরুণীগণ, আমি জানি তোমরা আমায় ভালবাস, তোমরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার দেশেও যুবক-যুবতীরাই আমায় অধিক ভালবাসে। আমি যে দেশে, যেখানে, যে সময়ে যুবকদের সহিত মিলিত হই—সর্ব্বদাই তাহাদের প্রীতির চক্ষে

দেখি—আমি জানি তরুণেরাই পৃথিবীর সকল পুনর্গঠনের সহায়।" 'সাধনা'র জার্ম্মান অনুবাদের প্রথম সংস্করণ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার বই তিন সপ্তাহে বিক্রি হইয়া যায়। 'দি হোম এণ্ড ওয়ার্ল্ডস'এর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পুস্তক ছমাসের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। এমনই রবীন্দ্র-প্রীতি জার্ম্মানগণের। এমনই পুস্তক-পাঠের আগ্রহ।

বার্লিনের প্রায় ত্রিশজন ভারতবাসী মিলিত হইয়া কবিকে এক চা-এর প্রীতি-সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন। সংস্কার সমিতির সভাপতি ডাঃ ওয়ালটার রাদিনীউ কবিকে একটি ভোজ দিয়া অভিনন্দিত করেন।

প্রুশিয়ার গ্রন্থালয়ের রাজকীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ বিভাগের ডাইরেক্টার কবির কণ্ঠস্বর ফনোগ্রাফ্ যন্ত্রে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করেন। প্রথমেই 'মেসেজ অব ফরেষ্ট' বক্তৃতাটি যন্ত্রে ধরা হইল।

মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে বাজি,
কোন নব চঞ্চল ছন্দে ?

গানটি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান করিলেন, সেই গানটিও যন্ত্রে ধরা হইল। সার্লেটনবুর্গের 'ঠাকুরচক্রে' (টেগোর সার্কেলে) কবি তাঁহার বাংলা কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দেন।

ব্যাভেরিয়া—মিউনিক্

জার্ম্মাণ সংস্কৃতির প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র মিউনিক্ সহরে ৬ই জুন কবি বার্লিন হইতে গমন করেন। মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়

কবিকে অভিনন্দিত করে। তিনি একটি বক্তৃতা দেন। কুর্ট উবফ্ নামে বিখ্যাত জার্ম্মান প্রকাশক রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মেলনে সুবিখ্যাত গ্রন্থকার টমাস ম্যানের সহিত কবির আলাপ-আলোচনা হয়। মিউনিক্এর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন এই সময় হইতে হয়।

এখানে কবি যখন শুনিলেন, মিত্র-শক্তির অবরোধ প্রথার জন্য দুগ্ধ অভাবে জার্ম্মানীর শিশুদের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার কোমল হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল। সেখানে শিশুদের মঙ্গলের জন্য যে অর্থসংগ্রহ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছিল, কবি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহাতে দশ হাজার মার্ক (জার্ম্মাণ মুদ্রা) প্রদান করেন।

মিউনিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথ ফ্রাঙ্কফোর্ট গমন করেন। রাইন নদীর দুই কূলের পরম রমণীয় শোভা দেখিতে দেখিতে জাহাজে করিয়া কবি ফ্রাঙ্কফোর্টে আগমন করেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'দি ভিলেজ মিষ্টিক্স অব্ বেঙ্গল' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্যাভেরিয়ার অধিবাসিগণ বাঙ্গলার নর-নারীর আধ্যাত্মিক মনোভাবের পরিচয় পান। সেখানে হেসের গ্র্যাণ্ড ডিউক্ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তিনি নিজের বৃহদায়তন আরামপ্রদ রাজকীয় মোটর যানে কবিকে লইয়া ডার্মষ্টাড্ট্ নগরে গমন করেন।

ডার্মষ্টাড্ট্-এ রবীন্দ্র-সপ্তাহ

কবির ৬১ বৎসর জন্মোৎসবের আয়োজন জার্ম্মানীর বিদ্বজ্জন যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই উদ্যাপন হইল এই ডার্মষ্টাড্ট্ সহরে। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, এফ্ আর এস্, বার্লিন হইতে রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে জার্ম্মান ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্রের যে অনুবাদ পাঠান তাহা ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে মডার্ণ রিভিউএ মুদ্রিত হইয়াছে; তাহার মর্ম্মকথা এই :—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বরাবরেষু,

রবীন্দ্রনাথ সুদূর প্রবাস ইউরোপে তাঁহার ষষ্টিতম জন্মোৎসব সম্পাদনের সময় উপস্থিত থাকাতে তাঁহার জার্ম্মান বন্ধু ও অনুরাগিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার এক উত্তম সুযোগ পাইয়াছেন।

পৃথিবীর দুইটি মহাদেশ এশিয়া ও ইউরোপকে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার আন্তরিক চেষ্টার জন্য, জার্ম্মানেরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহাদের ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সমভাব, কবিতার সুমধুর সুর, ভাবের গভীরতা গাঙ্গেয় প্রদেশের ও ইউরোপের নর-নারীরা যেমন প্রবল অনুরাগের সহিত শুনিতেছে তাহা আর কোন জীবিত কবির ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁর 'দি সানসেট্ অব দি সেঞ্চুরী' ও 'ন্যাশন্যালিজম' (জাতীয়তাবাদ) বক্তৃতার গভীর ভাব ও ভাগবত তত্ত্বকথা জার্ম্মানরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, তাঁহারা

বিশ্ববাসীর সহিত একযোগে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশক্তির সম্মান করিতেছেন।

জার্ম্মানজাতির এমন দুর্দ্দিনেও, যখন মানব-সভ্যতার বিষম সংঘাতের পরীক্ষার সময় উপস্থিত, তখনও রবীন্দ্র-অনুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নীরবে ও অনাড়ম্বরে প্রদর্শন করিতে আগ্রহান্বিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যষ্টিতম জন্মোৎসব ইউরোপে সাধিত হইবে এবং তিনি জার্ম্মানীতে আসিয়া জার্ম্মানবাসীদের সহিত পরিচিত হইবেন এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র নিম্নলিখিত জার্ম্মান সুধীগণ একটি রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা সমিতি গঠন করিয়াছেন। জার্ম্মানীর বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও প্রকাশকগণের সহযোগে জার্ম্মান পুস্তকের একটি সংগ্রহ যোগাড় করিতে এই সমিতি সক্ষম হইয়াছেন। এই সংগ্রহটি রবীন্দ্র-নাথের প্রতি জার্ম্মানজাতির ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রতীকরূপে কবির স্বদেশস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রমের গ্রন্থাগারে উপঢৌকন দিতে সুধীমণ্ডলী মনস্থ করিয়াছেন।

এই সামান্য উপহার জার্ম্মানবাসীর ঐ শান্তিনিকেতনের গ্রন্থা-লয়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধারই নিদর্শন। এই সংগ্রহ ভারতের সাংস্কৃতিকবিদ্যা ও পুস্তকের প্রতি আদরের চিহ্ন। বিশ্বের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে জার্ম্মানীর অবদানের নিদর্শন এই পুস্তকাবলী।

এই উপহারের অন্তর্গত পুস্তকগুলির গ্রন্থকর্ত্তাদের নামের তালিকা এই সঙ্গে দেওয়া হইল। যে ভারত বিশ্ব-জ্ঞানের ও শান্তির উৎপত্তির মহাক্ষেত্র সেই দেশবাসীর সহিত জার্ম্মানদের

ভালবাসা, সংযোগ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন, এই পুস্তকগুলি জার্ম্মান-সাংস্কৃতিক জগৎ হইতে বহন করিয়া ভারতে লইয়া যাইতেছে। কাউণ্ট বার্ণস্টফ্—স্টর্ণবার্গ, গার্ডট্ হাউপ্টম্যান—বার্লিন, ডাঃ রুডলফ্ অয়কেন—য়েনা, কাউণ্ট হাউফম্যান—স্টাটগার্ট, ডাঃ এডলফ্ হ্যারন্যাক—বার্লিন, হ্যারম্যান হেস—মণ্টাগনোল, ডাঃ হ্যারম্যান য়াকোবী—বন, কাউণ্ট কাইজারলিং—ডার্মষ্টাড্ট্, ডাঃ হাইরিক্ মায়ার—বেনফাই, কুর্ট ওলফ—মিউনিক্, ফ্রা হেলেন মেয়ার ফ্রাঙ্ক—হামবুর্গ, ডাঃ রিচার্ড উইল্‌হেল্‌ম্—টিসিংটান।

স্টুটগার্ট, ১৯২১ ৩রা মে।"

ডার্মষ্টাড্ট্ সহরে এক সপ্তাহ ধরিয়া রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা চলিয়াছিল। হেসের গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে নিত্য শত সহস্র ব্যক্তি জার্ম্মানীর নানাস্থান হইতে আগমন করিয়া জমা হইত। প্রত্যহ কবি ইংরাজিতে সকল লোকের সহিত আলাপ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বিনিময় করিতেন। কাউণ্ট কাইজারলিং সদাই কবির পার্শ্বে থাকিয়া কবির বক্তব্য জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিয়া দিতেন। কাউণ্ট কাইজারলিংএর স্কুল অব উইজডামে সুধীজন সমক্ষে নিত্যই বাংলা কবিতা পাঠ ও আলোচনা করিয়া কবি সকলকে আপ্যায়িত করিতেন।

জার্ম্মান শ্রমিকগণ এক বিরাট জন-সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে কবি শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে সমবেদনা দেখাইয়া বক্তৃতা দেন।

অষ্ট্রিয়া

জার্ম্মানী হইতে কবি অষ্ট্রিয়াতে গমন করেন। রাজধানী ভিয়েনা নগরে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার জন্য অভূতপূর্ব্ব আয়োজন হইয়াছিল। এখানে তিনি স্বাধীন রাজার ন্যায় সম্মান পান। অষ্ট্রিয়ার প্রজাতন্ত্র সভার সভাপতিরই অতিথি হইয়াছিলেন। পররাষ্ট্রসচিবের বাসভবনে কবিকে সম্বর্দ্ধনার জন্য ভোজের আয়োজন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কনসার্ট হলে বিরাট এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সেখানে ১৪ই জুন, রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

প্রাগ

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রজাতন্ত্রের সভাপতি প্রবীণ অধ্যাপক ম্যাসারিকের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ শ্লাভদেশে গমন করেন। রাজধানী প্রাগ ষ্টেশনে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধি ডাঃ হাইকা ও সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপক লেস্নী কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করেন। চেক্ ও জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। কি অধ্যাপক-মণ্ডলী, কি ছাত্রদল, সকলেই কবির কথা শুনিয়া ও তাঁহার

গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অভিভূত হইয়াছিলেন। চেক্ ছাত্রগণ ন্যাশন্যাল ক্লাবে কবিকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিবার আয়োজন করে। সেই সভায় কবি বাঙ্গলা কবিতা পাঠ করেন। সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার কবিতা বিন্দুমাত্র বুঝিতে না পারিয়াও কেবল কবির কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও পাঠভঙ্গিমা উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দ লাভ করিয়াছিল।

এই প্রাগ সহরে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যার্ণব ভাষাবিদ্ অধ্যাপক উইণ্টারনীজের সহিত কবির আলাপ হয়। এই অধ্যাপক-প্রবর ও ডাঃ ষ্টেলা ক্র্যামরিস্ শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। উইণ্টারনীজের সহিত যখন আলাপ ও পরিচয় হয় (বিশ্বভারতীর সংসদের সভ্য থাকিবার কালে) সেই সময় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া এই গ্রন্থকারও বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় ষ্টেলা ক্র্যামরিস্ ভারতের শিল্প ঐশ্বর্য্যের বিরাট গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত করিতে সক্ষম হন। 'টিউটনিক ইউরোপ' ভ্রমণকালে সমগ্র উত্তর ও মধ্য ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। পুস্তক, চিত্র আদি বাহ্যিক বহু সামগ্রী লাভের সহিত প্রকৃত জ্ঞানের উপকরণ অনেক কিছু লাভ হইয়াছিল। বহু প্রতিষ্ঠান ভারতের কথা অবগত হইবার নিমিত্ত, ও ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ও অধ্যাপক

নিয়োগ করিবার পরিকল্পনা তখনই হইয়াছিল। অনেক নগরে 'ঠাকুর চক্র' (টেগোর ষ্টাডি সার্কেল) স্থাপিত হইয়া ভারতের সংস্কৃতির আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই তথ্য অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার তখন লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন (মডার্ণ রিভিউ, ১৯২১, সেপ্টেম্বর, পৃঃ ৩৭৮)।

প্রাগ্ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ফিরিয়া আসেন। তথা হইতে মার্সেলীজের বন্দরে গমন করেন। সেখান হইতে 'মোরীয়া' জাহাজে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। পূর্ণ একবৎসর তিনমাস কাল ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া কবি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৬ই জুলাই তিনি বোম্বাই বন্দরে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন।

এই ভ্রমণের প্রভাব এমন গভীর ও স্থায়ী হইয়াছিল যে যখন ১৯২২ সালে লেখো সহরে 'ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব্ ফ্রীডাম্ এণ্ড পীস্'এর অধিবেশন হয়, তখন একটি বিশেষ অধিবেশনে 'ঠাকুর ইভ্‌নিং' অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ডাঃ কালিদাস নাগ থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের লেখা আলোচনার সময়ে রোমা রোলাঁ, পল হাইন, জর্জ্জ ডুহামেল্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি মনীষিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।
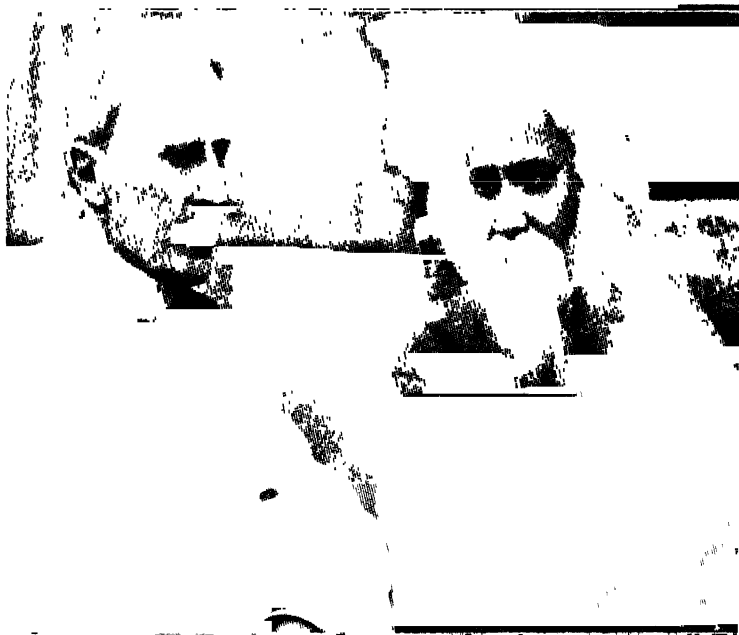
১৯২১ খৃঃ ফ্রান্সে রোমাঁ রোলাঁর সহিত রবীন্দ্রনাথ

ষষ্ঠবার বিদেশ যাত্রা

১৯২৩ সালে চীনের ইউনিভার্সিটি লেকচারার এসোসিয়েসন-এর সভাপতি লিয়াং-চী-চাও রবীন্দ্রনাথকে চীনদেশে আগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠান। এই নিমন্ত্রণ ব্যক্তিগত হইলেও, কবি এই সুযোগে চীনের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তন্নিমিত্ত বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিস্বরূপ এক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মণ্ডলী চীনে পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। রাজা যুগলকিশোর বিড়লা মহাশয় এই ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন এবং এজন্য এগার হাজার টাকা বিশ্বভারতীকে দান করেন। কবিগুরু, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, শিল্পী নন্দলাল বসু, ডাঃ কালিদাস নাগ ও এল্ কে এল্মহার্ষ্টকে লইয়া প্রতিনিধিমণ্ডলী চীন যাত্রা করিলেন।

চীন-ভ্রমণ

১৯২৪ সালের ২০শে মার্চ্চ আলিপুরের আবহাওয়া দপ্তরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে "বিশ্বভারতী সম্মিলনী" কবিকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দানের বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। এই সম্মেলনে কবি তাঁহার চীন ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর করার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন এবং বলেন

যে বিশ্বভারতীই বিশ্বের সুধীজনের মিলন-ক্ষেত্র। কবি প্রতিবেশী চীন দেশের সহিত যে মৈত্রী ভাব স্থাপন করিয়াছেন, এখন মাও-সে-তুং এবং চীন দেশের এবং স্বাধীন ভারতের মনীষিগণ সেই সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন। উভয় দেশে শান্তি ও সাংস্কৃতিক মিশনের আদান প্রদান হইতেছে।

রেঙ্গুণ

কলিকাতা আউট্রামঘাট হইতে 'ইথিওপীয়া' জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ১৯শে মার্চ্চ সদলবলে চীন যাত্রা করেন। ২৪শে মার্চ্চ প্রাতে রবীন্দ্রনাথের জাহাজ যখন রেঙ্গুণের ক্রুকিং ষ্ট্রীট জাহাজ-ঘাটায় ভিড়িল তখন আন্তর্জ্জাতিক জনসমুদ্র কবিকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হইল। রেঙ্গুণের সেবাসমাজ-সেবকরা হস্তে পতাকা ও বক্ষে চিহ্ন ধারণ করিয়া দুই সারিতে দণ্ডায়মান ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার দল, স্বেচ্ছাসেবকদের বিনম্র অভিবাদন গ্রহণ করিতে করিতে অভ্যর্থনা মঞ্চে উপস্থিত হন। জে, কে, জামাল ও ব্রহ্মদেশের কতকগুলি বালিকা কবিকে মাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর কবিকে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিগানডেট্ ষ্ট্রীটের সুরম্য ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় জুবিলী হলে ব্রহ্মদেশবাসী, চীনা, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সর্ব্বজাতীয় নরনারী সমবেত হইয়া কবিকে অভিনন্দিত করেন। ইউ-টোক-কভী এম এল এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুহুর্মুহুঃ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হইতে লাগিল। গুজরাটী বালকগণ আহ্বান-সঙ্গীত গান করিবার পর, মিঃ এম এম ঘীনে একটি অভিনন্দন পাঠ করেন। মিসেস্ ডসন কবিকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার প্রদান করেন। অভিনন্দনপত্রে লেখা ছিল—

"কবিবর, আপনার লেখনী সূর্য্যোত্তাপের মতই উৎসাহশীল, আপনার গানগুলি প্রেমে ও সুমিষ্টতায় দোলায়িত, আপনার কবিতাগুলি যেন চন্দ্রালোকে স্নাত স্নিগ্ধ কুসুম, ব্যথিত চিত্তের প্রলেপকারী, আপনার আবেদন মর্ম্মস্পর্শী এবং যেন এক প্রাকৃতিক শিল্পীর রচনাশৈলী। এসিয়ার কবি-সম্রাট, যিনি প্রতিভার দ্বারা সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নরনারীর হৃদয় জয় করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার!"

Your pen is dipped in the fire of the Sun-Kissing spirit; your songs are tremulous with passion and sweetness; your resonances and melodies are bathed in dewy moonlight and act as a balm on the troubled spirit; your appeal is to the finest perceptions of man's artistic nature. Poet-Laureate of Asia, acknowledged

master, who sways East and West by a compelling genius, citizen of the world, we welcome you to the bosom of this cosmopolitan City. (Visva-Bharati Bulletin No. 1, P. 6)

কবি 'বিশ্বভারতী'র উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে এই বাণীপীঠের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতে আহ্বান করেন।

২৫শে মে তারিখে রেঙ্গুণের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, স্নুনেইরাম হলে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। রেঙ্গুণ মেলের সম্পাদক মিঃ এন্, সি, ব্যানার্জ্জি এই উৎসবের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হয়। কয়েকটি প্রবাসী বঙ্গবালা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গান গাহিবার পর, মিঃ মোয়াজ্জাম আলি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত অভিনন্দনপত্রটি পাঠ করেন। কবি এক ঘণ্টা ধরিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতায় চীন ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছিলেন। তদবধি রেঙ্গুণ বঙ্গবাসীদের তীর্থস্থান হইয়া আছে। ১৯৫১ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বুদ্ধশিষ্যদ্বয়ের পূত অস্থি লইয়া গিয়া যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছিলাম তাহাতে সে সত্য উপলব্ধি হয়। রেঙ্গুণ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধন-ক্ষেত্র, নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের প্রধান লীলা-স্থান, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনের কর্ম্মক্ষেত্র।

চীনা অধিবাসিগণ কেম্মেনডাইনে চীনাদের স্কুলগৃহে কবির বিপুল সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন। মিঃ টাও-সোইন-কো, এম. এল. সি, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালের ২৮শে তারিখে 'রেঙ্গুণ ডেলী নিউজ' দৈনিক-পত্রে মুদ্রিত বিবরণ হইতে দেখা যায় এই সভায় বিশেষ সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সহিত বাঙ্গলার কবিকে অভ্যর্থনা করা হয়। তাঁহারা অভিনন্দনপত্রে বলেন, যদিও আপনার জন্ম বঙ্গদেশে, তথাপি আপনি প্রতিভাবলে বিশ্ববাসী হইয়াছেন (You belong to Bengal by birth but to the world by adoption)। রেঙ্গুণের 'চাইনীজ্ কলেজে'র অধ্যক্ষ মিঃ লীম্ নপো চীওঙ বলেন—পূর্ব্বে একবার বৌদ্ধাচার্য্য টঙ্গ বংশের উপর যেমন আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করিয়া চীনের পরম বন্ধু হইয়াছিলেন; তেমনই আপনি ও আপনার দল চীনা জনসাধারণের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন। মিসেস্ লু ব্রহ্মদেশস্থ চীনা মহিলাদের পক্ষ হইতে কবির সম্বর্দ্ধনা সভায় একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। মিস্ পু পাঠান্তে সেই অভিনন্দন-পত্রটি এক অতি সুশ্রী সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যমণ্ডিত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত আধারে রাখিয়া কবিকে প্রদান করেন। রেঙ্গুণের বাঙ্গালী সমাজ, ২৬শে সন্ধ্যায় এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

পেনাং

৩০শে কবি পেনাং দ্বীপে পৌঁছাইলেন। মিঃ পি, কে, নাম্বেয়ার এম এল সির নেতৃত্বে পেনাংবাসীরা কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন, তারপর এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া কবিকে নগরের কেন্দ্রস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। ৩১শে মার্চ্চ পোর্ট স্যুইটেনহাম্ বন্দরে ডাঃ পরেশ সেনের নেতৃত্বে ভারত-প্রবাসীরা কবিকে অভ্যর্থনা করেন।

কুআলা-লাম্পুর

সেখান হইতে মোটরে রবার বনের মধ্য দিয়া ২৭ মাইল পথ অতিবাহন করিয়া কবি কুআলা-লাম্পুর নগরে উপস্থিত হন। নগরবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং মিঃ ফেরেরর্স, বার-এট্-ল, এম্ কুমারস্বামী, আর ডি রামস্বামী ও ডাঃ পরেশ সেন বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে সম্মত হন। এল্‌ম্‌হার্স্ট্ সাহেব ১লা এপ্রিল তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন যে এই রবারের বনের মধ্যে এই নগরটি পরম সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া উঠিতেছে। এখানে দারিদ্র্যের বাহ্যিক কোন চিহ্ন নাই, প্রচুর ধনেরই আগমন হইয়া থাকে। চীনা, ভারতবাসী, মালয়বাসী ও প্রতীচ্য দেশবাসী সকলেই যেন ভগবানের একই পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এমন সৌহার্দ্দ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

সিঙ্গাপুর

৭ই এপ্রিল কবির জাহাজ যখন সিঙ্গাপুর বন্দরে ভিড়িল, তখন সিঙ্গাপুরের চীনা ও ভারতবাসীরা দলে দলে জাহাজ-ঘাটায় আসিয়া কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া গিয়াছিল। ফিরিবার পথে সিঙ্গাপুরে আসিবেন এই আশ্বাস কবি প্রদান করেন। সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ, প্রাচ্যে ইংরাজদের শক্তি ও প্রভাবের প্রধান কেন্দ্র। নগরটি সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌধাবলীর সমাবেশে পূর্ব্ব-এশিয়ার গৌরব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমন সুন্দর নগরটির ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটায় এবং ইহা বৃটিশদের হস্তচ্যুত হইয়া জাপানীদের দখলে যায়—সেই সময় নেতাজীর আই. এন. এ. দল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

হংকং

চীনের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র হইতে উত্থিত পর্ব্বতমালার উপর এই শৈলনগর ও সুদৃশ্য বন্দরটি ইংরাজদের অবদান। এই হংকং ইংরাজদের চীনে বাণিজ্য-পথের প্রধান আড্ডা। ১২ই এপ্রিল এই সুদৃঢ় সুদৃশ্য বন্দরে কবির জাহাজ লাগিল। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ডবলিউ হরনেল কবিকে একটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এপ্রিল মাসের "চায়না মেল" দৈনিক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লিখিয়াছিল—যদিও কয়েকজন মাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তথাপি কবির আদর্শ ও অভিমত জনসাধারণ অবগত আছেন। ঠাকুর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের দূত। প্রতিভাবান পুরুষের চিন্তা ও উপদেশ কেবল পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, তাঁহাদের সাধনার ফল বিশ্ববাসিগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। যদি তাঁহার বাণী সত্য হয়, তিনি যে জাতিরই লোক হন না কেন, সকল জাতির নর-নারী তাহা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথও সেই রকম একজন প্রতিভাবান পুরুষ-প্রধান।

সাংহাই

সাংহাই মহানগরীতে রবীন্দ্রনাথ দলবল-সহ কয়েকদিন অবস্থান করেন। ১২ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথ মিঃ চাং-এর বাগানে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এইটি চীনদেশে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। 'পিকিং ডেলী নিউজ' ১৮ই তারিখে কবির সমগ্র বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়াছিল। কবি চীনবাসীদের আহ্বান করিয়া বলেন—

"আমার স্মরণ-পথে সেই কথাই বার বার উদিত হইতেছে—শত শত শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত যখন তাহার প্রেম ও জ্ঞান লইয়া চীনের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আচার্য্যেরা আসিয়াছিলেন ভ্রাতৃভাবে আপনাদের সহিত আবদ্ধ হইতে।

সে সম্বন্ধ এখনও রহিয়াছে, তবে তাহা চীনবাসীদের অন্তরের মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতন। বহু শতাব্দীর ঔদাসীন্যে ও পরাধীনতার জালে আবদ্ধ থাকায় সেই পথ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। কিন্তু তাহার চিহ্ন এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিতে আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত। যুগের পর যুগ এশিয়া বহু মহাপুরুষের জন্মদান করিয়াছে, তাঁহারা বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃত্বের দূতস্বরূপ ছিলেন। আমার আশা অচিরে তেমনই একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব আমার জন্মভূমিতে হইবে, যিনি পূর্ব্বের আদর্শে শান্তির ও মৈত্রীর বাণী আবার আপনাদের দেশে প্রচার করিবেন।"

১৭ই এপ্রিল সাংহাই-এর জাপান-প্রবাসীরা কবির বাণী শুনিবার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করেন। কবি সেখানে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা 'চায়না ষ্টারে' (২১শে এপ্রিল, ১৯২৪) মুদ্রিত হইয়াছিল। কবি বলিয়াছিলেন—"আমরা নৈতিক আদর্শ ও পুণ্য জীবনযাত্রার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত, সেই সাধন-শক্তি যেন আমাদের রাক্ষসী জড়শক্তির ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা করে। বন্ধুগণ, আপনারা আমার ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য আমায় অভিনন্দিত করিবেন না। তাহা অকিঞ্চিৎকর, আমি তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম! আপনারা যদি কবির আদর্শ ও বাণীতে বিশ্বাস করিতে পারেন তবেই আপনাদের অভ্যর্থনা সার্থক হইবে। কবিচিত্ত সতত মানবের আত্মার মধ্যে যে আধ্যাত্মি-

কতার যোগ আছে তাহারই স্ফুরণের জন্য উৎসুক। আপনারা সেই বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত হউন।" তখন কবি এটম্ বমের দ্বারা হিরোসিমা নগর ধ্বংসের বেদনা পান নাই। কবির দুশ্চিন্তার ফল ফলিয়াছিল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে।

'পিকিং লিডার' কবির প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ যে, রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক সুধীমণ্ডলীর মধ্যে একজন অগ্রণী এবং বিশ্বশান্তি ও সভ্যতার উন্নতিতে তাঁহার সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পের অবদান বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে।

Dr. Tagore unquestionably is one of the tore-most international figures of to-day, and equally unquestionably, he had made and still is making important literary, educational and philosophical contributions to the civilization of the world.

রবীন্দ্রনাথ আবার যখন পাশ্চাত্ত্য জগতের জড়বাদিত্ব ও পার্থিব বিলাসপ্রিয়তার নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিকূল সমালোচনা এই পত্রিকাই করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অতৃপ্ত ব্যাপ্তির নিমিত্ত জগতে বিভেদ সৃষ্টি, জাতি-বিদ্বেষ ও অন্য জাতির উপর আধিপত্যের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাই কবি বলিয়াছিলেন। কবির সতর্কবাণীতে তখন মদগর্ব্বিত রাষ্ট্রনায়কগণ কর্ণপাত করেন নাই। শ্লাঘার কথা, এখন স্বাধীন

ভারতের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের সভানেত্রী হইয়া কবির বিশ্বশান্তির মন্ত্রই পরিবেশন করিতেছেন।

ন্যান্‌কিং

পিকিং যাইবার পথে কবি ডাঃ সান্ ইয়ৎ সেনের নিজস্ব সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ফিরিবার সময় ক্যান্টনে ডাঃ সান্ ইয়ৎ সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভি-প্রায় জ্ঞাপন করেন। জাহাজ-যাত্রা করিবার পূর্ব্বাহ্নে ন্যান্‌কিং-এ জঙ্গিবিভাগের কর্ত্তা টুচুন জেনারেল সীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার নিকট সত্য কথা বলিবার অভয় পাইয়া কবি মন খুলিয়া চীনাদের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি অনুরোধ করেন, যখন বাহিরের প্রবল শত্রুসমূহ দ্বারে দণ্ডায়মান তখন গৃহবিবাদে মত্ত থাকা অনুচিত ও আত্মঘাতী। যুদ্ধবিগ্রহ সকল সময়ই প্রকৃত ও স্থায়ী জাতীয় উন্নতির ও মঙ্গলের পথ রোধ করে। এই বিপ্লবের সময় সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন সংস্কৃতির স্ফুরণের সুযোগ হয় না।

সী মহোদয় রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া প্রীতি লাভ করেন এবং বলেন যে যদিও তাঁহার ধর্ম্ম—যুদ্ধ করা, তথাপি তিনি শান্তিরই প্রয়াসী!

স্থানীয় বেসামরিক শাসনকর্ত্তা একজন বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ প্রবীণ লোক—তিনি বুদ্ধের দেশের ঋষি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করেন এবং বিশ্বভারতীর সহিত অধ্যাপক বিনিময় করিবার আশ্বাস দেন।

পিকিং

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালের ২৩শে এপ্রিল প্রাচীন চীনের রাজধানী পিকিং সহরে পৌঁছিলেন। ২৪শে, 'দি পিকিং ডেলী নিউজ' দৈনিক সংবাদ-পত্র লিখিয়াছিল যে—ভারতের কবি ও দার্শনিক স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রেল-ষ্টেশনেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং বহু সাধারণ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। লিন্ চাঙ মীন্, চীয়াং মোন-লীন্, ডাঃ গিলবার্ট রীড্ প্রভৃতি চীনা, বৃটিশ, আমেরিকান, ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্বর্দ্ধনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৫শে তারিখের 'নর্থ চায়না ষ্টাণ্ডার্ড' দৈনিক লেখেন—চীনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছে ও চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন কাহাকেও এমন সাদর ও সসম্মান অভ্যর্থনা করা হয় নাই। ইহার কি কারণ? প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যেরই লোক, তাঁহাকে সম্মান করার মধ্য দিয়া চীনদেশের সুধীগণ প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই সম্মান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী—নব্য ও প্রবীণ দুই মতাবলম্বী চীনা নর-নারীর হৃদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিতেছে। নব্য-চীন যদিও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে চীনে প্রবর্ত্তন করিবার উত্তম করিতেছে, ও সেজন্য তাহাকে দোষও দেওয়া হয়, তথাপি নব্য-চীনারা যখন পাশ্চাত্ত্যের জড় ঐশ্বর্য্যাভিভূতনা হইয়া পূর্ব্বপুরুষদের সংস্কৃতি ও

ধর্ম্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল, তখন নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীভাব বিরাজ করিতে আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নব্য-চীনের উন্নতি সাগ্রহে কামনা করিতেছেন; প্রাচীন-পন্থীদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল—নব্য-চীন বুঝি চীনের নিজস্ব সনাতন সংস্কৃতি, কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষা সকলই ধ্বংস করিতে উদ্যত। তাহা একেবারে মিথ্যা—রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ইহাই সুস্পষ্ট-ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ২৫শে পিকিং সহরে অ্যাংলো-আমেরিকান এসোসিয়েসনে প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন; তাহার বিবরণে 'ফার্ ইষ্টার্ণ টাইম্‌স্' পত্রিকা লিখিয়াছে—ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ঋষি, দার্শনিক, পরম পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বমৈত্রী ও মানবের মধ্যে ভ্রাতৃভাব রক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে যুক্তি ও আবেগদীপ্ত একটি বক্তৃতা গতকল্য সুরম্য ওয়াগনশ্লিটস্ হোটেলে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য যত অধিক জনসমাগম হয়—পূর্ব্বে আর এখানে তত অধিক লোকসমাগম কখনও হয় নাই। সভার স্থায়ী সভাপতি স্যর ফ্রান্সিস্ আগ্‌লেন সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। আমেরিকার মন্ত্রিপ্রবর ডাঃ জেকব গোল্ড শুরম্যান্ রবীন্দ্রনাথকে সভায় পরিচিত করিয়া দেন এবং বলেন—ডাঃ টেগোর দ্রষ্টা, স্রষ্টা, কবি ও শিক্ষক—তিনি তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণের দ্বারা হাজার হাজার অনুসন্ধিৎসু ও সন্দেহবাদী যুবক-যুবতীকে সত্য পথের সন্ধান দিয়াছেন। মানবের চরম ও পরম বাণীর ব্যাখ্যা-

প্রসঙ্গে তিনি এমনই সুমধুর বাক্‌চাতুর্য্যপূর্ণ বক্তৃতায় সকলকেই অভিভূত করিতেন যে, সকলে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। যদিও পাশ্চাত্ত্য জড়ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করিতে, ও মানব-হিতে সেই জড়ের আধিপত্য ও জড়শক্তিকে প্রয়োগ করিতে কিঞ্চিৎমাত্র বিরত থাকিবে না—তথাপি প্রাচ্যের নিকট মনুষ্যত্ব বিকাশের অনেক জ্ঞানই আমাদের শিখিবার আছে। ভারত সভ্যতামণির শ্রেষ্ঠ আকর ; সেই দেশের কবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা মহামূল্য এমন বাণী আর কে পরিবেশন করিতে পারিবে ?

সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন—"বিশ্বভ্রমণে স্বাধীনতার যে মহামন্ত্র আমার প্রাণে জাগরিত হইয়াছে সে স্বাধীনতা কেবলই যে এই পৃথিবীতে সুখ-শান্তি দিবে তাহা নহে, বৃহত্তর জগতেও মানব তাহার ফল আস্বাদন করিতে পারিবে। প্রকৃত স্বাধীনতার বীজ, শিক্ষা ও মানবের সাম্য-মৈত্রী ভাবের মধ্যেই নিহিত আছে—ইহাই আমি অনুভব করিয়াছি। আর সেই বীজমন্ত্রই শান্তি-নিকেতনের সুকুমারমতি বালক-বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি।"

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যর্থনা

২৬শে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নর্ম্মাল য়ূনিভার্সিটি এবং অন্যান্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ কবিকে "ন্যাশন্যাল য়ূনিভার্সিটি" গৃহে সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন

করেন। এল্‌ম্‌হার্ষ্ট লিখিয়াছিলেন—"প্রথমে নব্যচীন-সম্প্রদায়ের ছাত্রমণ্ডলী কবিকে একজন প্রাচীনপন্থী, জড়-ঐশ্বর্য্য-ভোগ-পরাঙ্মুখ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! কবি তাঁহার প্রথম কথাতেই তাহাদের হৃদয় জয় করেন। তাহারা দেখিয়াছিল যে কবিও তাহাদের চেয়ে কোন অংশে অন্যায় বন্ধন ছিন্ন করিতে এবং মুক্তির জন্য পরিশ্রম করিতে কম উৎসাহী নহেন।" (বিশ্বভারতী ২নং বুলেটিন, পৃঃ ২৪)

চীনের ইয়েনচীং উইমেনস্‌ কলেজের ছাত্রীরাও কবিকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা লিখিয়াছিল, আমাদের পরম সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া রাখিব।

প্রাচীন চীনের সম্রাটগণ যে ভূমিদেবীর মন্দিরে (দি টেম্পেল অব্‌ দি আর্থ) বিচার করিতেন সেই পবিত্র স্থানে কবি সহস্রাধিক ছাত্র ও অধ্যাপক সমক্ষে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেন -"এক সময় এ জগৎকে বর্ব্বরতা হইতে এশিয়াই উদ্ধার করিয়াছে। জানিনা কোন্‌ অপরাধে য়ুরোপ আজ এশিয়ার উপর আধিপত্য করিতেছে। আমরা এশিয়াবাসীরা মনে করি আমাদের কিছুই নাই, তাই আমরা পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ভিক্ষুকেরই মতন গ্রহণ করিতেছি। আমাদের এ অজ্ঞানতা ও মোহাচ্ছাদিত অবস্থা হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। আমরা যে দীন ভিক্ষুক

নই, তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। তোমার নিজের গৃহে যে অমর অমূল্য সামগ্রী আছে তাহারই সন্ধান কর। তাহা হইলে তুমিও বাঁচিবে এবং বিশ্ব-মানবকেও বাঁচাইতে পারিবে। পরস্বাপহরণ ও পরজাতি শোষণ করিয়া পাশ্চাত্ত্য দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদের জন্মগত স্বার্থরক্ষা করিতে চাই। প্রাচ্যবাসী পশ্চিমকে যে নির্ব্বিচারে কেবল অনুকরণ করিবে, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। পাশ্চাত্ত্য যাহা বাহির করিয়াছে—তাহা পাশ্চাত্ত্য দেশেরই উপযোগী স্বধর্ম্ম। আমরা প্রাচ্যদেশের অধিবাসীরা পাশ্চাত্ত্য মনোভাব ও বৃত্তির অনুকরণ কখনও করিতে পারিব না। পশুশক্তি পৃথিবীতে আজ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। এই শক্তি নিজেকেই ধ্বংস করে। মেশিন-গান্ ও এরোপ্লেন মানবের সকল সৃষ্টি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। এইজন্য পাশ্চাত্ত্য দেশ আজ ধূলিকণায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। আমরা কখনও প্রতিযোগিতায়, নৃশংসতায়, স্বার্থ-পরতায় পাশ্চাত্ত্যবাসীব পদানুসরণ করিব না।"

কবির এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা এখনও তাঁহার উপদেশ মত জাতিকে গঠন করিতে মন দেয় নাই। ভিক্ষাতে কোন মহৎ কার্য্য হয় না। চাই আত্মসম্মান অর্জ্জন, সত্যের অবলম্বন।

তারপর কয়েকদিবস কবি সিং-হুয়া কলেজ, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, কনফিউসীয়ানদের দেব-দেউল, গ্রীষ্মকালীন রাজ-

প্রাসাদ, পশ্চিম পর্ব্বতমালা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। সিং-হুয়া কলেজে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহা "পিকিং এণ্ড টইন্ট্সিন টাইমস্" ৭ই মে তারিখে মুদ্রিত করিয়াছিল। উত্তর-চীনের ইংরাজ শিক্ষক-মণ্ডলীর সমক্ষে কবি ৬ই মে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

কবি যে সব বিশিষ্ট চৈনিক পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন তাহার বিষয় এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব 'বিশ্বভারতী বুলেটিনে' লিখিয়াছেন—কবি চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণ্য লিয়্যাং চী চাওএর সহিত আলাপ করেন। তিনি চীনভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কথা কহিতে জানেন না। তিনি ভারতে আসিবার ইচ্ছা গুরুদেবের নিকট প্রকাশ করেন। বৌদ্ধযুগের ৭০,০০০ সত্তর হাজার পুঁথি ও পুস্তক এখনও চীনে আছে। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক তাহার মধ্যে অল্প, তবু বেশীর ভাগ পুস্তকে ভারতের সংস্কৃতির ও সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের চব্বিশজন ঋষির ও দুই শত চৈনিক ভ্রমণকারীর ঐতিহাসিক প্রমাণসহ জীবন ও ভ্রমণকথার পুস্তক আছে।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারের এই সব গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুলিপি সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বিখ্যাত জার্ম্মান অধ্যাপক বেরল্ হল্‌স্টাইন্ ও অধ্যাপক উইল্‌হেল্‌ম্-এর সহিত কবির পরিচয় হয়। সেই সময় চীনের যুবক-সম্রাটের গৃহশিক্ষক বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মিঃ জনষ্টন

কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে উপস্থিত হন। গুরুদেব চীনের প্রাচীন ও নবীন উভয়পন্থী চিত্রকরদের সহিত আলাপ করেন এবং তাহাদের অঙ্কিত প্রাচীন ও নূতন চিত্রগুলি অতি মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করেন।

চীন-সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ

চীনের সম্রাট যেন অসূর্য্যম্পশ্য, সহজে তাহার সাক্ষাৎ কেহ পায় না। তাঁহার প্রাসাদকে স্বর্গেরই তুল্য পবিত্র স্থানরূপে সমগ্র চীনের নর-নারী সম্মান করেন। সেই সম্রাটের প্রাসাদে চীনের প্রাক্তন সম্রাট সুয়ান্ টুং রবীন্দ্রনাথকে সদলবলে ১০ই মে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। এই অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানের বিবরণ 'দি পিকিং লীডার'এ মুদ্রিত হয়—সেং সীআও-সি চীনদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি। সম্রাটের নিকট হইতে এক পরোয়ানা পাইয়া তিনি সেদিন বাঙ্গলার রবিকে লইয়া ইম্পিরিয়েল গার্ডেনে উপস্থিত হন। সম্রাট স্বয়ং ডাঃ ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং কবির সহিত ফটো তুলিয়াছিলেন। তিনি কবির সহিত মন খুলিয়া বাক্যালাপ করেন এবং প্রাসাদের পুরাতন ঐশ্বর্য্য দেখান।

কুল-প্রথা ভাঙ্গিয়া চীন-সম্রাট এই দ্বিতীয়বার একজন বিশিষ্ট বৈদেশিক অতিথিকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ হু-সী সম্রাটের অনুগ্রহলাভ ও প্রাসাদে

প্রবেশ করিবার সম্মান পাইয়াছেন। এমন কি কবি সেং এই প্রথম প্রাসাদে আগমন করিবার সম্মান পাইলেন।"

চীন সম্রাটের প্রাসাদ পরিদর্শনের এক চমকপ্রদ বিবরণ নন্দলাল বসু মহাশয় সেই সময় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"প্রধান তোরণ হইতে খাস প্রাসাদে যাইতে গুরুদেব ও আমাদের এক ঘণ্টা সময় লাগে। মিস্ গ্রীন (একটি বিখ্যাত চৈনিক মহিলা) ও গুরুদেবকে তাঞ্জামে করিয়া বহাইয়া লইয়া যান। আমরা সব পদব্রজে অনুগমন করি। আকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ও ফিরিয়া প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলাম। এক এক জন করিয়া সারি বাঁধিয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হই ; প্রথমেই গুরুদেব, তারপর জনষ্টন সাহেব ও মহিলারা গমন করেন, অবশেষে ক্ষিতিমোহনবাবু, কালিদাসবাবু, এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব ও সর্ব্বশেষে স্বয়ং গমন করি।

আমরা যখন চীনা আদব-কায়দায় অভিবাদন করি—সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গুরুদেব ঢাকার শাঁখা চীনসাম্রাজ্ঞীকে উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে চির-সাধ্বী হইয়া সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করিবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেব কবির পুস্তকাবলী সম্রাটকে উপঢৌকন দিলেন, আমিও কতকগুলি চিত্র প্রদান করিলাম। সম্রাট স্বয়ং আমাদের প্রাসাদের সকল কক্ষে লইয়া গিয়া বহু প্রাচীন মূল্যবান দ্রব্যসংগ্রহ দেখাইলেন। এ সমস্ত বড় একটা কাহাকেও দেখান হয় না। অবশেষে

সম্রাট গুরুদেবকে একটি অতি মূল্যবান বুদ্ধমূর্ত্তি উপহার প্রদান করেন। সেই মূর্ত্তি শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্র-সংগ্রহে' রক্ষিত আছে।

লো-ইয়াং ও পাই-মা-সু

তৎপর বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিবর্গকে চীনের প্রকৃত প্রাচীন পবিত্র নগর-- 'লো-ইয়াং' দেখাইবার জন্য চীন সরকার ব্যবস্থা করিলেও, কবি যাইলেন না। এই নগরের সন্নিকটেই নদীর তীরে পবিত্র পল্লী লুংলেন বিরাজিত। এখানে সহস্রাধিক গুহা-মন্দির বর্ত্তমান। প্রত্যেকটিতে অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। শত সহস্র বুদ্ধ-জীবন-কাহিনী পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত করা রহিয়াছে। অন্ধকারাবৃত গুহাগুলির অভ্যন্তরে আলো না জ্বালিয়া যাওয়া যায় না। নবাগত যাত্রীদের সেই স্থানের লোকেরা বারাণসী হইতে আগত লামা মনে করিয়া আভূমি প্রণত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল।

পরদিন ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি—পবিত্র চৈনিক তীর্থস্থান পাই-মা-সুতে গমন করেন; এখানেই ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বর্ত্তিকা বহিয়া বৌদ্ধ আচার্য্যেরা চীনে প্রথম পদার্পণ করেন। সে আজ প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসরের কথা। তারপর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শত সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। পঞ্চম খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত পঞ্চ-শীলার (ব্রোঞ্জ ধাতু) পাত্রাদি—যাহা সম্প্রতি সিনচানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—তাহা দেখিয়া সকলে ধন্য হইলেন।

চীনে কবির জন্মোৎসবে নূতন নামকরণ

কবির প্রতি চীনবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন প্রকাশ পায় যখন তাঁহার ৬৪ তম বার্ষিক জন্মদিন উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বিবরণ ১০ই মে তারিখের 'ইষ্টার্ণ টাইম্‌স্' দৈনিকে বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।—৮ই মে, বৃহস্পতিবার, ক্রেসেণ্ট মুন সোসাইটির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন, তাহারা টেগোর রজনী-উৎসবের বিপুল আয়োজন করিয়াছিল। উৎসবক্ষেত্রে তিলধারণের স্থান ছিল না, চীনের ও বিদেশের প্রত্যেক সুধী ও জ্ঞানী ব্যক্তি কবির জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আগমন করেন।

ডাঃ হু-সী এই অনুষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত ছিলেন—মিঃ লিয়াং-চী-চাও এই দিন স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য কবিকে—"চ্যু-চেন-তান্" নাম বা উপাধি দানের অনুষ্ঠানটি পরিচালন করেন। ডাঃ হু-সী ইহার অর্থ 'ভারতের বজ্রঘোষিত প্রাতঃকাল' বলিয়া প্রকাশ করেন।

এই নামকরণ সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন "যে নাম দিয়েছে তার উচ্চারণটি চৈনিক রকমের—'চৌ-চেন-তান্'। চৌ মানে প্রভাতের রবি, চেন মানে ইন্দ্রবজ্র, তান মানে সূর্য্য। আমি এই নামের উপযুক্ত নই। যেদিন এই নাম দিয়েছে সেদিন তারা বিশেষ উৎসব করেছে। শিশুকে যেরূপ নববস্ত্র পরায় তেমনি করেছে, ক্ষুদ্র শিশুরা যেমন পায় তাই পেয়েছি।

শিশুর খাদ্য পানীয়ও আমি পেয়েছিলুম। এমনি করে চীনে আমার নামকরণ হয়েছিল। দৈবক্রমে নামকরণ হয়েছে 'সূর্য্য' —সূর্য্যেরও প্রতিদিন নবজন্ম হয়। আমিও এইরূপে দেশ বিদেশে নবভাবে জন্ম লাভ করিতে পারি। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে যদি নব জীবন লাভ করতে পারি তাহলে আমার নূতন নাম সার্থক হবে, জীবন ধন্য হবে।" (প্রবাসী, ১৩৩১, কার্ত্তিক)।

ক্ষিতিমোহনবাবু বৈদিক মন্ত্রপাঠে এবং কালিদাসবাবু কবির স্বরচিত বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ডাঃ ঠাকুর যখন বাঙ্গালীর পোষাকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন তখন বিপুল হর্ষধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

হে বাঙ্গলার নর-নারী, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য রাখিয়া, বঙ্গভাষার ব্যবহার ও পরিবেশন করিয়া বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন কর। পরের অনুকরণে পরকে তুষ্ট করাও যায় না এবং নিজের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পায় না।

চীনের বিশিষ্ট কয়েকজন সুধী ব্যক্তি 'চিত্রা' অভিনয় করিয়া কবির মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন। দৃশ্যপট এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরিচ্ছদ অতি স্বাভাবিক হইয়াছিল। মিস্ লীন 'চিত্রা', ডাঃ চাং 'অর্জ্জুন', সু-সীম 'মদন' ও লীন-চাং-মীন 'বসন্তের' অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন।

৯ই মে হইতে কয়েক দিন 'চেন কউন' থিয়েটারে কবি

প্রত্যহ ১১টার সময় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট নানাবিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা চীনের বিদ্বৎ-মণ্ডলী ও ভারতের সুধীমণ্ডলের মধ্যে মনের সংযোগ স্থাপিত হয়।

২৫শে মে আন্তর্জ্জাতিক ইন্‌ষ্টিটিউটে—কবি চীন ভ্রমণ-অভিযানের শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। 'দি ফার ইষ্টার্ণ টাইমস্‌' ও 'পিকিং লিডার' তাঁহার বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়াছিল। ডাঃ গিলবার্ট রীড সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার সেই বিদায় বক্তৃতাতে—সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান প্রদান করেন। কবি বলেন—তোমরা একটি গোলাপকে বৈজ্ঞানিক মতে বিশ্লেষণ করিতে পার, তাহার রূপের সৌন্দর্য্য ও গন্ধের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পার—কিন্তু গোলাপের সেই গোপন রসের আস্বাদন পাইতে পার না, যে রসপানে সেই অব্যক্তেরই করুণা ও প্রীতি লাভ করা যায়।

এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব ২৫শে মে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'এত দিন চীনে থাকিয়া গুরুদেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ও দেশে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উৎসুক হইলেও জাপান ও জাভা যাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ব্যারন হল্‌ষ্টাইন্‌ চীন ও ভারতের মধ্যে পণ্ডিত আদান প্রদানের জন্য খুবই উৎসুক। তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সকল খরচ তিনিই বহন করিবেন ও আপন গ্রন্থালয় তাঁহারই অধ্যয়নের জন্য উন্মুক্ত রাখিবেন।

সান্‌সির শাসনকর্তা জেনারল ইয়েন শ্রীনিকেতনের আদর্শে পল্লীকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য চীনের একটি পল্লী ও তাহার সংস্কারের খরচ আমাদের হস্তে দিতে সম্মত হইলেন।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন—"চীনের একটি জায়গার নাম সাংসি; তার গভর্ণর একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। তাঁর কাছে গিয়েছি। তিনি আমাদের আদর্শের কথা শুনে আনন্দ লাভ করলেন; তাঁকে বললুম, আপনার সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চাই। আপনার কাছে একটি প্রার্থনা এই যে, আপনাদের এখানে বা পল্লীবাসীদের মধ্যে আমাদের পল্লীবাসী এসে কিছুকাল যাপন করবে, থাকবে, কাজ দেখবে। আপনাদের দেশের সাধারণ পল্লীবাসী কৃষিজীবী এমন লোক আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের গ্রামে কাজ করবে। আপনাদের সঙ্গে এই বিনিময় চাই। তিনি সুখী হলেন; বললেন, খুব বড় কথা। একখণ্ড জমি দেখালেন, সুন্দর জায়গা, সেখানে আশ্রম হবে। চীনের লোকেরা কাজ করবে। এবং আমাদের পল্লীবাসী যারা যাবে তারাও কাজ করবে। এমন করে উভয় জাতির মিলনের পথে সফলতা লাভ করব। এই হচ্ছে আমার কাজ।" (প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩১)।

চীনের অভ্যর্থনা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষ থেকে আমাদের অতিথি এসেছে, আজকে অভ্যর্থনার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হতে হবে, এটা আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম,—এ

মনভাব চীনদেশে যেমন দেখেছি আর কোথাও তেমনটি দেখিনি। সাধারণে জানে অতিথি এসেছে—যে ভারতবর্ষে বুদ্ধের জন্ম সেখান থেকে এসেছে। কেবল আমায় নয়, আমার সঙ্গীদেরও এমনই মনে করেছিল। বড়লোক যেমন পায় তেমনই সম্মান পেয়েছি। গাড়িতে দূর দূরান্তরে গিয়েছি, ভাড়া লাগেনি। সৈন্যদল সঙ্গে গিয়েছে রক্ষা করবার জন্যে। গভর্ণর ডেকে নিয়ে আলাপ করেছিলেন।

আমাদের কেউ অসম্মান করেনি বটে, তবে আমার বক্তৃতা শুনতে নিষেধ কেউ কেউ করেছে। তারা কমুনিষ্ট—সোভিয়েট থেকে সাহায্য পায়। বলেছে, 'ইনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। বস্তুবাদের (মেটিরিয়ালিজিম্) উপর এঁর খুব অশ্রদ্ধা আছে। প্রাচীন সভ্যতার প্রতি এঁর সম্মান আছে। আমাদের মাথা খারাপ করে দেবে। এঁর কথা শুনতে যেয়ো না।'

পিকিং হইতে ফিরিবার সময় হ্যাঙ্কাও হইতে ইয়াংসিকিয়াং নদী-পথে সাংহাইএ আসিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০ মাইল এই নদী পথ। নদীটি বেশ সুন্দর, যেন পদ্মা নদী, দুইধারে ধান ও যবের ক্ষেত, আর সবুজ পাহাড়।

জাপানে তৃতীয়বার

৩১শে মে কবি জাপানে গমন করেন এবং সেখানে আন্ত-র্জাতিক মিলন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এবারে জাপান ভ্রমণ কালে বিতাড়িত বিপ্লবী জাপান-প্রবাসী বাঙ্গালী

রাসবিহারী বসু ও তাঁহার জাপানী পত্নী কবিকে নানারূপে সাহায্য করেন।

এই রাসবিহারী বসুই ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য জাপানীদের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে, সেই বাহিনী পরে নেতাজীর নেতৃত্বে আই, এন্, এ বাহিনীতে সংগঠিত হয়।

কবি, এল্‌ম্‌হার্ষ্ট ও কালিদাস নাগ মহাশয় টোকিও ইম্পিরীয়াল হোটেলে ছিলেন। জাপানে কয়েকটি বক্তৃতা কবি দিয়াছিলেন। ২১শে জুলাই তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে টোকিও নগরে রবীন্দ্রনাথ।

গাত্রাবরণের বাম আস্তিনায় "টোকিও ও শিল্পীর নাম অঙ্কিত" দেখা যায়।

সপ্তমবার বিদেশ যাত্রা

"যে-জ্ঞান সকলের জন্য উৎসর্গ করা হয় সেই জ্ঞানই জ্ঞান, যে-মুক্তি সকলের বন্ধন মোচন করে, সেই মুক্তিই মুক্তি। মুক্তির নামে যে-শক্তি পরকে দাসত্বে বাঁধে সে মুক্তি দাসত্বের জন্মভূমি—তা'তে কারো কোন কল্যাণ হ'তেই পারে না। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছদ্মবেশী দাসত্বের কাঁধে ভর দিয়ে রসাতলে নেমে গিয়েছে।" এই বাণী দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বদিন ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩১, বুধবার শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিগণকে কবি শুনাইয়াছিলেন।

তেষট্টি বৎসর বয়সে কবি যখন দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রজাতন্ত্র হইতে—তাঁহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইলেন, তখন তিনি কাহারও বাধা মানিলেন না, স্বাধীনতার জয়গান করিতে সুদূর দক্ষিণ-আমেরিকা প্রদেশ যাত্রা করিলেন। অপটু শরীর, তথাপি ক্লান্তি নাই। তরুণেরই মত উৎসাহ। নিজেই বলিয়াছেন—"চলাই মানুষের নিয়ত মুক্তি। উপনিষদে রয়েছে, 'বিশ্বকর্ম্মামহাত্মা।' সেই মহাত্মা, তাঁর কর্ম্ম কোন সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাঁর কর্ম্ম বিশ্বের কর্ম্ম। মানুষ মহাত্মা, তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় বিশ্বকর্ম্মের দ্বারা।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩১)।

কেবলমাত্র এল্‌ম্‌হার্ষ্ট সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ১৯শে সেপ্টেম্বর 'হারুনা-মারু' জাপানী জাহাজে কলিকাতা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করিলেন। জাহাজে বসিয়া ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সালে লিখিলেন

"এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী,
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে—কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিলো বুকে।" (পূরবী—৬৪ পৃঃ)

সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কবির হৃদয়ে কত আশা, কত ভরসা, বিশ্বহিতে কত কল্যাণ-চিন্তা তাঁর চিত্ত আলোড়িত করিত, তাই তিনি 'হারুনা-মারু' জাহাজে বসিয়া ২রা অক্টোবর, ১৯২৪, রিক্ত হৃদয়ে গাহিয়া উঠিলেন—

"তা'র পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগ-রক্ত ছবি।"
তুই হেথা, কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি' গানে তা'রে বাঁচাইতে চাস।"

কবির জাহাজ যখন কলম্বোতে ভিড়িল, ২৮শে সেপ্টেম্বর এক পত্রে নারীর মহিমার কথা তিনি লিখিয়া পাঠান। "প্রেম জিনিষটা কেবল যে একটা হৃদয়ের ভাব তা নয়, সে একটা শক্তি, যেমন শক্তি বিশ্বের ভারাকর্ষণ। সর্ব্বত্রই সে আছে। মেয়েদের প্রেম সেই বিশ্বশক্তিকে সহজে নাড়া দিতে পারে।

বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করচে সেই শক্তিই ত লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। * * * সেই স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রীসৌন্দর্য্য।"

কলম্বো হইতে কবি করাচীর 'রবীন্দ্র ক্লাবের' সভ্যদের এক তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন, "মহামানবের পূজা করিতে যাইয়া সত্যকে বিসর্জ্জন দিও না।"

'হারুনা-মারু' জাহাজে বসিয়া কবি নিত্যই কবিতা লিখিয়া চলিয়াছেন। ৪ঠা, ৬ই, ৭ই, অক্টোবর 'লিপি', 'ক্ষণিকা', 'খেলা', কবিতাগুলি রচনা করেন। তাহার পর ১৯২৪ সালে ১৮ই অক্টোবর হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত 'আণ্ডেস' জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে 'অপরিচিতা', 'আন্-মনা', 'বাতাস', 'স্বপ্ন', 'সমুদ্র', 'মুক্তি', 'ঝড়', পদধ্বনি', 'প্রকাশ', 'শেষ', 'দোসর', 'অবসান', 'তারা', 'কৃতজ্ঞ', 'দুঃখ-সম্পদ', 'মৃত্যুর আহ্বান', 'সমাপন', 'ভাবীকাল', 'অতীতকাল', 'বেদনার লীলা', কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ছবি আঁকিয়াছেন।

কবি সমুদ্র-যাত্রাকালে জাহাজে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পেরু যাওয়া হইল না। আর্জ্জেণ্টাইন রাজ্যের রাজধানী বুয়েনোস্ এয়ারিস্ নগরে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হন। শীতের প্রকোপে কম্পিত কলেবরে ১৯২৪ সালের ১০ই নভেম্বর বুয়েনোস্ এয়ারিস্ সহরে বসিয়া দুঃখে গাহিলেন—

"কেন, শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এলো
গানের বেলা শেষ হ'তে হ'তে ?
আমার মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।"
(পূরবী, পৃঃ ১৪৫

আর্জ্জেণ্টাইন-নিবাসীরা অপ্রত্যাশিতভাবে রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন করেন। কবি ১০ই হইতে ২৬শে নভেম্বর পর্য্যন্ত বুয়েনোস্ এয়ারিস্ সহরে বসিয়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। সেগুলি সব 'পুরবী' পুস্তকের 'পথিক' অধ্যায়ে মুদ্রিত আছে। চাপাড্ মালাল্ এ—বসিয়া ১৯২৪ সালে ১৬ই ও ১৭ই ডিসেম্বর 'আকন্দ' ও 'কঙ্কাল' কবিতাদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন।

বুয়েনোস্ এয়ারিস্ হইতে তিনি কিছুদিন মনোরম সান্ ইসিড্রো সহরে ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকুম্পোর অতিথি হইয়া তাঁহার মনোহর বাগান-বাটীতে নির্জ্জনে বিশ্রাম করেন। কিন্তু লেখার বিরাম নাই। সান্ ইসিড্রো হইতে ১৯২৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মনের কথা লিখিলেন—

'আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার বাহিরে থামি এসে।'

ষষ্ঠবার ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

৩০শে ডিসেম্বর আর্জ্জেণ্টাইন রিপাব্লিকের সভাপতির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলেন। ১৯২৫ সালের ৪ঠা

জানুয়ারী 'জুলিয়ো চেজারে' নামে একটি ইটালিয়ান জাহাজে ইয়োরোপ যাত্রা করিলেন। ২১শে জানুয়ারী ইটালির জেনোয়া বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎপরে সুন্দর মিলান নগরে গমন করেন, সেখানে মিলানের ডিউক মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সেই সভায় কবি সঙ্গীত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ২৯শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ সুন্দরী ভেনিস নগরীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভেনিসের পৌরবাসিগণ মহাসমারোহ করিয়াছিলেন।

কবি মিলানে বসিয়া ১৯২৫ সালের ২৪শে জানুয়ারীতে 'ইটালিয়া' কবিতাটিতে ইটালির মহিমা গান করিয়াছিলেন—

কহিলাম, "ওগো রাণী,
কত কবি এলো চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখীর মতন গান গেয়ে চলে যাই।"

কবির শরীর অসুস্থ হইল। সেই জন্য ভ্রমণ-তালিকা বাদ দিতে হইল। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যাত্রা করিতে বাধ্য হন। ১৯২৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী 'ক্রাকোডিয়া' জাহাজে ভারতে পদার্পণ করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী এডেন বন্দরে 'ক্রাকোডিয়া' জাহাজে বসিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে পাশ্চাত্ত্য দেশের ও আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতের প্রতি ইংরাজের যে

অবজ্ঞা, ইংরাজ ধর্ম্মব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই তার ভূমিকা পত্তন ও ভিত্তি দৃঢ় করে এসেছে। সেখানকার শিশুদের মনে তা খৃষ্টের নাম করে ভারতীয়ের প্রতি অপ্রীতির বীজ বপন করেছে। সেই বড় হয়ে যখন শাসনকর্ত্তা হয় তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকেও ন্যায়সঙ্গত ব'লে বিচারকের আসন থেকে ঘোষণা করতে লজ্জা বোধ করে না। যেমন অশ্রদ্ধা, তেমনি কার্পণ্য।"

কবি ইটালিয়ানদের দেশে শীঘ্রই আসিবেন এরূপ আশ্বাস দিবার পর হইতে ইটালীর সুধীমণ্ডলী ও রাষ্ট্রমণ্ডলী কবিকে ইটালিতে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসের ২১শে তারিখে ইটালির রাষ্ট্রকর্ত্তা বেনিটো মুসোলিনী বহুমূল্য বহুসংখ্যক ইতালিয়ান গ্রন্থরাজি বিশ্বভারতীকে উপহার দিয়া দুইজন অধ্যাপক কার্লো ফর্ম্মিকি ও ডাঃ টুচ্চীকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়াছিলেন। ইটালি ভ্রমণের জন্য পুনঃপুনঃ কবির নিকট আমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, কবি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য ৬৫ বৎসর বয়সে পুনরায় ইটালি যাত্রা করেন।

অষ্টমবার বিদেশ যাত্রা

১৯২৬ সালের ১২ই মে কবি কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া ১৫ই মে বোম্বাই হইতে ইউরোপে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহিত পুত্র ও পুত্রবধূ, নন্দিনী, গৌরগোপাল ঘোষ ও প্রিন্স ব্রজেন্দ্রকিশোর বর্ম্মন ইটালি অভিমুখে গমন করেন। ৩০শে মে নেপলস্ বন্দরে অবতীর্ণ হইবামাত্রই নগরের প্রধান পৌরকর্ত্তাগণ কবিকে অভ্যর্থনা করেন এবং ইটালির রাজ-সরকারের অতিথিরূপে রোম নগরে অবস্থান করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনীর সাদর নিমন্ত্রণলিপি কবির হস্তে প্রদান করিলেন।

১লা জুন নেপলস্ হইতে স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কবিকে রোমে লইয়া যাওয়া হয়; ষ্টেশনে রোমের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ও অন্যান্য দেশের রাজসরকারের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা করেন। রোমে পদার্পণ করিবার পরদিনই মুসোলিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। মুসোলিনী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছিলেন—“ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদিত আপনার সমস্ত বইগুলি পড়িয়াছেন বলিয়া যেসব ইটালিয়ান গর্ব্ব করিতে পারেন আমি তাঁহাদেরই একজন, আমিও আপনার একজন প্রধান ভক্ত।”

মুসোলিনী আরো বলেন—“পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে যিনি শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তি এবং যে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠান

ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, তাহারই স্রষ্টার সহিত সাক্ষাতে আমি আনন্দিত হইলাম।"

অধ্যাপক ফর্মিকি ও ডাঃ টুচ্চীকে প্রচুর পুস্তকোপহার সহিত শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করিয়া মুসোলিনী ভারত ও ইটালির মধ্যে সভ্যতার আদান প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, সেইজন্য কবি মুসোলিনীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই মহাত্মা মুসোলিনীকে তাহারই দেশবাসী কত অপমান, কত নির্য্যাতন করিয়াছিল দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষ ভাগে।

ইতালির সংবাদপত্রসমূহ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠে। প্রায় সকল কাগজেই বড় বড় অক্ষরে বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহার সম্বন্ধে সংবাদ বাহির হইতে থাকে।

ইটালির ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে কবির মনোভাব অবগত হইবার জন্য সাংবাদিকরা তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। নেপল্‌সের 'ইল মেস্‌চ্ছোজোর্ণো' নামক কাগজের সংবাদদাতাকে কবি বলেন—'পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বহু বিষয়ে ইতালিই অনেকটা তাঁহার আদর্শানুযায়ী। ইতালির গৌরবময় অতীত ও বর্ত্তমান তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'

ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের প্রধানতম মুখপত্র 'ট্রিবিউনা' ২রা জুন কবির রোমে আগমনের দীর্ঘ বিবরণ ও তাঁহার বাণী প্রকাশ করে। কবি বলিয়াছিলেন, "ইতালির মৃত্যুহীন আত্মা অগ্নিস্নান হইতে চিরোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উত্থিত হইবে, এই স্বপ্ন আমি দেখিতেছি।"

যদিও সাংবাদিক মহলে রবীন্দ্রনাথের ইতালি পর্য্যটন সানন্দে গৃহীত হইয়াছিল—তথাপি দুই চারিখানি সংবাদপত্র, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রচারিত ভারতীয় জীবনের দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু বিরূপ ভাব পোষণ করিয়াছিল। "লা-ভোসী-রিপাবলিক্যান" পত্রিকা লিখিয়াছিল—"ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গতিশীল, আর ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে স্থিতি-শীল ও দ্বৈতবাদমূলক। ঠাকুর মহাশয়ের এই দুই সভ্যতার মিলনের যে ধারণা তাহা সর্ব্বৈব আকাশকুসুম মাত্র।"

ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যাপক সেনেটর কিয়াপেলি স্বীকার করেন না যে, ইউরোপ প্রাচ্যের দর্শন গ্রহণ করিবে—"ঠাকুর মহাশয় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন! কী ভীষণ বৈপরীত্য। ধ্যানগত ও কর্ম্মময়—দুইটি জীবন মূর্ত্ত দেখিতে চাহিলে ঠাকুর ও মুসোলিনী অপেক্ষা দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার যোগ্যতর প্রতিনিধি মিলিবে না।" (প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৩৩)

৭ই জুন রোমের শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর) সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ক্যাপিটোল'-এ বিপুল আয়োজন করিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করেন। পরদিন বৃটিশ রাজদূতাবাসে রবীন্দ্রনাথকে চায়ের মজলিশে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। ৮ই জুন সন্ধ্যায় ইতালির ইনটেলেকচুয়্যাল ইউনিয়নের উদ্যোগে আহূত এই সুধীজন সভায় "শিল্পকলার অর্থ" (মিনিং অব আর্ট) সম্বন্ধে কুইরীনাল থিয়েটারে একটি বক্তৃতা করেন। রোমের বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও অভিজাতবংশীয়গণের

সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মুসোলিনী—প্রধান মন্ত্রী, অনাঃ সালান্দ্রা, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী, অনারেবল গ্র্যাণ্ডি, কাউণ্ট ডি আন্‌কোরা সভায় যোগ দিয়াছিলেন। এই দিন প্রাতে কবি সেনেটান লুৎসাত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত 'ওটী ডি পীস্' (শান্তি উদ্যান) এর কলোনী স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টি শান্তিনিকেতনের আদর্শে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

প্রথম সপ্তাহে কবি ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ইটালিয়ান গভর্ণমেণ্ট রোমের ফোরাম্, কলোসিয়ম্, কারাকাল্লার বাথ্স্ (স্নানাধার) প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখান হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ লুল্লী এই প্রদর্শনের ভার লইয়াছিলেন। কবি কলোসিয়মের বিরাট প্রেক্ষাগৃহে শিশুদের সঙ্গীত উৎসব দেখিতে আমন্ত্রিত হন। তিনি সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্রই প্রায় ২৫০০০ পঁচিশ হাজার দর্শক নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ হাজারটি শিশুর দ্বারা ঐক্যতান বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কি অপূর্ব্ব সে দৃশ্য !

রোমে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁহার পত্নী রাণী দেবী কবির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার ভ্রমণে সাথী হইলেন।

১০ই জুন রোম বিশ্ববিদ্যালয় কবির অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করেন। রেক্টর অধ্যাপক ডেল্ ভেক্কিও এবং ফর্মিকি ভারতের ঋষি-কবির স্তুতিবাদ করেন। সংস্কৃত

পরীক্ষায় উপাধি-প্রাপ্তা ডক্টর ভেরা চেত্তা নাম্নী এক ছাত্রী কবিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। কবি অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আমরা পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন জাতি; আমাদের স্বার্থ বিভিন্ন, সুতরাং সে-স্থানে আমাদের মিলন হইবে না। কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধে এমন এক জগৎ আছে, যেখানে আমাদের আশা-বাসনা সমান, কৃতিত্ব ও লাভ সমান—সেই জগৎই সমস্ত মনুষ্য জাতির সত্য মিলন-ভূমি। (আনন্দ-ধ্বনি)। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাস্তবিক মিলিয়াছে। ভবিষ্যতে সত্য ও প্রেমের তীর্থযাত্রায় যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের জন্য যুবক রোমের চিত্তে অতিথি-আবাস স্থাপনা করিয়া যাইতে যদি আমি সক্ষম হই তাহা হইলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিব। (প্রচুর হর্ষধ্বনি)"

রেক্টর বলেন—"আজ রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরম শুভদিন; বর্ত্তমান যুগের মনীষিকুলের মধ্যে একজন পবিত্র, উদার ও যুগপ্রবর্ত্তক মহাপ্রাণ আজ এখানে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন; হে রবীন্দ্রনাথ, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছ, এবং তোমার সোনার ভারতে আমাদের প্রেরিত সহাধ্যাপক টুচ্চিকে তোমরা যে সম্মান ও প্রীতি দেখাইয়াছ তাহার জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। * * *

নিখিলের সুখে দুঃখে আন্দোলিত তোমার কবিতা কেবল-মাত্র হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে, তাহা আজ সমগ্র মানবের জীবনদর্শন।"

তখন ইতালির শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাগণ, পণ্ডিত ও ছাত্রমহল বিশ্বভারতীর সহিত ভাবের আদান প্রদানের ব্যবস্থার জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করেন। কবিও শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করিবার জন্য কোন ইটালিয়ানকে ৫০৲ মাসিক বৃত্তি দিবেন এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। রোমে একটি 'টেগোর সার্কেল' (রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা-সভা) প্রতিষ্ঠার সংকল্প গৃহীত হয়।

১১ই জুন, ইতালির রাজা রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার রোমের রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইটালিয়ান ভাষায় কবির 'চিত্রা' অভিনয় হয়। তিনি অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হন। ১৩ই জুন মুসোলিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। ইতালির প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে সরকারের আজ্ঞায় নির্ব্বাসিত, কবি তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুসোলিনীর বিশেষ আদেশে দার্শনিক-প্রবরকে নির্ব্বাসন-স্থান হইতে আনান হয়। কবি তাঁহার সহিত বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন।

তৎপরে কবি সদলবলে ১৪ই জুন তারিখে ফ্লোরেন্স যাত্রা করেন। ১৬ই জুন 'লিওনার্দো দা ভিন্‌চি' সোসাইটির উদ্যোগে ফ্লোরেন্সের জনসাধারণ কবিকে অভিনন্দিত করেন। ১৭ই কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট দালানে "আমার স্কুল" নামে বক্তৃতায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যক্ত করেন। ফ্লোরেন্সের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিত্র-সংগ্রহালয় ও প্রধান দ্রষ্টব্য সৌধ ও শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি কবিকে দেখাইবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

ফ্লোরেন্স হইতে কবি টিউরিণ নগরে গমন করেন, সেখানকার সুপ্রতিষ্ঠিত মহিলা সংস্কৃতি সভা (সোসাইটি কালচুর ফেমিনাইন) ১৯শে জুন কবির সম্বর্দ্ধনার মনোরম আয়োজন করেন। ২০শে জুন লিসিও মিউজিক্যালে কবি "নগর ও পল্লী" নামে একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর সিনর লিপোটেজ্‌বর্গ কবির কবিতার ইটালীয় অনুবাদ পাঠ করেন এবং কবি বাংলায় কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তাহা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অভিভূত ও মুগ্ধ হন। ২১শে তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অধ্যাপক প্যাভোলিনি দোভাষীর কাজ করেন। অধ্যাপক বার্টোনী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অভিনন্দন পাঠ করেন, কবি তাহার উত্তর প্রদান করেন।

১৯৫৪ সালে অধ্যাপক টুচ্চী গ্রন্থকারকে পত্রে জানাইয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই রোমে বাংলা শিখিবার ক্লাস খুলিবেন।

অনবরত নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে করিতে কবি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সুইজারল্যাণ্ড-এ গমন করেন।

সুইজারল্যাণ্ড

ভিলেনএন্‌ভ্‌-এ কবি নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম লাভার্থে বারদিন (২২শে জুন হইতে ৪ঠা জুলাই) হোটেল বাইরোঁনে সেই ঘরে বাস করেন যেখানে ভিক্টর হিউগো বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই ঘর হইতে কবি হিউগোরই মত হ্রদের সৌন্দর্য্য

উপভোগ করিতেন। রম্যা রঁলা তখন ইহার নিকটে বাস করিতেন। রম্যা রঁলার সঙ্গে নিত্যই দুই তিনবার কবি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত সংস্কৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

রম্যা রঁলা কবির ফ্যাসিজম্-প্রীতির কথা সংবাদপত্রে পড়িয়া বিচলিত হইয়াছেন, সে কথা কবিকে রম্যা রঁলা বলেন। ইতালির ফ্যাসিজম-পক্ষপাতী সংবাদপত্রগুলিতে কবির মত বিকৃত বা অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে কবি তাহা বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ফ্যাসিজমের স্বরূপ বর্ণনা এবং তাহার নিন্দাবাদ করিয়া এণ্ড্রুজকে এক পত্র লিখিলেন। তাঁহার সেই ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মত ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডেনে ১৯২৬ সালের আগষ্ট মাসে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে মুসোলিনী কবির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। যদ্যপি কবি মুসোলিনীর অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন—তথাপি কবি তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহাতে মুসোলিনী অত্যন্ত কুপিত হন। এই নিমিত্ত অধ্যাপক ফর্ম্মিকি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, কারণ তিনিই ইটালি সরকার কর্ত্তৃক রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনার মূল উদ্যোগী।

ভিলেনএন্‌ভ্‌-এ ফরাসী কবি জর্জ ডুহামেল, স্যর জেমস্ ফ্রেজার, মার্সেল মার্টিনেট, বৈজ্ঞানিক আগষ্ট ফোরেল, অধ্যাপক ফেরিএর, চার্লস বৌডুইন, অধ্যাপক বোভেট প্রভৃতি লেখক ও বিদ্বজ্জনদের সহিত সাক্ষাৎ ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারের নানা আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। একদল যুবক

গায়ক জেনেভা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীতে প্রীত করে।

এইস্থান হইতে কবি জুরিকে গমন করেন। সেখানে একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অন্য মিলন-সভায় তাঁহারই ইংরাজি ও বাঙ্গালা কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত ইটালীয় অধ্যাপক স্যালভাডোরীর পত্নীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট হইতে তিনি ফ্যাসিষ্টদের অমানুষিক অত্যাচারের চাক্ষুষ প্রমাণ সব অবগত হইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। সরকারী অতিথি-রূপে ইটালি ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত এতদিন তিনি ফ্যাসিজমের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, তাহার জন্য অনুতপ্ত হওয়াতে তাঁহার শরীর খারাপ হইয়া পড়িল। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের 'বিশ্বভারতী কোয়াটার্লী' পত্রিকায় ফ্যাসিজমের নৃশংসতার এক বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। জুরিকের জনসাধারণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভিয়েনা যাইবার পথে কবি একদিন আমন্ত্রিত হইয়া লুসার্ণএ অবস্থান করেন। সেখানে একটি বক্তৃতাও দিয়াছিলেন।

অষ্ট্রিয়া

১৯২৬ সালের ১০ই জুলাই কবি সদলবলে ভিয়েনা সহরে উপস্থিত হন। বিখ্যাত সোসিয়ালিষ্ট মহিলা নেতা ডাঃ

আঞ্জেলিকা বালবানোফ (মুসোলিনী ও লেনিন্ এক সময়ে তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া যিনি দাবি করেন) ও সিনর মডিগলিএনি কবির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও ফ্যাসিষ্টদের অত্যাচারের নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করেন। ভিয়েনাতে অধ্যাপক ওয়েনেব্যাক-এর চিকিৎসায় কবি শীঘ্রই সুস্থ হইলেন।

ভিয়েনার বিখ্যাত 'কনসার্ট হলে' কবি প্রায় আড়াই হাজার সুধী ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'তরুণদের প্রতি বাণী' শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর রজনীতে তিনি বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁহার পাঠ ও সুললিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ বার্ণহার্ড গেইজারের উদ্যোগে কবির সম্বর্দ্ধনার এক ঘরোয়া আয়োজন হয়। ভিয়েনার সুপ্রাচীন বিখ্যাত অপেরা হাউসে 'মইষ্টার সিঙ্গার' অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দর্শন করেন। অষ্ট্রিয়ার গণ-শাসনতন্ত্রের সভাপতির সহিত কবির দেখাসাক্ষাৎ হয়।

প্যারিস

ভিয়েনা হইতে কবি ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত নির্গত হন। পথে প্যারিসে কয়েক দিন তিনি এম. এ. কানের মনোরম বাগান-বাড়ীতে বিশ্রাম করেন। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী পত্নীসহ, অধ্যাপক জুল্ ব্লক ও আরো কতকগুলি পণ্ডিত কবির সহিত

দেখা করিতে আসেন। কবির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্যারিসে এ সময় তাঁহার কোন বক্তৃতা বা পাঠের ব্যবস্থা বন্ধুগণ করিতে পারেন নাই।

ফরাসী মহিলা-শিল্পী আঁদ্রে ও তাঁহার সুইডিস স্বামী চিত্র-শিল্পী হগম্যান উভয়েই ভারতপ্রেমিক ও রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত। প্যারিসের উপকণ্ঠে বোলোনে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর বাড়ী আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের বাড়ীর নাম রাখিয়াছেন 'চিত্রা'। আঁদ্রের আঁকা রবীন্দ্রনাথের এক তৈল-চিত্র বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে। তাঁহার এই বাড়ীতে তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের ছবি রাখিয়াছেন। (প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৩৪)।

সপ্তমবার লণ্ডনে

লণ্ডনে অল্প যে কয়েকদিন কবি ছিলেন—তাহার মধ্যেই মিঃ ও মিসেস্ রটেনষ্টাইন, 'ম্যানচেস্টার গার্জ্জেন' পত্রিকার সম্পাদক সি. পি. স্কট, আর্নেস্টরীস, ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড আদি পুরান বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখাশুনা, আলাপ-আলোচনা হয়। ডিভন-সায়ারের ডার্টিংটন হলের উপনিবেশ দেখিবার নিমিত্ত কবি মটরযানে গমন করেন। মিঃ ও মিসেস্ এল. কে. এলমহার্ষ্ট দম্পতির অতিথিরূপে কিছুদিন সেস্থানে অবস্থান করেন। এই ফার্ম্মের কৃষি-বিদ্যালয়টি শ্রীনিকেতনের আদর্শে পরিচালিত হইতেছে দেখিয়া কবি আনন্দিত হন। এমনই করিয়া কবির প্রভাব বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

কর্ণওয়াল প্রদেশের কার্বিশ বে'র তীরে কবি এক সপ্তাহ বিশ্রাম করেন। এ-স্থানটি অতি মনোরম। এই স্থানের নিকট বার্ট্রাণ্ড রাসেল পত্নীসহ বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত কবির সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে পুনরায় একদিন এলমহার্ষ্ট সাহেবের পল্লীতে কবি অবস্থান করেন।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিবার পর তদানীন্তন রাজ-কবি (পোয়েট লরিয়েট্) রবার্ট ব্রীজেস্-এর আমন্ত্রণে কবি অক্স-ফোর্ডে গমন করেন। সেখান থেকে লণ্ডনে ফিরিবার পর বিখ্যাত শিল্পী এপ্‌স্‌টাইন্ রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি গঠন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে তাঁহার মূর্ত্তি-শালায় লইয়া গিয়াছিলেন। ২১শে আগষ্ট কবি নিউক্যাসেল হইতে জাহাজে চড়িয়া নরওয়ে যাত্রা করেন।

নরওয়ে

১৯২৬ সালের ২৩শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ সদলবলে নরওয়ের রাজধানী ও প্রধান বন্দর অস্‌লোতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সহিত লর্ড এস. পি. সিংহ নরওয়ে গমন করিয়াছিলেন। জাহাজ-ঘাটে অধ্যাপক ষ্টেন কনো ও তাঁহার পত্নী, ডাঃ ও মিসেস্ মর্গেনষ্টিয়ার্ন আদি সুধীগণ অভ্যর্থনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। কবি ও তাঁহার দলের আর দুইজনকে তাঁহারা গ্রট মহলে লইয়া যান, সেখানে তাঁহারা মিঃ ও মিসেস্ ওয়াল্ হ্যানসেন দম্পতির অতিথি হইয়া রহিলেন। কবি এই প্রথমবার

নরওয়ে ভ্রমণে আসিলেন। সেইজন্য নানা সভায় ও প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বক্তৃতা ও সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।

২৪ তারিখে কবি ও লর্ড সিংহ নরওয়ের রাজার প্রাসাদে রাজার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিয়াছিলেন। পরদিন ২৫শে আগষ্ট 'ওরিয়েণ্টাল একাডেমীর' উদ্যোগে কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হয়। নরওয়ের রাজা এই সম্বর্দ্ধনা সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহার পর নিত্য সকাল-সন্ধ্যা-রাত্র ভোজে (লাঞ্চে-চায়ে-ডিনারে) কবির নিমন্ত্রণ চলিল। অধ্যাপক ষ্টেন কনোর বাটীতে সন্ধ্যা সম্মিলনে, মর্গেনষ্টিয়ার্ণ-এর লাঞ্চে (মধ্যাহ্নভোজনে), ম্যাডাম্ ওয়াল্ হ্যানসেনের চায়ের মজলিসে, ম্যাডাম বুটেন্শ্যোনের মধ্যাহ্ন ভোজনে, ম্যাডাম মুষ্টাডের বাটীর রাত্রিভোজে সকল স্থানেই নরওয়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিতগণ সমবেত হইতেন। সকলেই কবির সহিত আলোচনা করিয়া সুখী হইতেন ও তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেন। বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক হ্যানসেন, ঔপন্যাসিক এচ. ই. কিঙ্ক, প্রধান মন্ত্রী লীসে, ঐতিহাসিক হোয়ের, ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চের পরিচালক বিয়র্ণসেন, গ্রন্থকর্ত্রী বারবারা রিং, গীতিকাব্য-রচয়িতা উইলডেনওয়ে, নট ও নটী হফ্ড্যান খৃষ্টেনসেন ও ম্যাডাম ওস্কা, গীতিরচয়িতা এমি লেইসনার, বিয়র্ণ টালেন, সিনডিং, বোকেন লাসন, অধ্যাপক এইট্রেম্ ও মোইনকেল প্রভৃতি সুধীজন কবির সহিত আলাপ করিয়া ধন্য হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে বিশিষ্ট সম্মানিত অভ্যাগত রূপে নিমন্ত্রিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ যোগদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দেন। বিখ্যাত ভাস্কর গুষ্টাভ ভীগেল্যাণ্ড প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ 'ফাউন্টেন অব্ লাইফ্' মূর্ত্তি গঠনে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি এই শিল্পসম্ভার সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার পরিকল্পনা গোপন রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সেই গোপনীয় শিল্প-ঐশ্বর্য্য তাঁহার মূর্ত্তিশালায় কবিকে লইয়া গিয়া দেখাইলেন। অস্‌লো ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে য়োহান বয়ার কবির সহিত পূরা একদিন আলাপ আলোচনায় অতিবাহিত করেন।

সুইডেনে দ্বিতীয়বার

সুইডেন যাইবার কোন কল্পনা কবির ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কবির মনে ষ্টকহল্‌ম্ যাইবার বাসনা উদয় হইল। ষ্টকহল্‌মের নরনারী কবির এই দ্বিতীয়বার শুভাগমনে পুলকিত হইয়াছিল। তাঁহারা বিখ্যাত আবিষ্কারক স্‌ভেন হেডিনের উদ্যোগে কবিকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন ও তাঁহার বাটীতে কবিকে এক মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়ন করেন। সেই লাঞ্চে নোবেল পুরস্কার প্রদানকারী সমিতি সুইডিস্ একাডেমীর সভ্য পার হ্যালেস্ট্রোম ও এণ্ডর্স ওষ্টোলিং উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ও মিসেস্ লরিন্ কবির অভ্যর্থনার জন্য একটি

লাঞ্চ দেন। নরওয়ের রাজার পুত্র প্রিন্স উইলহেল্‌ম্ প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কবির সহিত ভোজন করেন।

ডেনমার্কে দ্বিতীয়বার

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সাল, কবি ও তাঁহার সঙ্গিগণ কোপেন-হেগেনে উপস্থিত হন, এক বিরাট জনসভায় কবি তাঁহার বাংলা কবিতা পাঠ করেন। 'রয়েল নটিক্যাল' ক্লাবে কবির সুললিত কণ্ঠে বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া অর্থ না বুঝিয়াও সকলে মুগ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার জন্য মিঃ ব্র্যানার এক ভোজের আয়োজন করেন। অধ্যাপক হ্যারল্ড হফ্‌ডিং এবং টুক্‌সেন এই ভোজে যোগ দিয়াছিলেন। প্রবীণ সমালোচক গিয়র্গ ব্রাণ্ডেস মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও কবিকে দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কবি তৎশ্রবণে সেই অন্তিম পথের যাত্রীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভগবৎ-কথা শুনাইয়া আসিলেন।

জার্ম্মাণীতে দ্বিতীয়বার

৯ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে হ্যামবুর্গে পদার্পণ করেন। তাহার পর একমাস নিত্যই নগরে নগরে কবিকে এক বা ততোধিকবার, হয় বক্তৃতা না হয় কবিতা পাঠ শুনাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। কবি হামবুর্গ, বার্লিন, মিউনিক, ন্যুরেনবার্গ, ষ্টুটগার্ট, ওয়াইজবাডেন-এ যান, সেখান হইতে রাইন নদীর বক্ষে ষ্টিমারে করিয়া রাইনের দু-কূলের শোভা দেখিতে

দেখিতে ফ্রাঙ্কফোর্টে আগমন করেন। তারপর কোলন, ডুসেলডর্ফ, লাইপজিগ, ড্রেস্‌ডেন, রয়টেন, ব্রেস্‌লাউ, রস্‌টক নগরে কবিকে গমন করিতে হইয়াছিল। হ্যামবুর্গের অধ্যাপক মায়ার বেনফেইর বাটীতে প্রীতিসম্মিলনে হ্যামবুর্গের সুধীমণ্ডলী কবিকে অভ্যর্থনা করেন।

প্রত্যেকটি সহরেই কবির বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয়। কবিকে এক বা ততোধিকবার বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিতে হয়।

বার্লিন

১১ই সেপ্টেম্বর বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ গমন করেন, সেখানে কাইজার হোফ্ হোটেলে কবি ও প্রতিমা দেবী থাকেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এখানে কবির সহিত মিলিত হন। ১৩ই কবি হারমলিক হলে—'ভারতবাসীদের দর্শনজ্ঞান' সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরদিন ১৪ই জার্ম্মান নব-প্রজাতন্ত্রের প্রধান অধিনায়ক মার্শেল ভন হিনডেনবুর্গ রবীন্দ্রনাথকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। বার্লিনের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রাস্তা উণ্টের্-ডেন্-লিণ্ডের অর্থাৎ 'লেবু বীথিকা' দিয়া কবি বার্লিনের বৃহত্তম লাইব্রেরী—যেখানে ১৭,৫০,০০০ মুদ্রিত পুস্তক ও ৫০,০০০ হস্তলিপি ও পুঁথি আছে সেখানে যান। টলষ্টয়ের বন্ধু ও জীবনচরিত-লেখক পল বিরুকফের এই হোটেলেই কবির সহিত দেখা করেন। হিন্দুস্থান এসোসিয়েসন, বার্লিনের কাইজার হোফে কবির সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন করে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন-এ হারমলিক হলে বক্তৃতা অন্তে রবীন্দ্রনাথ।

নিত্যই অনেক ঘরোয়া বৈঠকে জার্ম্মানগণ কবিকে অভিনন্দিত করিত। সে সব স্থানে—য়াকোবি, বোর্স্‌লীং, ওয়েরনার, ভন্‌ মেলে, শ্যারম্যান, ভন্‌ শ্যারনেক, নটজিঙ্ক, কার্লভন্‌ মুল্লার, সাত্তএরবাক, হিস্‌, বাইএর, স্পেঙ্গলার প্রভৃতি অধ্যাপকগণ; পিয়ানো-বাদক এলি নে; শিল্পসমালোচক লেসিং, ডাঃ ও মিসেস্‌ মেণ্ডেল, সঙ্গীতজ্ঞ হুগস্‌ট্রাটেন্‌ প্রভৃতি গুণীজন এইসব ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত হইয়া কবির সহিত আলাপ করিতেন। অধ্যাপক ষ্টেন কনোর শ্বশুরবাড়ী বার্লিনে, তিনি সস্ত্রীক কবিকে দর্শন করিতে বার্লিনে আসেন।

কবির পুস্তকের জার্ম্মান অনুবাদক ও প্রকাশক মিউনিকের কূর্টওলফ্‌ কবিকে এক প্রীতি-সম্মিলনীতে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সম্মিলনে বহু জার্ম্মান লেখক ও লেখিকা আসিয়া কবির সহিত পরিচিত হন।

বার্লিনে এণ্ড্রিয়াস ও অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন মহোদয় ঘরোয়া বৈঠকে কবির সম্বর্দ্ধনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঐশ্বর্য্যশালী বার্লিন মহানগরী খণ্ডিত ও বোমা-বিধ্বস্ত হইয়া পূর্ব্বশ্রী হারাইয়াছে।

ড্রেসডেন

এবার ড্রেসডেনে কবির সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে মুদ্রিত

করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ড্রেসডেনে রবিবাবুর বক্তৃতা শুনিবার এবং জার্ম্মান ভাষায় 'পোষ্ট অফিস' অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত আমি সোমবার প্রাতে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসুর সঙ্গে বার্লিন হইতে রওনা হইলাম। দুপরের পর পৌঁছিয়া সোজাসুজি কবির 'ইণ্ডিয়ান' হোটেলে যাই।

ড্রেসডেন পুরাতন সহর, স্যাক্সনি রাজ্যের রাজধানী। ইহা এল্‌বের উভয় তীরে অবস্থিত। ড্রেসডেন সহরের স্থাপত্য বার্লিনের স্থাপত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল।

ড্রেসডেনে দেখিলাম, কবিকে সকাল সন্ধ্যা তাঁহারই নানাবিধ জার্ম্মান সংস্করণের বইতে অজস্র নাম স্বাক্ষর করিতে হইতেছে, অর্থাৎ অটোগ্রাফ্ দিতে হয়।

তাঁহাকে অনেক ফটোগ্রাফে নাম সহি করিতে হইয়াছিল। ভিজিটিং কার্ডেও স্বাক্ষর করিতে হয়। হোটেলের চাকর-চাকরাণীরাও কবির বহি কিনিয়া দস্তখত করাইতেছে। তাছাড়া ফটোগ্রাফার ও চিত্রকরকেও দলে দলে আসিতে দেখিলাম। একজন চিত্রকর অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার ছবি আঁকিল। সেটা ঠিক না হওয়ায় আবার আঁকিল।

কবির হোটেলে তখন তিনি ছাড়া তাঁহার সঙ্গে পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়, প্রেমচাঁদ লাল, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী দেবী ছিলেন।

সন্ধ্যার সময় বক্তৃতার কিছু পূর্ব্বে আমরা একটি প্রকাণ্ড হলে গেলাম, হলে একটুও জায়গা খালি নাই। বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে। শ্রোতাদের মধ্যে বেশী অংশই স্ত্রীলোক। ইংরাজিতে বক্তৃতা বুঝিবার লোক অনেক ছিল। ইংরাজি না জানা লোকেরা পণ্ডিত তারাচাঁদ রায়ের অনর্গল জার্ম্মান অনুবাদ হইতে কবির বক্তৃতা বুঝিল। রিপোর্টার অনেক ছিল। তাহাদের মধ্যে নারী রিপোর্টারের সংখ্যা কম নয়। বক্তৃতার পর কবি তাঁহার কয়েকটি ইংরাজি ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করিলেন; যতগুলি আবৃত্তি করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক বেশী আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল।

বক্তৃতা ও আবৃত্তির পর আমরা ভিড় ঠেলিয়া কষ্টে গাড়িতে উঠিলাম এবং থিয়েটার গৃহে গেলাম, সেখানেও একটু জায়গা খালি ছিল না। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কাহারও কাহারও পোষাক বেশ মজার হইয়াছিল,—বিশেষতঃ সুধার সাড়ী। *** অমল সাজিয়াছিল একজন অভিনেত্রী, অমলের খেলার সাথী সাজিয়াছিল মেয়েরা– বালকের অভিনয় এখানে করে মেয়েরা, প্রাগেও বালকের অংশ অভিনেত্রীরাই গ্রহণ করিয়াছিল। বালকের ভূমিকায় অভিনেত্রীদের সাজিবার কারণ উভয় সহরে জিজ্ঞাসা করায় কবি জানিলেন—সে দেশে বালক অভিনেতা পাওয়া যায় না। ড্রেসডেনের অভিনয়ের পর থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সাতিশয় সম্মানের সহিত কবির উদ্দেশ্যে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন এবং দর্শকেরা তাঁহার প্রতি

বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ড্রেসডেন হইতে কবির সহিত আমরা সকলে বার্লিনে ফিরিয়া আসিলাম।" (প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৩৪, পৃঃ, ৪০২)

জার্ম্মানীতে কবিবরের ভ্রমণকালে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা হইয়াছিল। নানাস্থানে নৃত্যের আয়োজন, যুবক-আন্দোলনের সভ্যগণ কর্ত্তৃক কুচ্‌কাওয়াজ প্রদর্শন; নানা স্থানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, আজব ঘর, প্রদর্শনী, চিত্র-সংগ্রহালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা জার্ম্মানবাসীরা করিয়াছিলেন। কয়েকটি সহরে কবির "ডাকঘর"-এর অভিনয়ও হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের জার্ম্মান দেশে সম্বর্দ্ধনার কথা শুনিলে কবির প্রতি জার্ম্মান দেশের নরনারীর অন্তরের ভালবাসারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির প্রভাব এমনই প্রবল হইয়াছিল যে চেক্ যাইবার পথে জার্ম্মাণী ও পোল্যাণ্ড দেশের সীমানায় অবস্থিত বিউথন সহরে যখন কবিকে এক সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তখন পোলিশ মন্ত্রিগণ এবং জার্ম্মান কর্ম্মচারিগণ একসঙ্গে বসিয়া কবির সহিত আহার বিহার করেন। ১৯১৪ সালে যুদ্ধারম্ভকাল হইতে এই দুইটি বিবদমান জাতির সরকারী পদস্থ ব্যক্তিগণের মিলন এই প্রথম।

চেকো-শ্লোভাকিয়া

জার্ম্মানী হইতে কবি সদলবলে চেকো-শ্লোভাকিয়ার

সাধারণতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ্ সহরে ৯ই অক্টোবর প্রাতে পৌঁছাইলেন; প্রাগ্ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অধ্যাপক ভিণ্টার্নিজ ও অধ্যাপক লেজ্নী আসিয়াছিলেন। ভিণ্টার্নিজ প্রাগের জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং লেজ্নী চেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইঁহারা উভয়েই কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ৯ই সন্ধ্যায় পি-ই-এন্ (কবি—প্রবন্ধলেখক—ঔপন্যাসিক) ক্লাবের উদ্যোগে একটি সাধারণ ভোজের আয়োজন হয়; কে. চাপেক্ এই ভোজে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন। ১০ই তারিখে অধ্যাপক ভিণ্টারনিজ-এর বাড়ীতে একটি বৈকালীন চা-এর মজলিসে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন; এবং ১১ই অপরাহ্লে অধ্যাপক লেজ্নী তাঁহার বাসায় চায়ের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন,—তিনি লিখিয়াছেন—"উভয় দিনেই সহরে বিস্তর মান্যগণ্য পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। খাবার ছিল নানা রকমের ও প্রচুর। সঙ্গীতের আয়োজনও বেশ ছিল। ভিণ্টার্নিজ মহাশয়ের চা-পার্টিতে পিয়ানোতে ক্রুইট্সার সোনাটা শুনিলাম। রবিবাবু খুব প্রশংসা করিলেন। অধ্যাপক লেজ্নীর পার্টিতে এক চেক্ ভদ্রলোক গান করিলেন, তাঁর গলা মোটা ও জোরাল।

১০ই সন্ধ্যায় পি-ই-এন্ ক্লাবে সর্ব্বসাধারণের জন্য

রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, প্রায় তিন হাজার চেক্ নরনারী মন্ত্রমুগ্ধবৎ কবির কথা শ্রবণ করেন। ১২ই প্রাগের জার্মান সমাজের প্রধান প্রতিষ্ঠান ইউরানিয়া সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সাধারণ বক্তৃতার আয়োজন হয়। চেক্ ও জার্মানদের সব প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা হওয়ায় রবিবাবুকে তাহাদের জন্য আলাদা করিয়া বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই খুব জনতা ও উৎসাহ লক্ষিত হয়। 'ডাকঘর' চেক্ ও জার্মান ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন থিয়েটারে দুইদিন অভিনীত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের এইদিনকার আবৃত্তির আগে অধ্যাপক লেজ্নী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি লম্বা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তিনি বাংলা জানেন।

আর একদিন আমরা এক ধনী চেক্ কবির নিমন্ত্রণে রবিবাবুর সঙ্গে তাঁহার উদ্যানবাটিকা ও লাইব্রেরী দেখিতে গিয়াছিলাম। লাইব্রেরীর বাড়ীটি এবং বইগুলির বাঁধাই বেশ সুন্দর। এখানে চেক্ কবি রবিবাবুকে বৃষ্টির মধ্যে বাগান দেখিতে লইয়া যাওয়ায় তিনি ভিজিয়া যান, পরে অসুস্থ হন। এই উদ্যানবাটিকা প্রাগ্ হইতে অনেক মাইল দূরে।" (প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৩৪)। চেক ও জার্মানদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে "ডাকঘর" দেখিতে কবিকে দুই রাত্রে দুইটি রঙ্গমঞ্চে যাইতে হইয়াছিল।

চেক্ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত কবির আলাপ

পরিচয় হয়। লর্ড মেয়র গির্সা; শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সুষ্টার; স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্পিয়েসল; বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ও বহু অধ্যাপক, ফ্র-কোল, ই. কোন্‌রাড, এচ্. য়েলিনেক, এ. টিল-শ্যোভা, কে. মিস্কা, হিউগো সালুস, অ্যাড্‌লার প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। চেকো-শ্লোভাকিয়ার প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ডক্টর মাসারীক্ কয়েক দিবসের জন্য রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার পল্লীনিবাসে বাস করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করেন। অসুস্থ হওয়ায় কবি সেখানে যাইতে পারেন নাই। চেক্ সরকার কবির ব্যবহারের জন্য একখানা বিমানপোত নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। ফ্রান্স-টিসেক বাকুলের বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিয়া কবি অত্যন্ত আনন্দিত হন।

অষ্ট্রিয়া

১৯২৬ সালে ১১ই অক্টোবর কবি ভিয়েনাতে উপস্থিত হন। তিনি, রামানন্দবাবু, প্রশান্তবাবু, ও তাঁহার স্ত্রী ইম্পীরিয়াল হোটেলে ১১ দিন ছিলেন। ট্রেনে আসিবার সময় রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ বোধ করেন, ভিয়েনায় আসিয়া তাঁহার জ্বর হয়। তথাকার বিখ্যাত চিকিৎসক অধ্যাপক ওয়েঙ্কেব্যাক্ কবির চিকিৎসা করেন। ভিয়েনায় যে বক্তৃতা দিবার কথা ছিল তাহা বন্ধ করিয়া দেন এবং কবিকে রুশিয়া যাইবার কল্পনা পরিত্যাগ করিতে বলেন, ভিয়েনা অবস্থান কালে সুবিখ্যাত অধ্যাপক সীগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁহার পত্নী ও কন্যাসহ কবির সহিত

দেখা করিতে আসেন এবং সমস্ত বৈকাল কবির সহিত কাটাইয়া যান। বিখ্যাত শিল্পসমালোচক ডাঃ স্ট্রেগোওস্কী কবিকে দেখিতে আসেন; হাঙ্গেরী হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ আসায় কবি সেখানে যাইতে সম্মত হন। ভিয়েনাতে বসিয়া কবি 'বনবাণী'র প্রথম পদ্যটি রচনা করেন।

হাঙ্গেরী

ভিয়েনা হইতে হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্ত আসিবার পথে প্রজাতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধি কবিকে অষ্ট্রিয়ার সামানা অতিক্রম করিবামাত্রই ট্রেনেই অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত হন। বুডাপেস্ত রেলষ্টেশনে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। পৌরসভার কর্তৃপক্ষ কবি এবং তাঁহার সঙ্গীদের বুডাপেস্ত সহরে অবস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন।

২৭শে অক্টোবর বহুল জনপূর্ণ সভাগৃহে কবি বক্তৃতা করেন। পরে তিনি তাঁহার কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে অভিভূত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে "জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা" গানটি কবি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। যখন অনুবাদক শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইলেন যে, গানটি ভারত-বন্দনা বা জাতীয় সঙ্গীত তখনই সমগ্র জনমণ্ডলী এক মুহূর্ত্তে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিল।

২৮শে পৌরসভা কবির সম্মানে এক বিরাট ভোজ ও সঙ্গীত জলসার আয়োজন করেন। হাঙ্গেরীর চিরপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ও পল্লী-নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিখ্যাত জিপ্সী গায়িকা বেলা রেডিক বেহালা বাজাইয়া কবির মনোরঞ্জন করেন।

৩০শে অক্টোবর পি-ই-এন্ ক্লাব রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত বিখ্যাত সাহিত্যিক, রসকলাবিদ্ শিল্পিগণকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। কবি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়ায় তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ব্যারণ কোরাণী কবিকে কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে বিশ্রাম করিবার জন্য উপদেশ দেন। মধ্য ইউরোপের সর্ব্ববৃহৎ হ্রদতীরে ব্যালাটানফ্যুরেড-এ কবি গমন করেন। সেখানকার কেস্থেল্লীর প্রাচীনতম মঠ দেখিতে কবি গিয়াছিলেন। হাঙ্গেরীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোকাই-এর স্থানীয় স্মৃতিস্তম্ভতলে রবীন্দ্রনাথ পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১২ই নভেম্বর রাজ-অভিভাবক নিকোলাস হোর্থীর সহিত বুডাপেস্তে রাজার প্রাসাদে কবি সাক্ষাৎ করেন। বল্কান প্রদেশের রাজ্যসমূহ হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আসায় কবি বল্কান প্রদেশের মধ্য দিয়া গ্রীস ও মিশর হইয়া ভারত প্রত্যাবর্ত্তনে মনস্থ করিলেন।

যুগোশ্লাভিয়া (সার্ব্বিয়া)

১৩ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ক্রোসিয়ার প্রধান নগর জ্যাগ্রেব

নগরে জনসাধারণের সভায় একটি বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড্ নগরে কবিবর উপস্থিত হন। সেখানে প্রথমে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দেন। তৎপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে কথাবার্ত্তা বলেন, সেই সময় ছাত্রদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির, বিশেষতঃ বল্কান প্রদেশের জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন করেন। তাঁহার যুক্তি ও উপদেশ শুনিয়া সকলেই অভিভূত হয়। এখানেও পি-ই-এন ক্লাব হইতে কবিকে মধ্যাহ্ন-ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। তৎপরে এই ক্লাবের উদ্যোগে কবির সম্বর্দ্ধনার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। "সমগ্র পৃথিবীকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক উন্নত দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই বিশ্বশান্তির মূল মন্ত্র।"—এই উপদেশ কবি দিয়াছিলেন।

বুলগেরিয়া

১৭ই নভেম্বর কবি সদলবলে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া নগরে আগমন করেন। সেখানে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বিরাট সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। ষ্টেশনেই বিপুল জনতা কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল কলেজ কবির আগমনের সম্মানে ছুটি হইয়াছিল।

সেই বিশাল জনতা এক মাইল লম্বা মিছিল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার হোটেলে লইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার

সেখানের সঙ্গিগণ শিল্পী ও সাংবাদিক সমিতির অতিথিরূপে অবস্থান করেন। এই সমিতি কবির সম্মানে এক মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করিয়া সেই দেশের সুধীমণ্ডলীর সহিত কবির পরিচয় হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। তৎপরে এই সমিতির চেষ্টায় এক বিরাট জনসভায় কবিকে অভিনন্দিত করা হয়। কবি এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বুলগেরিয়ার রাজা বরীস্ রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রাসাদে সাক্ষাৎ করেন। বুলগেরিয়ার পল্লী-অঞ্চলে এবং কয়েকটি পুরাতন মঠে রবীন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন। এ প্রদেশের জনসাধারণ কবিকে আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

রুমানিয়া

১৯শে নভেম্বর রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট সহরে রবীন্দ্রনাথ গমন করেন। তাঁহার সম্মানে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ২১শে তারিখে ন্যাশন্যাল থিয়েটার-গৃহে বিপুল জনসমাগম হয়; রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমগ্র সহরবাসী যেন রাস্তায় উপনীত হইয়াছে। কবি এই বিরাট সভায় তাঁহার সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়া বিপুল জনতাকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন।

তখন রুমেনিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড অসুস্থ, শয্যাশায়ী ছিলেন, তথাপি তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার

জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। রাজা ফার্ডিনাণ্ড রাজপ্রাসাদে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়া সাগ্রহে আলাপ করেন।

তুরস্ক

বুখারেস্ট হইতে কৃষ্ণসাগর তীরে কনষ্টানজা বন্দরে রবীন্দ্রনাথ গমন করেন। সেখান হইতে একটি জাহাজে করিয়া কৃষ্ণসাগর বক্ষ বহিয়া সুদৃশ্য বস্‌ফোরাস্ প্রণালীর মধ্য দিয়া তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী সুবিখ্যাত কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল সহরে উপস্থিত হন। সেখানে দুইদিন জাহাজে অবস্থান করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। শরীর ভাল না থাকায় কবি সকল নিমন্ত্রণই প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হন। তথাপি বহু সুধী ও সাহিত্যিক জাহাজে আসিয়া কবির সহিত আলাপ-পরিচয় ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া যান।

গ্রীস্

ডার্ডানেল্‌স্ প্রণালীর মধ্য দিয়া গ্রীস্ রাজত্বের পিরিউস্ বন্দরে কবি অবতীর্ণ হন। সেখান হইতে মোটরযান যোগে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে ২৫শে তারিখ উপনীত হন। কবি এক্রোপলিস্ দর্শনে গিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও অধ্যাপকগণ রবীন্দ্রনাথের সম্মানে একটি মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রীসের রাজা রবীন্দ্রনাথকে "কমাণ্ডার

অব্ দি অর্ডার অব্ দি রিডীমার" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

মিশর

২৭শে নভেম্বর কবিবর আলেকজান্দ্রিয়াতে অবতীর্ণ হন। মিশরে তাঁহার ভ্রমণতালিকা অতিশয় ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ২৮শে আলেকজান্দ্রিয়া সহরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। ১৯শে কাইরো সহরে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১লা ডিসেম্বর মিশরের রাজা ফুএদ রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিশ্বভারতীর জন্য আরাবিক্ ভাষার কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক উপহার দেন। কবির সম্মানে ইজিপশিয়ান পার্লামেণ্টের একটি অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়; এবং মিশরের মন্ত্রিবর্গ রবীন্দ্রনাথকে একটি সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা করেন। মিশরের রাজা এখন রাজ্য ছাড়িয়া পরদেশবাসী। প্রধান মন্ত্রী ও দেশনায়ক জগ্লুল্পাশা রবীন্দ্রনাথের সহিত বহুক্ষণ আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। কবি ২রা ডিসেম্বর পোর্ট সৈয়দ হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। ১১ই ডিসেম্বর কলম্বো হইয়া ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় পৌছান। হাওড়া ষ্টেশনে তদানীন্তন মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত ও বহু বিশিষ্ট পুরবাসী কবিকে অভিনন্দিত করেন।

নবম বার বিদেশ যাত্রা ঃ দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া

জাভা ও বলি দ্বীপে হিন্দু সভ্যতার প্রচার ও প্রভাব অবগত হইবার নিমিত্ত; সুমাত্রা, জাভা, বলি দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতীয় কৃষ্টি ও কলার ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য; দক্ষিণ-পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার সহিত আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের ইচ্ছা অনেকদিন হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজি ১৯২৬ সালে ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সময় কবি ওলন্দাজ ও জাভানিস্‌দের নিকট হইতে জাভা ও বলি দ্বীপে যাইবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাইয়াছিলেন। ১৯২৭ সালে গ্রীষ্মকালে বৃটিশ-শাসিত মালয় প্রদেশ ও জাভার কুনষ্ট ক্রীং (Kunst Kring) এবং জাভা ইনষ্টিটিউট্ নামের দুইটি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য-সভা হইতে তৎপ্রদেশসমূহে গমনের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ কবির নিকট আসিয়াছিল। ডাচ্ সরকারও কবির পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কবি কিন্তু ডাচ্ সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। এই কথা শুনিয়া দানবীর রাজা যুগলকিশোর বিরলা কবির

জাভা ভ্রমণের ব্যয়ের জন্য দশ হাজার টাকা ও শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস বাজোরিয়া এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

এই ভ্রমণ-অভিযানে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এরিয়াম, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মণ কবির সঙ্গী ছিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন হইয়াছিল।

বৃহত্তর ভারত সমিতির (গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটী) পক্ষে সভাপতি স্যর যদুনাথ সরকার, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পক্ষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ পক্ষে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রশস্তি পাঠ করেন। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী চীনা ভাষায় লিখিয়া একটি অভিনন্দন-পত্র কবিকে প্রদান করেন। স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল কবির এই যাত্রার শুভ কামনা করিয়া প্রার্থনা করেন। রবীন্দ্রনাথ যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখিবেন, তাহাতে বাংলা দেশের ও জগতের সাহিত্যিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ততই উন্নতি লাভ করিবে।

১৯২৭ সালের ১২ই জুলাই কবিবর মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ১৪ই প্রাতে মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। সেণ্ট্রাল ষ্টেশনের প্লাটফরমে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাংবাদিক, ছাত্র ও জনসাধারণের বিস্তর ভিড় হয়। মিঃ টি.

ডি. রামস্বামী কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের তাঁহার ময়লাপুরমের বাটীতে লইয়া যান।

বৃটিশ মালয় পথে

'আঁবোয়াজ' নামে ফরাসী জাহাজে কবি মাদ্রাজ হইতে মালয় যাত্রা করিলেন। পোতাশ্রয়ে জাহাজঘাটায় জাহাজের উপরেই কবিকে বিদায় দিতে বহু লোকের সমাগম হয়। জাহাজ কোম্পানীর মালিকরা ও কাপ্তেন সাহেব কবির সুখ-স্বচ্ছন্দতার সকল সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

অপরাহ্নে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। জাহাজঘাটায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাদের সকলকে সরবৎ ও বরফ পান করান; ফটো তোলা হয়। ভারতের ভূতপূর্ব অন্যতম করদ রাজ্য পানাগলের রাজা কবিকে অনেক প্রশস্তিবাক্য বলিয়া বিদায় লইলেন।

কবি ১৩৩৪ সালের ১লা শ্রাবণ আঁবোয়াজ জাহাজে বসিয়া ভারতপানে চাহিয়া লিখিলেন—

ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি, তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমারি তট পানে
এপার হতে বহিয়া মোর নতি।
সে বীণা তব মন্দিরেতে বাজেনি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি॥

সিঙ্গাপুর

২০শে জুলাই প্রাতে জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরের জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছিল। সেখানে কবি সাত দিন অবস্থান করেন। সিঙ্গাপুরের গভর্ণর এবং চীনা ও ভারতীয় নরনারীগণ কবির সম্বর্দ্ধনার নানারূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। 'আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা মণ্ডলী' সনাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে সম্বর্দ্ধনা করেন। মালা দেওয়া, আতর-গোলাপ-জল ছিটানো, বীণা বাজাইয়া গান, প্রশস্তি-পত্র পাঠ হইয়াছিল। অভ্যর্থনার পর কবি লাটের অতিথিরূপে লাটভবনে গমন করিলেন।

বৃহস্পতিবার, ২১শে জুলাই—সিঙ্গাপুরের ধনী ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত চীনারা তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লাবের (সিঙ্গাপুরের গার্ডেন ক্লাব) তরফ হইতে, কবির সম্মানে এক চা-এর মজলিস আহ্বান করেন। বহু বিশিষ্ট ভারতবাসী, ইংরাজ, ডাচ্ আর অন্যান্য জাতির লোককে এই উপলক্ষে চীনারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং সাহিত্য চীনা ভাষায় আলোচনার ও চর্চ্চার আবশ্যকতা, চীনের সঙ্গে ভারতের অন্তরের যোগ রাখা, বিশ্বশান্তি ও মিলনে বিশ্বভারতীর প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। চায়ের টেবিলে কবির পার্শ্বে বসিয়াছিলেন মিঃ সোং-ওং-সিয়াং—ইনি সিঙ্গাপুরের একজন ৩৫ বৎসরের পসারওয়ালা প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার। আর বসিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুরাগী,

শিক্ষিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ডাঃ লিম্-বুন-কে। ইনি 'লি-সাও' (বিপদে পড়া) নামে অতি প্রাচীন চীনা কাব্যের অনুবাদ টীকা-টিপ্পনীশুদ্ধ প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকের একটি ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ পিনাঙ-এ বসিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ধনকুবের টান্-কা-কীও কবির নিকট বসিয়া ছিলেন।

পরদিন শুক্রবার বিখ্যাত ধনী পার্শি-বণিক নামাজীর সিগ্‌লাপের বাটীতে—যেখানে সুনীতিবাবুরা ছিলেন—কবি মধ্যাহ্ন-ভোজন করেন। তাঁহার সিঙ্গাপুরের সম্বর্দ্ধনার বিবরণে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"লাট-ভবন থেকে লাট সাহেব তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সিঙ্গাপুর সহরের টাউন-হলে, ভিক্টোরিয়া থিয়েটার যার নাম। বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় সভার সময় নির্দ্ধারিত ছিল। সমস্ত সিঙ্গাপুর সহর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল কবির বক্তৃতা শোনবার জন্য। স্যর হিউ ক্লীফোর্ড কবিকে জন-সমক্ষে স্বাগত করে পরিচয় করে দিলেন। কবি তখন তাঁর বিশ্বভারতীর বিশ্বমানবপ্রীতির জ্ঞানের আদর্শ, আর স্বার্থের প্ররোচনায় পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল জগতের নানা জাতির মধ্যে শান্তি আনবার পক্ষে ঐ আদর্শের উপযোগিতা নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। কবির এই বক্তৃতাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক আর চিন্তোত্তেজক হ'য়েছিল। বক্তৃতার পর লাটসাহেব কবিকে ধন্যবাদ দিলেন, তার পরে কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে নিজ প্রাসাদে চ'লে গেলেন।

"২৪শে জুলাই, রবিবার। ঐদিনের কাজ ছিল তিনটি—বেলা দুটোর সময় 'প্যালেস-গে-থিয়েটার' নামে এক সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে চীনা শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে কবির বক্তৃতা, আর বৈকাল বেলা সাড়ে চারটে থেকে ছটায় সিংলাপে শ্রীযুক্ত নামাজী মহাশয় একটি বিরাট সান্ধ্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করেন, যাতে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য সিঙ্গাপুরের সব জাতের লোক মিলে যে একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলন গড়ে তোলা হ'য়েছিল তার সভ্যদের তিনি কবির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্য আহ্বান করেন। তারপর সন্ধ্যার পর সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের এক mass meeting (জন-সাধারণ সভা) হয়।" (যবদ্বীপের পথে—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

প্রথম বক্তৃতায় কবি বলিয়াছেন—'মানুষ যে দেশে জন্মায় সে তার জন্মসূত্রেই সেই দেশের সমস্ত অতীতের, তার সমস্ত ইতিহাসের সহজ অধিকারী হয়ে থাকে। কলিকাতার একটি কোণে জন্ম নিয়ে আমি তেমনি ভারতের সমস্ত কৃতিত্বের উত্তরাধিকারী হ'য়েছি। তেমনি আমার চীনা বন্ধুগণও চীনা সভ্যতায় জগতের শ্রেষ্ঠ অধিকার পেয়েছেন। ভারতের এই যে প্রাচীন ইতিহাস আর সংস্কৃতি, তার মধ্যে তার এক কোণে চীনের সঙ্গে একটু যোগ আছে।'

বক্তৃতার পালা চুকিলে ছোট একটি চীনা মেয়ে ইংরাজিতে অভিনন্দন-বাণী মুখস্থ বলিয়া কবিকে চীনা মেয়েদের তরফ হইতে তাহাদের হাতের দুইটি সূচের কাজ উপহার দিল।

ধন্যবাদ প্রদানের পরই ব্যাণ্ডে চীনা রাষ্ট্রগীত বাজানো হইল। সভার শেষে কবি, চীনা কনসাল, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী মিলিয়া ছবি তোলা হইল।

বিকালে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতির সভ্যগণ কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। চীনা, মালাই, নানা জাতীয় ভারতীয়, ইউরোপীয় প্রভৃতি সব সমাজের লোক ছিলেন। সন্ধ্যার পরে স্থানীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন-গৃহে জনসাধারণের একটি সভা হইয়াছিল। কবি এই সভায় উপস্থিত হইবামাত্রই—'বন্দেমাতরম্', 'হিন্দুস্থান-কী জয়', 'শ্রীরবীন্দ্রনাথজী-কী জয়' ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে মঞ্চে বসান হইল। সাহিত্য শাখার সম্পাদক আবিদ্ আলি কবিকে হিন্দিতে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন।

সোমবার, ২৫শে জুলাই বেলা আড়াইটার সময় মালয় দেশের কলোনিয়াল সেক্রেটারী—অনারেবল ই. সি. এচ্. উল্ফ্-এর সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া থিয়েটার গৃহে সিঙ্গাপুরের ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় কবি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাত্রে ইউরোপীয় রবার-বণিকশ্রেষ্ঠ মিঃ কাশিন তাঁহার বাড়িতে কবি ও সহযাত্রীবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন। রাত্রিতে চীনাদের নিমন্ত্রণে কবি চীনা থিয়েটার দর্শন করেন। কাশিন সাহেবের ভোজে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলার সমাগম হয়। মিঃ কাশিন কবিকে বিশ্বভারতীর জন্য সহস্র ডলার দান করিয়াছিলেন।

সেই দিবস "মালায়া ট্রিবিউন" ইংরাজি খবরের কাগজের

সম্পাদক গ্রান্‌ভিল রবার্টস্ সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক সম্মিলনীর তরফ থেকে কবির সম্মানে 'লাঞ্চ' বা মধ্যাহ্ন ভোজ-এর আয়োজন করিয়াছিলেন। 'লাঞ্চে' অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তার মধ্যে সস্ত্রীক জার্ম্মান কন্‌সাল ও ফরাসী কন্‌সাল ছিলেন। রবার্টস্ কবির সম্মানে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়াছিলেন, কবিও যথাযোগ্য উত্তর দেন। ইনিই আবার তাঁহার কাগজে কবির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন।

২৬শে জুলাই অপরাহ্নে সরকারী কর্ম্মচারীরা গভর্ণরের লঞ্চে করিয়া কবিকে 'লারুৎ' জাহাজে উঠাইয়া দিয়া গেল। বহু লোক কবিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিলেন। ২৭শে, বুধবার, কবি মালাক্কা সহরে নামিলেন।

মালাক্কা

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডড্‌স্, আর মালাক্কা-অধিবাসীদের তরফ হইতে শ্রীশচন্দ্র গুহ সরকারী লঞ্চ-এ করিয়া কবিকে স্বাগত করিতে আসিলেন। সেই লঞ্চে করিয়া কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা সমুদ্র হইতে মালাক্কা নদীর মোহনায় অবস্থিত সহরের ঘাটে অবতরণ করেন। সেখানে গণ্যমান্য বহু লোক কবির অভ্যর্থনা করেন। অভিনন্দন পাঠ হইল। সমুদ্রের ধারে নারিকেল কুঞ্জের মাঝে চন্-কার্ড-স্থই মহাশয়ের রম্য বাংলো বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান স্থির হইল। এখানে মালাক্কায় কতকগুলি বাঙ্গালী

ব্যারিষ্টার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রগুণে বেশ সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত পালোয়ান গোবর গুহের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ গুহ, শচীন্দ্রনাথ দত্ত, বরেন্দ্রনাথ বসু, আর সুধীর দাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ২৭শে দুপুরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট হাউসে মালাক্কা বিভাগের কমিশনার মিঃ ক্রাইটন্ কবিকে 'লাঞ্চ' খাওয়ান। আবার সেইদিন বিকালে গভর্ণমেণ্ট হাউসের বাগানে একটি সান্ধ্য চা-পান সভায় কবির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।

পরদিন স্বাধীন রাজ্য জোহোরের সুলতানের পুত্র টুংকু মহাশয়ের নিমন্ত্রণে কবি মুআর বাণিজ্য-কেন্দ্রে গমন করেন। স্থানীয় চীনা স্কুলে কবিকে চায়ের মজলিসে অভিনন্দিত করা হয়; ফটো তোলার পর চীনা হরফে লেখা কারুকার্য্যখচিত একটি অভিনন্দন-পত্র কবিকে দেওয়া হইল। তারপর স্থানীয় চীনা সিনেমা গৃহে মুআরের সমগ্র অধিবাসী সমবেত হইয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এখানে কবি একটি বক্তৃতা দেন।

শুক্রবার দুপুরে শ্রীশ গুহ মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী কবি এবং তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করান। বিকালে ভারতীয় আর চীনা অধিবাসিগণ চীনা ক্লাবে কবিকে অভিনন্দিত করেন। সভায় চীনা, ভারতীয়, তামিল, গুজরাটী আর শিখদের খুবই ভিড় হইয়াছিল। সন্ধ্যায় সেণ্ট-ফ্রান্সিস্ ইনষ্টিটিউশন গৃহে কবি বিশ্বভারতীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কমিশনার

ক্রাইটন্ সাহেব সভাপতি ছিলেন, তিনি কবির প্রশংসাপূর্ণ বক্তৃতা দেন।

৩০শে জুলাই মালাক্কা হইতে মোটরযানে পঁচিশ মাইল রবার ও নারিকেল বনের মধ্য দিয়া ২০ মাইল দূরে তামপিন্ সহরে আসিয়া কবি কুআলা-লাম্পুর যাইবার ট্রেন ধরিলেন।

কুআলা-লাম্পুর

৩১শে জুলাই সহরে মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে স্থানীয় টাউন হলে কবির অভিনন্দন হয়; প্রচুর লোক-সমাগম হইয়াছিল। সেলাঙ রাজ্যের বৃটিশ রেসিডেন্ট মিঃ জে. লরণী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রধান নেতা লোক্-চাউ-থাই কবির প্রশস্তি পড়িলেন, কবিকে মাল্য দান করা হইল, তারপর সুন্দর একটি রূপার আধারে অভিনন্দন-সূচক মানপত্র প্রদান করিয়া স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মানন্দ মঙ্গলাচরণ করেন। রাত্রে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোজ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে কবির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বাঙ্গালী ও ভারতীয় বহু লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

২রা আগষ্ট চীনাদের 'ড্রুরী লেন থিয়েটার' গৃহে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, সমগ্র জগতের জাতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ে কবি বক্তৃতা করেন। বিশ্বভারতীর সাহায্যে টিকিট বিক্রয় করিয়া বিবিধ সঙ্গীত-জলসার (Variety

Entertainment) ব্যবস্থা হইয়াছিল। কবি তাহাতে পাঁচটি বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করেন।

৩রা আগষ্ট দুপুরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুল ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে কবি একটি বক্তৃতা দেন। চীনা, মালাই, সিংহলী, তামিল, শিখ ছাত্র এবং দেশীয় ও ইংরাজ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার পর 'ক্রেসেণ্ট মুন্' হইতে কবি কয়েকটি কবিতা পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

তারপর কবিকে মোটরে করিয়া নেগরি-সেম্বিলানের রাজধানী সেরেম্বানে লইয়া গিয়াছিল, সেখানে সন্ধ্যায় কবি একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরদিন ফিরিয়া আসেন। ওই দিন বিকালে এক চা-পান সভা আহ্বান করিয়া স্থানীয় চীনারা কবিকে বিশেষ রূপে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। যথারীতি বক্তৃতা এবং ফটো তোলা হইয়াছিল ; কয়েকজন বাঙ্গালী মহিলাও যোগ দিয়াছিলেন।

কুআলা-লাম্পুরের পূর্ব্ব অঞ্চলে সবুজ রবারের আর নারিকেল গাছের ঘন বন, ছোট ছোট ঢালু পাহাড়ে উঁচু নীচু বাইশ মাইল পথ দিয়া মোটরে কবি ক্লাঙ্ সহরে গমন করেন। সেখানকার ধনী মানী নামী রবার-ক্ষেত্রের মালিক স্যর ম্যালকম্ ওয়াট্সন-এর পাহাড়ের উপর প্রাসাদে কবির অভ্যর্থনা ও চা-পান সভার আয়োজন করা হয়। ভারতবাসী, চীনা, মালাই, আর ইউরোপীয় বহু বিশিষ্ট লোকই উপস্থিত ছিলেন। স্যর ম্যালকম্ অতি অমায়িক লোক, বিশেষ শিক্ষিত,

কবির ভক্ত পাঠক। তারপর স্থানীয় 'এ্যাংলো চাইনিজ স্কুল' ঘরের হলে এক বিরাট সভায় কবি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্তর ম্যালকম্ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কবির মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন, কবি বক্তৃতার পর কিছু কিছু কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। 'শিশুর বিদায়' কবিতাটি যখন পাঠ করেন একটি ইংরাজ মেয়ের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িয়াছিল। একজন চীনা লক্ষপতি কবির ব্যবহারের জন্য তাঁহার আরামদায়ক একটি মোটর দিয়াছিলেন এবং কবিকে একদিন তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কুআলা-লাম্পুর-এর চীনাদের কনফিউসীয়ান্ স্কুলে তিনটার সময় কবি বক্তৃতা দেন; তারপর মোটরে কাজাং সহরে গমন করেন। সেখানে ৬ই আগষ্ট বিকালে একটি বক্তৃতা দেন। কুআলা-লাম্পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রে সিংহলী ধনী শ্রীযুক্ত তানালার বাড়ীতে নৈশ ভোজে যোগ দেন। পরদিন ৭ই আগষ্ট দুপুরে কুআলা-লাম্পুর ত্যাগ করিয়া কবি ইপো যাত্রা করিলেন।

ইপো

ইপোর পথে দুইটি ষ্টেশনে সেই দেশবাসীরা কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল; অভিনন্দন-পত্র পাঠ এবং মাল্য দান করা হইয়াছিল। দুইচারিজন বাঙ্গালী ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ার তাঁহাদের মধ্যেও ছিলেন। ইপো সহরের ষ্টেশনে বিরাট

জনসমাগম হইয়াছিল। পেরাকের রাজার বাটীতে কবির বাসস্থান ঠিক হয়। রাজার তরফ হইতে তাঁহার মন্ত্রী বান্দাহারা ষ্টেশনে আসিয়া কবিকে স্বাগত করেন।

৮ই আগষ্ট প্রাতে রবীন্দ্রনাথ মালাই শিক্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গমন করিয়াছিলেন। এক ইংরাজ জজ সভাপতি ছিলেন, তিনি কবির প্রশংসা করেন এবং বলেন, কবির আগমনের ফলে এ দেশে একটা 'কালচার'-এর হাওয়া বহিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। বিকালে টাউন হলে নগরবাসীদের পক্ষ হইতে কবিকে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল; এখানে চা-পান, বক্তৃতা, আলাপ-পরিচয় হয়। ৯ই তারিখে সকালে চীনাদের রাক্চয় স্কুলে কবি গমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় ইপোর টাউনহলে কবির বক্তৃতা ও কবিতা পাঠ হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন স্থানীয় প্রধান বিচারপতি, পরদিন বিকালে মালাই দেশের শিক্ষকেরা কবিকে আর তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া চীনা স্কুলের হাতায় ছবি তুলিয়াছিল। এর মধ্যে একজন বাঙ্গালী শিক্ষকও ছিলেন। তারপর চীনা চেম্বার অব কমার্স কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহার সম্মানে এক চা-পান সভার আয়োজন হয়। বহু ধনী ও মানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। চীনা ভাষায় কবির অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইয়াছিল। কবি উত্তরে ভারত ও চীনের মধ্যে যোগ সুদৃঢ় করিবার কথা বলেন।

তারপর কবি ভারতীয়দিগের সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেন।

বৃহৎ মাঠের মধ্যে সভার আয়োজন, প্রায় তিন হাজার ভারতবাসী সমবেত হইয়াছিল। সভা অন্তে তাও-বো লিও সিন্ নামে বিখ্যাত টিন খনির মালিক কবিকে নিজের গাড়ী করিয়া কতকগুলি খনি দেখাইয়া আনিয়াছিলেন।

তেলাক্-আনসন

ইপোতে কবির স্বাগতকারিণী সভার সভ্যরা ১১ই আগষ্ট প্রাতে কবিকে লইয়া ছবি তুলিলেন। ইপো সহরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে তেলাক্-আনসন সহরে কবিকে মোটরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে কবিকে অভিনন্দন গ্রহণ আর বক্তৃতা দান করিতে হয়। কবি ইপোতে রাত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদিন মোটরে তাইপিং যাত্রা করিলেন।

কুআল-কাংসার

তাইপিং যাইবার পথে কুআলা-কাংসার নগরে কবিকে অবতরণ করিতে হয়। তাইপিং পেরার রাজ্যের রাজধানী, আর কুআলা-কাংসার রাজার পৈতৃক বাসভূমি। এই রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর ইপো। কুআলা-কাংসারে চীনা স্কুল বাড়ীতে কবিকে লইয়া এক সম্বর্দ্ধনা সভা হইয়াছিল। পেরার রাজ-বংশের রাজা দি হিলির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় তামিল ভদ্রলোক জর্জ লুইস্ তিবী এবং চীনা স্কুলের অধ্যক্ষ লাউ-লাম-বোঃ কবির প্রশংসা ও গুণগান করেন। প্রত্যুত্তরে কবি কিছু বলিয়াছিলেন।

তাইপিং

সেখান হইতে মোটরযানেই কবি তাইপিং গমন করিলেন। সেখানকার টাউন হলে কবিকে যাথারীতি আড়ম্বরের সহিত অভিনন্দন দেওয়া হয়। পরে চা-পানের মজলিসে কবিকে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। এই সম্বর্দ্ধনা সভায় বৃটিশ রেসিডেণ্ট অনারেবল মিঃ এচ্ ডবলিউ টম্সন্ সভাপতি ছিলেন। ডাঃ মোহাম্মদ ঘৌস ভারতীয় ক্লাবের তরফে কবিকে স্বাগত করিলেন। পেরার রাজার বড় ডাকবাংলোতেই রাজার অতিথিরূপে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের রাখা হইয়াছিল।

তাইপিং-এর সিনেমা হলে কবি 'মানব মর্য্যাদা' (হিউম্যান ডিগ্‌নিটি) নামে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রে কবির বাসাতেই বিরাট নৈশ-ভোজের আয়োজন হয়। রাজার ছেলে 'ভুক্কু' উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত কবির আলাপ হয়, তার মধ্যে একজন বাঙ্গালী শিক্ষকও ছিলেন। আর ছিলেন শ্যামদেশের সিঙ্গোরা নগরের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সিংহলী শ্যাম-প্রবাসী কুন-ফ্রা-উডল। তিনি কবিকে শ্যাম দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, কবিও সম্মত হইলেন। তিনি দুই শত মাইল পথ মোটরে করিয়া তাইপিং-এ কবির সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

পরদিন ১৩ই আগষ্ট কবি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে পদার্পণ করেন। ডাঃ ঘৌস-ই তথায় কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা

করিলেন। পিনাংএর পথে সকল ষ্টেশনে কবির সম্বর্দ্ধনা হইত। 'পারিৎ বুন্টার' ষ্টেশনে কতকগুলি বাঙ্গালী আসিয়া কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া গেলেন।

পিনাং

পিনাং সহর একটি ছোট দ্বীপ। পূর্ব্বে পিনাং যখন ভারত সরকারের অধীন ছিল এবং আন্দামান দ্বীপে দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হয় নাই, তখন এই পিনাং-এ দ্বীপান্তর দণ্ডিত আসামীদের পাঠান হইত। সরকারী লঞ্চে করিয়া কবিকে পিনাং সহরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছিল। সহরের জেটিতে বহু লোকের সমাগম হয়। পিনাং দ্বীপের উত্তরে তাঞ্জং-বুঙা পল্লীতে সমুদ্রের ধারে উই-হং-লিম্ নামে ধনী চীনার মনোরম দোতলা বাংলোতে কবির বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। সেখানে বিরাট নৈশ ভোজে কবির সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।

১৪ই আগষ্ট বিকালে চীনাদের বড় ক্লাব হু-ইউ-সিয়াতে কবিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহার সম্মানে চা-পানের মজলিস হয়, পিনাং-এর বহু লোক যোগদান করিয়াছিল। হিয়া-জু-সিয়াং সভাপতিরূপে কবিকে মানপত্র প্রদান করেন। উত্তরে কবি চীন ও ভারতের সখ্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাবে বলিয়াছিলেন। এই ক্লাবের নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপনের মঙ্গল ইষ্টক স্থাপন কবি নিজহস্তে করিয়া আসেন।

১৫ই প্রাতে 'চুং-লিং' চীনা হাইস্কুলে ছাত্রগণ কবিকে

অভ্যর্থনা করেন। কবি তাহাদের কিছু বাণী শুনান, ছেলেদের খুবই উৎসাহ। বিকালে এম্পায়ার থিয়েটার হলে কবি ন্যাশনালিজম্ (জাতীয়তা) নামে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় পিনাং-এর রেসিডেণ্ট কাউন্সিলর অনারেবল আর্ স্কট সভাপতি ছিলেন। কবি বক্তৃতায় শক্তিশালী জাতির সাম্রাজ্য-প্রিয়তার তীব্র নিন্দা, আর জগতের শান্তির জন্য আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী-মনোভাবের আবশ্যকতা, বিশ্ব-শান্তির অভিযানে বিশ্বভারতীর অবদান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। চীনা কনসাল্ সভার পর কবির সহিত আলাপ করেন এবং বিশ্বভারতীতে চীনা ভাষা অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য সাহায্য করিতে সম্মত হন। রাত্রে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে কবির সম্মানে বিরাট নৈশ ভোজের আয়োজন হয়।

সুমাত্রা

১৯২৭ সালের ১৬ই আগষ্ট 'কুআলা' জাহাজে কবি সুমাত্রা যাত্রা করিলেন।

১৭ই সুমাত্রা দ্বীপের বেলাওয়ান বন্দরের জাহাজঘাটায় কবির জাহাজ ভিড়িল। ডাচ্ সরকারের কর্ম্মচারীবৃন্দ, তামিল, সিন্ধী, শিখ-প্রবাসী ভারতবাসীরা কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সুমাত্রার প্রধান নগর ও সরকারী কেন্দ্র মেদানা-দেলি সহরের শ্রেষ্ঠ হোটেল 'দেবূর'-এ কবি উঠিলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কবিকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন।

ডাঃ রজার্স আসিয়া কবিকে একটি বই উপহার দিয়াছিলেন। সেই রাত্রে কবি যবদ্বীপে যাইবার জাহাজে উঠিলেন, ১৮ই সিঙ্গাপুরে জাহাজ থামিল। এইখান হইতে মিঃ বাকে ও তাঁহার পত্নী কবির সঙ্গ লইলেন।

কবির সিঙ্গাপুরে পুনরায় আগমনের কথা পূর্ব্বে প্রকাশ হয় নাই। তথাপি নামাজী, সিরাজী প্রভৃতি পূর্ব্ব-পরিচিতেরা দেখা করিয়া গেলেন।

যবদ্বীপ

১৯২৭ সালের ২১শে আগষ্ট কবির জাহাজ বাতাবিয়ার বন্দরে তান্‌জোং প্রিয়ক্‌এ ভিড়িল। জাহাজঘাটে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সরকারী অধ্যক্ষ, ডাক্তার বস্‌, যবদ্বীপের অভিজাত বংশের বিদ্বান হোকাইন দ্বিজাদিনিগ্রাত, ডাঃ ইকুরাত্‌ এবং বহু সিন্ধী, পাঞ্জাবী আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করেন। চীনাদের 'চোং হোআ কে হ্বান' সভার পক্ষে কবিকে মাল্য দান করা হইয়াছিল। জাহাজঘাট হইতে কবি বাতাবিয়ার উপকণ্ঠে ভেন্‌টে-ফ্রেডন-এ, হোটেল-দা-ইণ্ডিস্‌-এ মোটরে গমন করেন। বাতাবিয়ার ইংরাজ রাজদূত কবির অনুরাগী মিঃ ক্রসবি কবিকে ভোজে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মিঃ ক্রসবি ২২শে কবিকে লইয়া গভর্ণর-জেনারেলের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাতাবিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভারতবর্ষের মতন, তাহা দেখিয়া কবির মন প্রফুল্ল হয়। তিনি যবদ্বীপের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া

একটি কবিতা রচনা করেন। তাহার উত্তরে জাভার প্রসিদ্ধ কবি জাভার ভাষায় দুইটি কবিতা রচনা করিয়া কবিকে উপহার দিয়াছিলেন। ২২শে অপরাহ্ণ হইতে অভিনন্দনের পালা আরম্ভ হয়। প্রথমে কবির অবস্থানেরই হোটেল গৃহে ভারতবাসীরা কবির সম্বর্দ্ধনা করেন। চা-পান ও ফটো তোলা হয়। বহু গণ্যমান্য ভারতীয় ও জাভা অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ হার্ডেমান কবিকে অভিনন্দিত করেন। ক্রসবি আবেগময়ী ভাষায় কবির মহিমা কীর্ত্তন করেন।

রবীন্দ্রনাথের যবদ্বীপ ভ্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল ভারত কি করিয়া যবদ্বীপকে আপনার করিয়াছিল তা চাক্ষুষ দেখিয়া আসা, যবদ্বীপের কৃষ্টিকে একটু বুঝিবার চেষ্টা করা—এই কথাই কবি অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন।

বলিদ্বীপ

২৩শে আগষ্ট বিকাল ৪টায় কবি বলিদ্বীপ যাত্রা করিলেন। ২৬শে ভোরে বলির উপকূলে বুলেলেঙ্ বন্দরে অবতীর্ণ হইলেন। সমুদ্রতীরের একটি মন্দির ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবিকে মুগ্ধ করে। সামুএল কোপ্যারব্যার্গ কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনিই বলিদ্বীপে কবির পর্য্যটনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনখানি মোটর কবির ও তাঁহার সঙ্গীদের জন্য ঠিক ছিল। মোটরগুলির মালিক একজন মহিলা, নাম পাতিমা। কবির মোটর ছুটিল পূর্ব্ব-মধ্য বলিতে বাঙলি (Bangli) পল্লীনগরের

দিকে। পথে সিংহরাজা সহরে কবি বিশ্রাম করিলেন। বলিদ্বীপের পল্লী বাংলাদেশের মতন সবুজে ঢাকা, রাস্তার ধারে বাড়ীগুলি মাটি বা কাঁচা ইটের দেয়ালে ঘেরা, খড়ের ছাউনী চাল। বাড়ীগুলি মানুষ প্রমাণ উঁচু। বলিদ্বীপের মেয়েরা অপূর্ব্ব 'সৌষ্ঠববতী', তন্বঙ্গী, গতিভঙ্গি ছন্দোময়। সুনীতিবাবু 'দ্বীপময় ভারতে' লিখিয়াছেন—"উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বা স্থানীয় রাজবাটীতে যখন গমন করে—তখন এদের ঋজু শুদ্ধ-সংযত দেহ-সুষমা, আর রাজ্ঞীর মতন গৌরব-দৃপ্ত চলন-ভঙ্গী এক অপূর্ব্ব অতি দুর্লভ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। এদেশের মেয়েরা 'কাইন' বা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য একটি রং-ই বেশী পছন্দ করে, কৃষ্ণাভনীল, আর উত্তরীয়টির রং হলদে ব্যবহার করে।" কবি বলির মেয়েদের বেশ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

'শিথিল পীতবাস
মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি-পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোণা-লিখন ঊষা আঁকিয়া দিল স্নেহে,
কটিতে ছিল নাল দুকূল, মালতী মালা মাথে
কাঁকণ দুটি ছিল দুখানি হাতে।'

বাঙলিতে পৌঁছাইয়া রাজা পুঙ্গব-এর প্রাসাদে কবি গমন করেন। সেদিনে তাঁর আত্মীয়ের আদ্য-শ্রাদ্ধ। সেই উপলক্ষে বিরাট উৎসব। এ দেশে মৃত্যুর চার পাঁচ মাস পরে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও আরো এক পক্ষ পরে শ্রাদ্ধ হয়। এই উপলক্ষে মহাসমারোহ

হইয়া থাকে। সেই উৎসব মণ্ডপে কবি উপস্থিত হইবামাত্র রাজা, এবং বলি ও লম্বক দ্বীপের ডাচ্ সরকারের রেসিডেণ্ট বা শাসনকর্তা শ্রীযুক্ত লেওনার্ডস যোহানেস করোন কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং সমবেত অতিথিবর্গ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ ও মহাপণ্ডিত বলিয়া কবির পরিচয় দিলেন। সমবেত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'মহাগুরু' আসিয়াছেন। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপে 'মহাগুরু' রূপ সম্মান পান। এখানকার অধিবাসীরা ক্রিয়া-কলাপ হিন্দু শাস্ত্রের মতন করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণদের সম্মানও খুব অধিক। বলিদ্বীপের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দীক্ষার বিশদ বিবরণ ডাঃ সুনীতিকুমার চাটার্জ্জির 'দ্বীপময় ভারতে' মুদ্রিত আছে।

মিঃ করোন বিদায় সময় বলেন—"রবীন্দ্রনাথের আগমনে বলিদ্বীপবাসীদের এই মনোহর সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হবে।" কিন্তু ভারতের হিন্দুরা এ বিষয় কিছুমাত্র মন দেন না। বাঙ্গালীরা সুদূর ইয়োরোপ আমেরিকায় যান, ঘরের নিকট সম-সংস্কৃতির দেশে গমন করেন না।

উৎসবক্ষেত্রে কারাঙ-আসেমের রাজা আসিয়াছিলেন, তিনি কবিকে নিজের বৃহৎ মোটরকার করিয়া তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ীর পুরোভাগে সোণার গরুড় মূর্ত্তি বসান আছে। রাজা কারাঙ-আসেমের প্রাসাদের সভাকক্ষে নানা ছবি আছে, তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবি সুনীতিবাবুর

নজরে পড়ে। এই রাজবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে বলিদ্বীপের বিখ্যাত নাচ ও অভিনয় দেখান হইল। ছোট একটি নাটক নাচে ও গানে অভিনীত হইল—মহাভারতের শল্য-সত্যবতী উপাখ্যান। এই অভিনয়ের নাম 'লুণ্টুক'। কয়েকজন 'পোদণ্ড'র সাহায্যে (মাতব্বর পূজারি ব্রাহ্মণ) রাজা কবিকে কতকগুলি পুঁথি দেখাইলেন। রাজা, রাণীদের হস্তে প্রস্তুত বস্ত্র ও নানা প্রকার পুস্তক কবি ও সঙ্গীদের উপহার দিয়াছিলেন। রাজ-উপহৃত বস্ত্র গায়ে দিয়া কবি রাজার পার্শ্বে বসিয়া ফটো তুলিলেন।

৩০শে আগষ্ট কারাঙ-আসেম হইতে কবি বাহির হইলেন, দুপুরে ক্লুঙ-কুঙ পৌঁছাইলেন। কবি তাম্পাক-সেরিঙ পাহাড়ে শান্তি আবাসে বিশ্রাম করেন। ৩১শে গিয়াঞারের রিজেণ্ট ও রাজার আমন্ত্রণে কবি তাঁহার প্রাসাদে গমন করিলেন। প্রাসাদটি সাবেক বলিদ্বীপের স্থাপত্যের নিদর্শন। কবির সহিত অনেক 'পোদণ্ড' রাজার নির্দ্দেশে আসিয়া দেখা করিল। ব্রাহ্মণ হইয়া গায়ত্রী জানে না—কবির আদেশে সুনীতিবাবু তাঁহাদের গায়ত্রী মন্ত্রের মহিমা বুঝাইয়া দিলেন, অবশ্য দোভাষীর সাহায্যে। সন্ধ্যায় রাজা কবিকে দেখাইবার জন্য তোপেঙ্ (মুখোস-পরা অভিনয়) ও বলিদ্বীপের যাত্রা-গানের ব্যবস্থা করেন। খুব লোকের ভিড় হয় যেন এক উৎসব রাত্রি। কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজা বলিলেন—"বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা এক বংশের ; ভারতের সঙ্গে

এই সংযোগ তাদের কাছে গৌরবের বস্তু, কবির আগমনে এই গৌরববোধ বলিদ্বীপের প্রতিটি লোকের মধ্যে যেন প্রসার লাভ করে।" কবি উত্তরে তাঁহার বলিদ্বীপের উপর লিখিত কবিতার ভাব ব্যাখ্যা করিলেন। তারপরে 'লেগোঙ' নৃত্য (দুই জনে মিলিয়া নাচ) দেখান হইল।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, কবি দক্ষিণ বলির প্রধান নগর বাতুঙ্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাতুঙ্ ও উবুদ-এ কবি কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে চিত্রকর সায়র্স্, আমেরিকাবাসী রুসভেল্ট, আর একজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ার কবির সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। রুসভেল্ট বলিদ্বীপকে একেবারে প্যারাডাইজ (স্বর্গ) বলিয়া প্রশংসা করিলেন। কবি বলিলেন—"স্বর্গ তো বটে, কিন্তু বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে নানা অভাব আর অসন্তোষও তো আস্‌ছে,—এইবার ঐ স্বর্গের উদ্যানের দিকে নানা দুঃখ আর অশান্তির বিষ নিয়ে শয়তান রূপ সর্প আস্তে আস্তে ঢুকবে।"

উবুদে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান, শোভাযাত্রা, সাদাকাপড়ে জড়ান শবদেহ, চিতাগৃহ দেখিয়া কবি বিস্মিত হন। কত অর্থ-ব্যয়, কত সমারোহ বলিদ্বীপের অধিবাসীরা এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারে করে। ৫ই বাতুঙ থেকে রওনা হইয়া মোটরে কত শ্যামল ক্ষেত্র, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী পার হইয়া মুণ্ডুক্ শহরে আসিয়া সেখানে ৭ই পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ৮ই বৃহস্পতির বারবেলার

আগেই বুলেলেঙ্ হইতে জাহাজে চাপিয়া কবি যবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। বলি-লম্বক দ্বীপের রেসিডেন্ট মিঃ করোণ কবিকে জাহাজে উঠাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। জাহাজ বলির অসীম সৌন্দর্য্য, নীল পাহাড়, নীল জলরাশি পশ্চাতে ফেলিয়া চলিল।

যবদ্বীপ-সুরাবায়া

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ কবির জাহাজ সুরাবায়ার বন্দরে লাগিল। জেটিতে কবিকে স্বাগত করিবার জন্য খুব ভিড় হইয়াছিল। শুরকর্ত্ত নগরে মঙ্কুনগরো উপাধিযুক্ত রাজার বাড়ীতে কবি কয়েকদিন ছিলেন। মহাভারতের নরনারীরা ছায়া অভিনয়ের ভাবমূর্ত্তিতে এদেশে কেমন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার বর্ণনা কবি, মঙ্কুনগরো রাজার বাড়ির অলিন্দে বসিয়া ১৭ই একটি পত্র লিখিয়া করিয়াছেন। ৯ই বিকেল পাঁচটার সময় প্রবাসী ভারতীয়গণ কবির সম্বর্দ্ধনা করেন। সুরাবায়ার রেসিডেন্ট, ও ব্রিটিশ ভাইস-কন্সাল উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঝাম্ব অভিনন্দন প্রশস্তি পাঠ করেন এবং বিশ্বভারতীর জন্য হাজার এক টাকার তোড়া কবিকে উপহার দেন। ১০ই শ্রীযুক্ত লোকুমল নামে ধনী সিন্ধী বণিক কবিকে তাঁহার দোকানে লইয়া সম্বর্দ্ধনা করেন। ফটো তোলা, চা-পান হয়। সওয়া শ গিল্ডার ও যবদ্বীপের সুশ্রী 'বাতিক্' কাপড় কবিকে উপহার দেন। ১১ই, ডচ্ ডাঃ ক্লাফরভাইডন্ কবির সহিত সাক্ষাৎ

করেন। সেকালের এক কাঠের সিন্দুকে করিয়া অনেকগুলি 'ওয়াইয়াং' বা ছায়া-নাট্যে ব্যবহৃত চামড়ায় কাটা খুব রঙচঙে সোনালী কাজ করা মূর্ত্তি কবিকে উপহার দেন। এই দিন রাত্রে ডচ্‌দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা সভাতে (কুন্‌স্ট্‌ক্রিং-এ) কবি 'হোয়াট্‌ ইজ আর্ট' নামে শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সম্পাদক কবিকে স্বাগত করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শুরকর্ত্ত আর তার দক্ষিণে যোগ্যকর্ত্ত—ইহার মধ্যে যবদ্বীপেই হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশের চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

শুরকর্ত্ত

গুবেঙ্‌ ষ্টেশনে রেলে চড়িয়া শুরকর্ত্ততে কবি পৌঁছাইলেন। ডচ্‌ প্রত্নতাত্ত্বিক কোপ্যারব্যার্গ কবির পথপরিদর্শক হইলেন। যবদ্বীপের পণ্ডিত ডাঃ রাজিমান ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। শুরকর্ত্তর প্রধান রাজা সুসুহুনান্‌ মুসলমান, আর অন্য একটি রাজা আছেন মঙ্কুনগরো। মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে কবি অবস্থান করেন। ডাচ্‌ সরকারের প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট খুব খাতির করিয়া তাঁহার আবাসে কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন, চা ও কফি পানের মজলিসও ছিল। সন্ধ্যায় মঙ্কুনগরোর প্রাসাদে কবিকে রাজবাড়ীর মেয়েদের নাচ দেখান হইল। ১৩ই সেপ্টেম্বর রাণী 'রাতু তিমর' মনোহর ব্যবহার ও মিষ্টি হাসি দিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। সুলতান সুসুহুনান্‌ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং 'বেডয়ো' নৃত্য দেখান। ১৪ই রাত্রে

কবির সম্মানে বিরাট ভোজ ও 'ছায়া' নাচ রাজা মঙ্কুনগরো দিয়াছিলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিল।

শুরকর্ত্ত শহরে একটি নূতন সাঁকো ও রাস্তা উন্মুক্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয়—সে বিষয় কবি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এক পত্রে লিখিয়াছেন "সাঁকোর সামনে রাস্তা আটকে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগল ভাল, মনে হ'ল পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েছে।"

প্রাম্বানান্

১৭ই ডাঃ ফান্ ষ্টাইন কালেনফেল্স্ কবিকে প্রাম্বানান্ ও বর-বুদুর দেখাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর যোগ্যকর্ত্তর উদ্দেশে কবি সদলবলে যাত্রা করিলেন। পথে মোটর হইতে নামিয়া প্রাম্বানান্-এর মন্দিরগুলি দেখিলেন।

প্রাম্বানান্ যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতার এক চরম সৃষ্টি, হিন্দুর পক্ষে তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত স্থান। কবি ১৯শে সেপ্টেম্বর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আছে—"কাল রাত্রে পথে আস্‌তে পেরাম্বার বলে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো মন্দিরের ভগ্নস্তূপ পরিকীর্ণ। শিব মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা

এখানকার মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। ** এখানে রামায়ণ মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্ততঃ সংস্কৃত মহাকাব্যে ও বাংলাদেশে অপ্রচলিত।" প্রাম্বানানে তিনটি মন্দির আছে, মাঝেরটি বিরাট আকারের, এইটি শিবমন্দির। উত্তরেরটি বিষ্ণুর, আর দক্ষিণেরটি ব্রহ্মার।

যোগ্যকর্ত্ত

সেখানকার রাজা পাকু-আলাম, তাঁহারই প্রাসাদে সপারিষদ্ রবীন্দ্রনাথ অতিথি হইয়াছিলেন। পাকু-আলাম-এর কন্যা 'কুসুম-বর্দ্ধনী' কবিকে বরণ করিয়া অভ্যর্থনা করেন। এই বংশের সকলেরই প্রাচীন যবদ্বীপের সংস্কৃত ভাষার প্রতি বেশী অনুরাগ আছে। যোগ্যাকর্ত্তর প্রধান ব্যক্তি হলেন এখানকার সুলতান। তাঁহার বাটীতে সেইদিন রবীন্দ্রনাথের নাচ দেখিবার নিমন্ত্রণ ছিল। এই নাচ দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন—"এমন অনিন্দ্য সম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না।" ২১শে 'তামান শিশ্ব' বিদ্যালয় দেখিতে কবি গিয়াছিলেন। ২০শে রেজিঙ্ক-দম্পতী তাঁহাদের বাড়ীতে কবিকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদের সংগৃহীত ইন্দোনেশীয়ার বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন শিল্প-দ্রব্য দেখাইয়াছিলেন।

বর-বুদুর স্তূপ

২২শে কবি বর-বুদুরের বিখ্যাত বিরাট বৌদ্ধ স্তূপটি পরিদর্শন করেন। বর-বুদুর স্তূপ পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য অতুলনীয়। চৈত্য-বিহার আর তাহার ভাস্কর্য্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি কবি সেই চৈত্যের বিরাট স্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই ভাবাবেশে কবি বর-বুদুরের উপর এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন —
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থ দ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌন তটে সে বাণী রয়েছে চির স্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অজেয় প্রেমের মন্ত্র—"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

বোর-বুদুর, যবদ্বীপ — **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
৬ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

বর-বুদুরের বিরাট শিল্প-নিকেতনের সৌন্দর্য্যসম্ভারের মধ্যে কবি প্রাচীন ভারতের জীবন্ত প্রাণের স্পন্দন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ডাঃ বস্ স্তূপের সমস্ত শিল্প-ঐশ্বর্য্য কবিকে দেখান এবং তাহার পরিকল্পনা বুঝাইয়া দেন। সমস্ত দিন ও রাত্র বর-বুদুর পাদতলের ডাক্‌বাঙ্গলোতে কবি অবস্থান করেন।

বিশ্বের অমূল্য মিলন-পথ ও শিল্প-ঐশ্বর্য্যের স্রষ্টাদের এবং তাঁহাদের আরাধ্য বুদ্ধের ধ্যানে কবি মগ্ন থাকেন।

২৩শে যোগ্যকর্ত্তাতে কবি প্রত্যাগমন করেন। সেইদিন রাত্রে কবির সম্মানের জন্য পাকু-আলাম এক মহান রাত্র-ভোজের আয়োজন করেন। তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া খাওয়া ও বক্তৃতা চলিয়াছিল। ২৪শে যোগ্যকর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া ট্রেনে কবি বাণ্ডুঙ যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে বহু লোক কবিকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন।

সহরটি ৫০০০ফুট উচ্চ পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। কবি ইহার প্রশংসা করিয়া পুত্রবধূকে ১৬শে ভাগো, বাণ্ডুঙ, যবদ্বীপ হইতে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। ২৫শে কবি স্থানীয় কুনষ্টক্রীং-এর আহ্বানে, কঙ্কোডিয়া সভার সুন্দর দালানে 'শিল্প কি' ? বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। লেম্বাঙ পল্লীতে থিওসফিস্‌টদের বড় কেন্দ্র ও বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে কবি গিয়াছিলেন। ২৭শে কবি সিন্ধী বণিক্‌শ্রেষ্ঠ তেজুমলের বাটীতে মধ্যাহ্ন-ভোজন করেন। সেইদিন অপরাহ্নে বাতাবিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি বাণ্ডুঙ্‌-এ মিঃ দেমন্ট ও তাঁহার সুন্দরী ওলন্দাজ স্ত্রীর অতিথি হইয়াছিলেন। ২৯শে সকালে ডাঃ বস্‌ কবিকে বাতাবিয়ার মিউজিয়াম দেখাইলেন।

রাত্রে কুনষ্টক্রীং-এ কবি ইংরাজিতে ও বাঙলায় কবিতা পাঠ করেন। কবির মুখে বাঙলা ভাষার মধুর ঝঙ্কার শুনিয়া শ্রোতারা ভারী আনন্দিত হইয়াছিল।

৩০শে কবি সকালবেলা বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে যবদ্বীপ হইতে বিদায় লইয়া 'মাইয়র' জাহাজে শ্যাম দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

শ্যাম

শ্যামরাজ্য এক সময় একটি বড় রাজ্য ছিল। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অনেক অংশ এখন ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শ্যাম ইংরেজীতে থাইল্যাণ্ড নামে পরিচিত। প্রাচীন কাল হইতে শ্যামরাজ্য ভারতীয় ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত। কয়েক শতাব্দী শ্যামরাজ্যের রাজধর্ম্ম হিন্দু ছিল। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম হয়। এখনও শ্যামরাজ্যের অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম্ম বৌদ্ধ; শ্যামী ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত ও অন্য অন্য ভারতীয় ভাষার শব্দের অস্তিত্ব থাকায় হিন্দু সভ্যতার প্রসারের ও প্রভাবের প্রমাণ করে। সোমনাথ পত্তনে ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সংস্কৃতি পরিষদের এদিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

শ্যাম রাজ-সরকার এবং সে দেশের ভারতবাসীরা কবিকে শ্যামরাজ্য পরিদর্শন করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ পাঠান। কবি শ্যামদেশে যাইতে সম্মত হন। যখন রবীন্দ্রনাথ জাভা হইতে পিনাং-এ প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন শ্যাম যাইবার ব্যবস্থা হয়। মিঃ আরিয়াম পূর্ব্বেই তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেন কর মহাশয়গণকে সঙ্গে লইয়া রবীন্দ্রনাথ পিনাং হইতে

রেল গাড়ীতে করিয়া বিজয়া দশমীর পর শ্যাম যাত্রা করেন। এখানে সুনীতি বাবুর প্রদত্ত স্মারকলিপি হইতে কবির শ্যাম ভ্রমণের বিবরণ লিখিত হইল :—

"৭ই অক্টোবর, শুক্রবার কবি পিনাং দ্বীপ হইতে 'প্রাই' রেল ষ্টেশনে আসিয়া শ্যাম যাইবার ট্রেণে উঠিলেন। ষ্টেশনে চীনা, মালয়বাসী, ভারতবাসী বহু বিশিষ্ট নরনারী কবিকে প্রত্যুদ্গমন করিতে উপস্থিত হন। শ্যামের পথে যখন গাড়ী অলোরষ্টার ষ্টেশনে থামিল বহুলোক ষ্টেশনে আসিয়া কবিকে দর্শন করিল। মাদ্রাজী ধনী বণিক্-সম্প্রদায়ের চেট্টিরা, বিশ্ব-ভারতীর জন্য তিন শত ডলার উপঢৌকন দিয়াছিল। শ্যাম রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত পাডাং-বেসার (Padang Besar) ষ্টেশনে যখন কবির ট্রেন উপস্থিত হইল তখন শ্যাম ষ্টেট রেলের প্রধান কর্ত্তারা আসিয়া কবিকে অভিনন্দিত করিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণের জন্য বিশেষ আরামদায়ক গাড়ী (সেলুন) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সমস্তদিন এবং রাত্রিতেও প্রধান প্রধান ষ্টেশনে কবিকে অভিনন্দন করিবার জন্য বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

৮ই অক্টোবর প্রাতে শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ নগরের প্রধান ষ্টেশনে কবির ট্রেণ উপস্থিত হইল। ষ্টেশনে বহুলোকের ভিড় হইয়াছিল। শ্যামরাজ্যের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী ফ্রা-রাজধর্ম্ম-নিদেশ মহাশয়ের উপর কবির শ্যাম ভ্রমণ-পরি-দর্শকের কাজ শ্যাম রাজ-সরকার অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কবি ও সঙ্গীদের পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত 'ফিয়া-থাই-প্যালেস্'

হোটেলে লইয়া গেলেন। এই সৌধ পূর্ব্বে রাজার প্রাসাদ ছিল। বর্ত্তমানে শ্যাম রাজার অতিথিদের এই স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় এক বাঙ্গালী মুসলমান ওয়াহেদ আলী কবির সঙ্গে দেখা করেন এবং নানা বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৯ই প্রাতে শিক্ষা-মন্ত্রী প্রিন্স্ ধনীর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। শ্যামদেশের শিক্ষা-পদ্ধতি ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কবির অন্তরঙ্গ ভাবে আলোচনা হয়।

বিজয়া দশমীর বিজয় উৎসবের ব্যবস্থা এখানে হাজার হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে সামরিক অশ্বারোহী পদাতিক ও যান্ত্রিক সৈন্যসমাবেশ ও কুচকাওয়াজ হইয়া থাকে। সেই অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য কবিকে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। সকলে 'ভূষিত হলে' গিয়াছিলেন, সেখানে শ্যামদেশের রাজা শ্রীশ্রীপ্রজাধিপক সপ্তম রাম উপস্থিত ছিলেন। সৈন্যদের বীরদর্পে সমর অভিযান প্রদর্শনী দেখিয়া কবি পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্নে শ্যাম দেশের বৌদ্ধধর্ম্মের আচার্য্য-প্রধানের সহিত কবি সুবৃহৎ রাজ-পবিত্র ওয়াট্ (মন্দির)-এতে সাক্ষাৎ করেন। এই বৌদ্ধাচার্য্য যেমন জ্ঞানী তেমনই বিনয়ের অবতার। তাঁহার সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয় কবি আলোচনা করেন। সেই স্থানটি অতি মনোরম ও শান্তিময়। তখন শ্যামরাজার বিমাতার মৃত্যু

হইয়াছিল—এবং তাঁহার শব তখন আধারে সুরক্ষিত রহিয়াছে। শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় মাস সময় প্রয়োজন। সেই সময় শ্যাম রাজ-সরকার অশৌচ অবস্থায় থাকে এবং কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হয় না। সেই জন্য কবিকে শ্যামদেশের নৃত্যাদি কলা-কৌশল দেখাইবার কোনো ব্যবস্থা সরকার করিতে পারে নাই।

১০ই অক্টোবর প্রাতে নগরস্বর্গের যুবরাজ—যিনি শ্যামরাজ্যের স্থলযুদ্ধ ও নৌবহরের মন্ত্রী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কবি গমন করেন। তিনি কবিকে আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করেন। তারপর আধুনিক শ্যামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রাজা চূড়ালঙ্করণ পঞ্চম রাম-এর অশ্বোপরি অধিষ্ঠিত ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির পাদপীঠে কবি যথারীতি পুষ্পমাল্য স্থাপন করিয়া আসেন। এই দিনই রাজার বিমাতার শবাধারের উপর কবি পুষ্পমাল্য অর্ঘ্য প্রদান করিতে গমন করেন। তখন রাজবংশের বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া কবিকে সমাদর করিয়াছিলেন। তৎপরে পুরান রাজপ্রাসাদ ও সংগ্রহালয় (মিউজিয়াম) দেখিবার ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক কবির সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্যামের প্রবীণ রাজকুমার দামরঙ্গ-রাজানুভাব (Prince Damrong Rajanubhab) একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক; তিনি সন্ধ্যায় কবিকে তাঁহার বাটীতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজকুমার ভানু-বংসীর (Bhanu Rangsi)

সহিতও কবির আলাপ ও আলোচনা হইয়াছিল। অনেক ভারতীয় নর-নারী কবির আবাসে আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া যায়।

১১ই সকালের দিকে কবির শরীর অসুস্থ থাকায় কোনো স্থানে বাহির না হইয়া বিশ্রাম করেন। অপরাহ্নে কবি পালি ভাষায় সুপণ্ডিত পরম জ্ঞানী প্রিন্স চান্তানবুন-এর সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। প্রবীণ রাজকুমার বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণ রবীন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া পরম আনন্দিত হন। বিশ্বভারতীর জন্য শ্যামী অক্ষরে মুদ্রিত এক প্রস্থ পালি 'ত্রিপিটক' উপহার দিয়াছিলেন।

শ্যামদেশের কোনো রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য শ্যামদেশীয় ত্রিপিটক মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়।

অপরাহ্নে শ্যাম-প্রবাসী ভারতবাসীরা কবির সম্বর্দ্ধনার জন্য উদ্যান সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কক সহরের প্রায় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হইয়া কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। রাত্রে পররাষ্ট্রসচিব মহাশয়ের বাটীতে কবির সম্মানে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হয়। বহু ধনী ও মানী ইংরাজ, এবং শ্যামরাজ্যের পদস্থ কর্ম্মচারিগণ ভোজে যোগ দিয়াছিলেন। কবির সহিত আলাপ করিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১২ই, বুধবার, উদয়াস্ত কবি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। নানা ব্যক্তির সহিত কবিকে দেখা করিতে হয়। রাজধানীর বিখ্যাত

বজ্রায়ুধ বিদ্যালয়ে কবিকে যাইতে হয়। সেখানে বহু শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। কবিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হয়। তাঁহাকে প্রধান ধর্ম্মযাজকের বসিবার আসন 'ধর্ম্মাসনে' বসান হয়। কবি ছাত্রদের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীর কথা বলেন। পঞ্চম-পবিত্র (Bencham Bopitra) নামে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড বৌদ্ধ বিহার কবি পরিদর্শন করেন। সান্ধ্য ভ্রমণের সময় কোজাগরী পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত 'মেনন' নদীর শোভা দেখিয়া কবি পুলকিত হন।"

রাত্রিতে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আলোক-চিত্র সাহায্যে ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতে বহু শ্যাম দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি এবং বিদেশীয় উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বভারতীর সহায়তার কথাও বক্তা উল্লেখ করেন।

১৩ই, বৃহস্পতিবার, প্রাতে প্রিন্স নরেশ্বরের সহিত কবি সাক্ষাৎ করেন। ভারতের ও শ্যামদেশের সভ্যতা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, কলার মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহারই আলোচনা হয়। শ্যামদেশবাসীরা ভারতবাসীদের পরম আত্মীয় বলিয়া কবি দাবী করেন। তৎপরে কবির সঙ্গিগণ শ্যামদেশের প্রধান হিন্দুদের মন্দির (Bot Phram) ব্রাহ্মণদের মন্দিরটি দেখিবার জন্য গমন করেন। কবি যাইতে পারেন নাই।

মধ্যাহ্নে শ্যামদেশের বর্ত্তমানের প্রধান রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'চূড়ালঙ্করণ বিশ্ববিদ্যালয়' গৃহে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য

বিরাট মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন হইয়াছিল। বহু শ্যামী ও বিদেশী পণ্ডিত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সকল অনুষ্ঠানেই কবির সহিত কবির সহযাত্রীদেরও সমান ভাবেই আদর আপ্যায়ন করা হইত। ভোজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরাট সভায় কবি বিশ্বভারতীর শিক্ষার আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া শ্যামের তরুণ-তরুণীরা যেমন মুগ্ধ হইয়াছিল তেমনই কবির প্রতি পরম শ্রদ্ধান্বিত হয়।

অপরাহ্নে স্থানীয় চীন দেশবাসীরা কবিকে তাঁহাদের এক বিরাট সভায় লইয়া যান। তাঁহারা সেখানে চৈনিক প্রথায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

এক রাজপুত্রের প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে অতি সমারোহের সহিত ভোজ হইয়াছিল। রাজপুত্র ও কবি এক সঙ্গে ভোজন করেন। নানা রকমের সুস্বাদু ও সুপেয় আহার্য্য পরিবেশিত হয়। তাহার মধ্যে কয়েক রকম খাদ্যের স্বাদ ভারতীয় আহার্য্য দ্রব্যেরই মতন। সুনীতি বাবু ভোজন করিয়া এক খাদ্যে উত্তর ভারতের 'কোর্ম্মা'রই মতন স্বাদ পান।

একদিন রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাজপ্রাসাদে অতি সমারোহের সহিত কবির অভ্যর্থনা হইয়াছিল। শ্যামের মহামান্য রাজা প্রজাধিপক সপ্তম রাম কবিকে অতি শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দিত করেন। খাসমহলে রাজপরিবারস্থ মজলিসে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রথমে আপ্যায়ন করা হয়। সেখানে কেবল

রাজপুত্র ও রাজ-আত্মীয়েরাই উপস্থিত ছিলেন। কবি গরদের ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া রাজ-দর্শনে গমন করেন। জরিপাড় সাদা বারাণসী জোড়ের একখানি চাদর কবির সুঠাম দেহের কান্তি বৃদ্ধি করে। এই চাদরটি সুনীতি বাবু কবিকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। শুভ্র শ্মশ্রুগুচ্ছ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র দেহ, শুভ্র চন্দ্রালোকে ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় সৌম্য কান্তি কবি ধারণ করিয়াছিলেন। দর্শন মাত্রেই দর্শকের মস্তক শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়ে। কবির সঙ্গীরাও অপূর্ব্ব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছিলেন। তখন রাজবিমাতার মৃত্যুতে রাজকীয় সমস্ত পরিজন কালো লুঙ্গী ও সাদা পিরাণ পরিত। তাহাদের শোকে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য সুনীতি বাবু, সুরেন্দ্র কর মহাশয়, ও শ্রীযুক্ত আরিয়াম, সকলে কালো রেশমের ধুতি পরিয়াছিলেন এবং তাহার উপর সাদা রেশমের জামা ও গলায় সাদা চাদর দিয়াছিলেন। নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা রাজ-পরিবারের লোকেরা কবিকে সাদরে বরণ করেন। রাজা স্বয়ং কবিকে পার্শ্বে বসাইয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে একটি বড় দালানে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই হলটি খাসমহলের অন্তর্গত, এখানে রাজা নিতান্ত অন্তরঙ্গ বা অতি বিশিষ্ট অতিথি ব্যতীত কাহারও সহিত আলাপ করেন না। রাজা প্রথমেই কবিকে অভিনন্দন করেন। পরে কবি রাজাকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্যাম দেশের সৌন্দর্য্য ও সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হইয়া এই দিবস

যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন সেইটি কবি রাজাকে উপঢৌকন দেন। সেই বাংলা কবিতাটি তিনি যখন পাঠ করেন তখন সভাকক্ষ একেবারে নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল : এক অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। কবিতার শেষ পদে কবি শ্যামের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন ;—

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীনকীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতি কুয়াশা
ভক্তির বিজয়-স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।

যেমন দরদ তেমনি শ্রদ্ধা কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বাঙলা কবিতাটি পাঠ করিবার পর ইংরাজি অনুবাদটি পাঠ করিয়া সকল শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন।

পাঠের পর কবি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন—এই প্রসঙ্গে কবি শিক্ষায় প্রকৃতির অবদান, মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তার রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সভায় আট দশজন বিদেশীয় বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অধিক রাত্রে অনুষ্ঠান শেষ হইল। সকলে সসম্ভ্রমে কবিকে বিদায় দিলেন। এই অনুষ্ঠানের বিবরণ সকল সংবাদপত্রে আকর্ষণীয় করিয়া প্রকাশিত হয়। বেলা ১০টার সময় দেবশ্রী ইন্দ্র বৌদ্ধ বিহারের প্রধান আচার্য্যের সহিত কবি দেখা করিতে গিয়াছিলেন। শ্যামের প্রধান

বৌদ্ধাচার্য্য ও ভারতের ঋষি কবি, মানবের পরম কল্যাণের নানা পন্থা আলোচনা বহুক্ষণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধাচার্য্যটি যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত তেমনই স্নেহশীল। ভারতে প্রাচীন যুগের এক রাজপুত্র—গৌতম—সকল ঐশ্বর্য্য, মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া মানব কল্যাণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আজ আড়াই হাজার বৎসর পরে সেই আদর্শেরই অনুপ্রেরণাতেই এই বাস্তব সভ্যতার যুগেও একটি শ্যাম দেশের রাজকুমার ইউরোপে শিক্ষালাভ করিয়াও সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য ও মায়া ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছেন। তিনিও কবি এবং তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকায় মিউজিয়মে কবি বক্তৃতা দেন। সেখানে বহু ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যায় জার্ম্মাণ রাজদূত নিজ আবাসে কবি ও তাঁহার সঙ্গীদের অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণটি একজন সুপণ্ডিত, তিনি মিউনিকে যখন অধ্যাপক ছিলেন তখন কবির সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার রুষদেশীয়া স্ত্রী কবিকে অতিশয় সমাদর করিয়াছিলেন। এই ভোজে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন। কবি আহারাদির পর কয়েকটি বাংলা ও ইংরাজী কবিতা পাঠ করেন। এত বয়সেও কবির কণ্ঠস্বরের শক্তি এবং সুমিষ্ট উচ্চারণ শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

১৫ই শনিবার কবি ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণকে প্রাচীন রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে (Authiya) শ্যাম সরকার লইয়া গিয়াছিল, অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি কবিকে সাদর সম্ভাষণ করেন এবং স্বয়ং সমস্ত নগরটি ও তাহার সমস্ত ধ্বংসস্তূপ দেখান। তৎপরে রাজকীয় বাষ্পীয় জলযানে (ষ্টিম লঞ্চে) মেনাম্ নদীতে ভ্রমণ করিবার জন্য কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। মেনাম্ নদীতে বাচ্ খেলা হইতেছিল, বাচ খেলা দেখিয়া, বালী-উত্তরপাড়ার বাচ খেলার দৃশ্য মনে পড়ায় কবি অতিশয় আনন্দ পান।

তৎপরে বিখ্যাত ব্যাং-পাই-ভু রাজপ্রাসাদ দেখিবার জন্য কবি গিয়াছিলেন। তাহার পরে ভারত-প্রবাসী হিন্দুদের বিষ্ণু-মন্দিরে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা হয়। সেখানে ভোজপুরী জাতির দারোয়ান শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত হইয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে। তাহারা সেই সভাতেই দুই একটি করিয়া টাকা চাঁদা তুলিয়া এক শত 'টিকাল' কবির করকমলে অর্পণ করেন। তাঁহাদের সরলতা ও ভক্তি দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৬ই অক্টোবর শ্যামদেশ ভ্রমণের পালা শেষ করিয়া শ্যাম-দেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককক্ হইতে কবি ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইনটার-ন্যাশনাল রেলে চাপিয়া কবি যখন পেনাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন রেলে বসিয়া শ্যামের

দিকে চাহিয়া ১৩৩৪, ৩০শে আশ্বিন, মর্ম্মস্পর্শী একটি বিদায়-বাণী রচিয়াছিলেন। কবি গাহিলেন—

"কোন সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যান
চিহ্নিত করেছে তব নামে,
হে সিয়াম
বহু পূর্ব্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্ত্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভাবিয়াছি ক্ষণিকের পথিক অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।"

পিনাং-এ একদিন থাকিয়া কবি ১৭ই অক্টোবর আওয়া-মারু জাহাজে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে রেঙ্গুণে অবতরণ করেন। ২২শে তারিখে রেঙ্গুণবাসীরা তাঁহাকে সম্বৰ্দ্ধনা করে। 'প্রবাসী' সম্পাদকের কন্যা সীতা দেবী তখন রেঙ্গুণে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত অনেক বাঙ্গালী মেয়ে আসিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া যান।

২৭শে অক্টোবর কবি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কবির এই ভ্রমণে বৃহত্তর ভারতের পরিচয় পাই ও ভারতের সহিত নিকট সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। আবার বলি—রবীন্দ্রনাথ এমনই ভাবে বাঙ্গালীর প্রভাব বিশ্বে স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন। এখন স্বাধীন ভারতবাসীর ধর্ম্ম তাঁহারই বাণী বিশ্বে পরিবেশন করিয়া ভারতের ও বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা।

লঙ্কা দ্বীপে রবীন্দ্রনাথ

পর বৎসর কবি মে মাসে লঙ্কা দ্বীপে গমন করেন। পথে কয়েকদিন আডিয়ারের শান্তিকুঞ্জে, এ্যানী বেশেণ্টের অতিথি হইয়া কবি বিশ্রাম করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিচারীতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ধনূষ্কোটী হইতে জাহাজে কলম্বো গিয়াছিলেন। সিংহলে নগরে নগরে, মাঠে মাঠে সর্ব্বত্রই তাঁহার বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

কবি যখন প্রাম্বানানের প্রণালীর উপর সেতু দিয়া রেলে করিয়া সাগর পার হন, তখন তিনি আদি কবি বাল্মীকির দূর-দৃষ্টি—রামচন্দ্রের সমুদ্র শাসন কথা স্মরণ করিয়া পরম গর্ব্ব অনুভব করেন। সোনার লঙ্কার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, চির-বসন্ত-প্রায় জলবায়ু, শ্যামল বীথি, অপর্য্যাপ্ত নারিকেল কুঞ্জ, ভারত মহাসাগরের তরঙ্গ নৃত্য, কলম্বোর সুদৃশ্য হর্ম্ম্যশ্রেণী তাঁহার চিত্তে পরম প্রীতি প্রদান করিয়াছিল।

অনুরাধাপুরের "বোধি বৃক্ষ" ও ডগবা, তাঁহার চিত্তে ভারতের সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও রাজপুত্রী ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রার সিংহলে আগমন স্মরণ করাইয়া দেয়। পালানওয়ালার বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি, ক্যাণ্ডীর 'বুদ্ধদন্ত বিহার', সিগ্রীর

প্রাচীর চিত্র, ক্যাণ্ডীর নৃত্যশিল্পীগণ কবির মনে সন্তোষ
তাঁহার কল্পনালোক উদ্ভাসিত করে। সিংহলবাসীদের মধ্যে
বঙ্গদেশ-প্রীতি, আত্মীয়তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন।
আমিও স্বয়ং এই সুন্দর সিংহল ও কলম্বোর ঐশ্বর্য্য ১৯৫৫
সালের মার্চ মাসে উপস্থিত থাকিয়া ও দেখিয়া মুগ্ধ হই।

দশমবার বিদেশ যাত্রা

ক্যানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ তাহাদের ত্রৈবার্ষিক আন্তর্জ্জাতীয় শিক্ষা মহাসম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড আরউইন মহোদয়ের নিকট আমন্ত্রণ পাঠান এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রতিনিধি রূপে পাঠাইবার অনুরোধ করেন। লর্ড আরউইনও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে ক্যানাডায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কবি ক্যানাডা যাইতে সম্মত হন। ভারত সরকার শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ মহাশয়কে কবির সচিবরূপে ক্যানাডার শিক্ষা সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য যাইবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ মহাশয়েরই প্রদত্ত বিবরণ হইতে ক্যানাডা ভ্রমণের কথা লিখিত হইল।

১৯২৯ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে কবি মিঃ বয়েড টাকার, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তর পুত্র) সঙ্গে লইয়া বোম্বাই হইতে নালদেরা জাহাজে ক্যানাডাভিমুখে যাত্রা করেন। বোম্বাইতে কবি শ্রীযুক্ত আম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের অতিথিরূপে তাজমহল হোটেলে অবস্থান করিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িয়া কলম্বোর বন্দরে ৪ঠা মার্চ্চ

জাহাজ ভিড়িল। সেখানে কলম্বোর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জাহাজে আসিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া যান। কলম্বো হারবারের নৈশদৃশ্য, 'গল্‌ফেস্' বিলাস ভ্রমণ স্থান ও 'গলফেস্ হোটেলে'র হর্ম্ম্য কবির চিত্তে আনন্দের লহর তুলিয়াছিল।

৮ই মার্চ্চ কবির জাহাজ পিনাং দ্বীপে আসিল, পিনাং-এর চীনারা কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তৎপরে কবি ৯ই সিঙ্গাপুরে পৌঁছাইলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ আর. জুমাভয় জাহাজে আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ১১ই মার্চ্চের 'দি ষ্ট্রেটস্ টাইমস' এবং 'দি মালয় ট্রিবিউন' সিঙ্গাপুরে কবির পদার্পণের সংবাদ মুদ্রিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। সিঙ্গাপুরে কবি শ্রীশ গুহের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁর পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত ধনী এম. এ.নামাজীর বাংলোতে গিয়া কবি মধ্যাহ্নভোজন করেন।

১৫ই মাঘ ১৯২৯, কবি সদলবলে হংকং-এ অবতীর্ণ হইলেন। জে. এচ. রওনজী প্রমুখ ভারতীয়গণ জাহাজে আসিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করিয়া নামাইয়া লইয়া গেলেন। হংকং-এর গভর্ণর তাঁহার অতিথি হইয়া অবস্থান করিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন। কবি গভর্ণরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, পূর্ব্বের কথামত হংকং-এর সুদৃশ্য 'রিপিলস্ বে' তীরে শৈল-শিখরে অবস্থিত এম. এচ. নামাজীর মনোরম বাটীতে তাঁহারই অতিথি হইয়া রহিলেন।

হংকং-এর গভর্ণর স্যর সিসিল ক্লেমেনটি একজন প্রচীন নানা ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত, অক্সফোর্ডের 'বোডেন স্কলার' এবং চীনা ভাষায় বহু গবেষণা করিয়াছেন। তিনি কবিকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারই আবাসে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আগমন করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। গভর্ণর সাহেব প্রায় দুই ঘণ্টা কবির সহিত ভারত ও চীনদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। সিন্ধী হিন্দু এসোসিয়েশন স্থানীয় চীনা ভবনে সেই অপরাহ্লে এক চায়ের মজলিসে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সভার সম্পাদক মিঃ মেলওয়ানী ক্যানাডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে হংকং-এ আসিতে অনুরোধ করেন। এবং তিনি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটি মুদ্রাপূর্ণ রজত আধার শান্তিনিকেতনের 'শ্রীভবনে'র উন্নতির জন্য কবিকে উপহার দিয়াছিলেন।

হংকং হইতে কবি সাংহাই যাত্রা করিলেন—১৯মে সাংহাই পৌঁছাইলেন। ইয়াংসিকিয়াং নদীর প্রবল বান আসাতে কবির জাহাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাংহাই পৌঁছাইতে পারে নাই। নগর-বাসীরা বহুক্ষণ জাহাজঘাটায় কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া যায়। জাহাজ-ঘাটায় প্রসিদ্ধ চৈনিক দার্শনিক লু-সী, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, চীনা কবি সু সিমো, জর্জ উ প্রভৃতি মনীষিগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কবিকে অভ্যর্থনা করেন। সাংহাইতে চীনা কবি সু সিমোর অতিথি হইয়া দুই দিবস আন্তর্জ্জাতিক

ফরাসী এলাকায় রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করেন। কবি সূসিমো ১৯২৮ সালে শান্তিনিকেতনে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন।

সাংহাইতে তখন জার্ম্মানীর কাউণ্ট কাইজারলিং-এর এক নিকট আত্মীয় চীনে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রদূত রূপে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহার আবাসে কবিকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যায় সহরের গণ্যমান্য চীনারা সমবেত হইয়া একটি বিরাট ভোজে রবীন্দ্রনাথকে আপ্যায়িত করেন। এই ভোজে হ্যান্‌কিং হইতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া যোগদান করেন। অধ্যক্ষ অপূর্ব্বকুমার চন্দ এই ভোজসভাকে একটি বড় পণ্ডিতের বিতর্কসভারূপে বর্ণনা করেন। এমন উচ্চ ভাবের এবং জটিল সমস্যার আলোচনা তিনি আর কখন কবিকে করিতে শ্রবণ করেন নাই। সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্র ১১টা পর্যান্ত এই আলোচনা চলে। কবি আমেরিকার লেখিকা ক্যাথরাইন মেওর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তকখানি মিথ্যা তথ্যে পূর্ণ বলিয়া মন্তব্য করেন।

পরদিন ২০শে মার্চ্চ, সুপ্রসিদ্ধ চীনা সেনাপতি জেনারেল চেইং-ফাং-চেন সহিত কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা মধ্যাহ্নভোজন করেন। এই সৈনিক-প্রবর ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বহু প্রশংসা কবির নিকট করেন।

সন্ধ্যার সময় স্থানীয় শিখ সম্প্রদায় হইতে কবিকে আড়ম্বরের সহিত সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সাংহাই-প্রবাসী শিখরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি অর্থ-থলি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন

কবি অভিনন্দনের উত্তরে শিখদিগকে সাংহাই সরকারের পুলিশের চাকরিতে নিযুক্ত থাকিয়া চীন-অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করার নিমিত্ত তিরস্কার করেন। তখন নব্য ও পুরাতন তন্ত্রে দারুণ সংঘষ চলিতেছিল। সাংহাই-এর শিখ পুলিশেরা চীনাদের নিদারুণ ভাবে মারধর করিত। সেইজন্য চীনারা ভারতবাসীর উপর সেই সময় অতিশয় বিরূপ ছিল। কিন্তু প্রবীণ ও তরুণ সকল শ্রেণীর চীনারা বিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

জাপানে চতুর্থবার

সাংহাই হইতে কবি চতুর্থবার জাপান যাত্রা করেন। ২২শে মার্চ্চ মোজী বন্দরের মধ্য দিয়া ২৪শে কোবে বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। কোবে বন্দরে জাপানী সুধীসমাজ কবির অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন করেন। নিত্যই প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের ছবি ও তাঁহার বিষয়ে প্রশংসাপূর্ণ লেখা মুদ্রিত হইত। কবি সেখান হইতে জাপানের ও পূর্ব্ব এসিয়ার প্রধান বন্দর ইয়াকোহামায় ২৬শে অবতীর্ণ হন। ইয়াকো-হামার সিন্ধী প্রবাসীরা এক বণিকের গৃহে কবিকে সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করেন।

ইয়াকোহামা হইতে কবি মোটর গাড়ীতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে গমন করেন। টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ ডাঃ আনেসাকী, প্রধান জাপানী চিত্র-শিল্পী টাইক্কোয়ানে

প্রভৃতি জাপান-এর মনীষিগণ রবীন্দ্রনাথকে সাদর সম্ভাষণ জানান। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন

টোকিওর বিখ্যাত সংবাদপত্র 'দি টোকিও আসাহী'-এর সম্পাদক-মণ্ডলী রবীন্দ্রনাথের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে আর একটি পত্রিকার 'দি নীচী নীচী'র পরিচালকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে চা-এর মজলিসে নিমন্ত্রণ করেন। টোকিও নগরের দৈনিক পত্রিকা 'দি জাপান এড্ভাইজার' ২৮শে মার্চ্চ কবির সম্বর্দ্ধনার বিবরণে লিখিয়াছিল—গত সন্ধ্যায় আসহা প্রেক্ষাগৃহে ডাঃ ঠাকুর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রেক্ষাগৃহটি একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শ্রোতারা যে কেবল ছাত্রমণ্ডলী ছিল তাহা নয়, সকল মতের ও শ্রেণীর জ্ঞানী ও গুণিজন দালান পূর্ণ করিয়াছিল। প্রবীণ দার্শনিক কবি যখন বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলেন তখন সমস্ত সভাগৃহটি হর্ষধ্বনিতে ফাটিয়া পড়িল। কবি বলেন—"কবিতা একটি বিশ্বজনীন প্রেমের ভাব প্রকাশ করে—ভাষা দ্বারা যে প্রাচীর সৃষ্টি হয় কবিতা তাহা ভগ্ন করিয়া দেয়।" কবি কয়েকটি বাংলা কবিতা ও তার অনুবাদ পাঠ করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে মুগ্ধ হন। জাপান উইমেনস্ ইউনিভার্সিটিতে কবিকে রাত্রভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনন্দিত করা হয়। মেয়েদের যেমন আগ্রহ তেমনই আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়।

ক্যানাডা

কবি সদলবলে ২৮শে মার্চ্চ 'দি এম্প্রেস অব্ এসিয়া' জাহাজে করিয়া জাপান ত্যাগ করিলেন এবং বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া ক্যানাডার ভিক্টোরিয়া নগরে ৬ই এপ্রিল প্রাতে অবতীর্ণ হন। ক্যানাডার শিক্ষাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা কবির সমুদ্র-যাত্রার সুখ-সুবিধার জন্য জাহাজে একটি 'সুইট' পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। কবির আগমন প্রত্যেক সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরের শিরোনামা যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। প্রায় সকল সংবাদপত্রই কবির স্তুতিবাক্যে ভরিয়া উঠিত।

দি ডেলী টাইমস, 'ভিক্টোরিয়া বি, সি' ৬ই তারিখে রবীন্দ্র-নাথের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ করিবার সময় লিখিয়াছিলেন—"উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বাধীন চেতনার প্রতীক প্রাচী হইতে এই ভূখণ্ডে আগমন করিয়াছে।"

এইদিন এই নগরের 'দি ডেলী কলনিস্ট' লেখেন, "প্রাচ্যের মনীষিগণের মধ্যে স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আগন্তুক। তিনি বাঙ্গলাদেশ হইতে কয়েক দিনের জন্য এই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, বিশ্বের গীতি-কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে উচ্চাসন অধিকারী, একজন দক্ষ সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মসাধক, দার্শনিক; তাঁহার লেখা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশকে নব নব অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। ঠাকুর একজন প্রেমের কবিতা লেখক হইলেও তিনি প্রকৃত একজন প্রধান সাধক কবি।"

বৃটিশ কলোম্বিয়ার লেফ্‌টনেণ্ট গভর্ণর চায়ের মজলিসে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। জাতীয় শিক্ষা মহাসম্মেলনের ত্রৈবার্ষিক অধিবেশনের চতুর্থ অধিবেশন ভিক্টোরিয়া নগরে হয়। ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন এই মহাসম্মেলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সম্মেলনে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্ম্মাণী, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও আমেরিকা হইতে সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিয়াছেন। এই মহাবিদ্যামণ্ডলীতে ভারত হইতে কবি রবীন্দ্রনাথ, এক মহান্‌ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর স্রষ্টা ও শিক্ষাবিদ্‌ রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। সভাপতির পার্শ্বেই মহাকবির স্থান হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিনেরই সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে কবি তাঁহার প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। "দি ফিলজফি অব্‌ লিজার"— অবসরের দর্শন তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সমস্ত সংবাদপত্রই কবির বক্তৃতা ও তাঁহার প্রশংসা মুদ্রিত করে। ভাঙ্কুভারের—'দি ডেলী প্রভিন্স' ৭ই লিখিয়াছিল—"রবীন্দ্রনাথ—যিনি এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি, তিনি অদ্য রাত্রে যে বাণী দিয়াছেন তাহা প্রাচ্যের সাধনা 'সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌' মন্ত্র। তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রতার সর্ব্বগ্রাসী মাদকতা ও বিনাশের শক্তির নিন্দা করেন।"

ভ্যাঙ্কুভার

৭ই অপরাহ্নে কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা ষ্টীমারে করিয়া ভ্যাঙ্কু-

ভার যাত্রা করেন। ভিক্টোরিয়াতে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কবির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আমেরিকা-ভ্রমণ প্রীতিকর করেন। শিক্ষা মহাসম্মেলনের অধিবেশনে কবি দ্বিতীয় বক্তৃতা ভাঙ্কুভারে প্রদান করেন। বক্তৃতার নাম ছিল—সাহিত্যের মূল আদর্শ (দি প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ লিটারেচার)। টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক জর্জ এম রং, কবিকে ভ্যাঙ্কুভার থিয়েটার গৃহে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং পরিচয় প্রদানকালে বলেন—"Sir Rabindranath Tagore is a prince in his own land, a poet and lover of world peace." কবির বক্তৃতা বেতারযোগে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সকল বেতার-কেন্দ্র হইতে পরিবেশিত হয়। দুইশত তিনশত মাইল দূর হইতে কবির বক্তৃতা শুনিতে লোক আসিয়াছিল।

১৯২৯, ১১ই এপ্রিল কবি শিখ গুরুদ্বারে গমন করেন। সেখানে তাঁর সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। ভারতীয় কলা-পদ্ধতিতে উৎসব মণ্ডপটি সুসজ্জিত। ভারতবর্ষের ভাষায় স্বাগতম্ গান গীত হয়, পুষ্পবৃষ্টি করা হইয়াছিল। রতন সিং কবিকে অভিনন্দিত করেন। এখানে কবি প্রতি-অভিভাষণ দিবার পর দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও মেজর নে কিছু বলেন।

১৪ই এপ্রিল কবি মহাসম্মেলনে 'বিদায়-বাণী'—শেষ বক্তৃতা দেন। ওণ্টারিয়োর শাসনকর্ত্তা স্যর হেনরী বক্‌সট কবিকে অভ্যর্থনা করেন এবং বিশ্বভারতীর জন্য সাহায্য প্রদান করেন। ক্যানাডার টরোণ্টো, অটোয়া, মন্টি্রল প্রভৃতি বড় বড় সহর

হইতে কবির আমন্ত্রণ আসে। কবি সে সব স্থানে যাইতে না পারায় তৎদেশবাসীরা ভগ্নমনোরথ হন। ক্যানাডার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিংডনও নিমন্ত্রণ করেন এবং কবি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি অটোয়া হইতে স্বয়ং ক্যানেডিয়ান নর্দারণ ডিপোতে আসিয়া কবির সহিত আলাপ করেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও অপূর্ব্ব চন্দকে সঙ্গে লইয়া কবি লর্ড ও লেডী উইলিংডনের সহিত সাক্ষাৎ করেন—প্রায় এক ঘণ্টা ইঁহাদের তুইজনের আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল। কবির ক্যানাডা ভ্রমণ ও তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা সম্বন্ধে বহু সংবাদপত্র ও সুধীগণের উক্তি বিশ্বভারতী কোয়াটার্লী ১৯২৯, এপ্রিল হইতে জুলাই সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

কবি হারভার্ড, কলম্বিয়া, ওয়াসিংটন, কালিফোর্ণিয়া এবং ডেট্রয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিমন্ত্রণ পান। কবি এই সমস্ত স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। প্রথমে লস্ এঞ্জেলস সহরে গমন করিয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিবেন স্থির করেন। কবি, এণ্ড্রুজ সাহেব ও অপূর্ব্ব চন্দ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া লস্ এঞ্জেলস ১৮ই এপ্রিল প্রাতে পৌঁছিয়াছিলেন। লস্ এঞ্জেলস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে বক্তৃতা দেন। এখানে আসিবার পথে ভাঙ্কুভারে আমেরিকার পাসপোর্ট আফিসে এক অবাঞ্ছিত ব্যবহারে কবির মন তিক্ত হইয়া উঠে। ভারতবাসীর প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অপমানসূচক ব্যবস্থার প্রতিবাদে কবি সমস্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিয়া 'তাই-ইয়ো মারু' জাহাজে

করিয়া জাপান হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ২০শে এপ্রিল আমেরিকা ত্যাগ করেন।

এই পাশপোর্ট বিভ্রাট সম্বন্ধে কবি আমেরিকাবাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত টোকিওর 'দি জাপান এডভাইজার' কাগজের প্রতিনিধির কাছে দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন—"আমাকে পাসপোর্ট আফিসে সশরীরে উপস্থিত হইতে হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর আমায় বসাইয়া রাখিয়া সাদা চামড়াওয়ালাদের কাজ মিটাইয়া আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে। আমার রাহাখরচ বহন করিবার ক্ষমতা, আমার জীবন ধারণের নিজস্ব আয় আছে কিনা? মেয়াদের অতিরিক্ত দিন থাকিলে আমার দণ্ড হইবে—এ কথাও শাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণে আসিয়াছিলাম তখন এসব বালাই ছিল না। আমি এসিয়াবাসীদের প্রতি ইচ্ছাকৃত এই অপমানে ব্যথিত হই। এই অপমানের বোঝা শিরে লইয়া এ দেশে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিতে মন চাহিল না। ইহা কোন কর্ম্মচারীর হাতে কোন একটি ব্যক্তির নিপীড়নের ঘটনা নহে, সমগ্র এসিয়াবাসীদের প্রতি এই অপমান করা হইতেছে—আমি তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করি এবং যেখানে আমাদের দেশের লোকদের এমনভাবে ব্যবহার করা হয় সে দেশে আমার এক মুহূর্ত্ত থাকিতে ইচ্ছা হইল না।"

জাপানে আসিবার পথে হনলুলুতে কবি অল্প সময় অবস্থান

করেন। সেখানে বৌদ্ধরা তাঁহাদের বৌদ্ধ-মন্দিরে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

২৫শে বৈশাখ জাহাজে বসিয়াই কবি পার হইলেন। অনন্ত অসীম নীলাম্বুরাশি ফেনিয়া ফেনিয়া কবির জন্মদিনে নৃত্য করিতে লাগিল। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন ও যাত্রীগণ কবির আটষট্টি বৎসর জন্ম-উৎসব ৬ই মে,অসীম অনন্ত জলরাশির বক্ষে ভাসমান জাহাজের উপরই সমারোহে সম্পন্ন করেন। সকলেই বিশ্বরাজের চরণে কবির দীর্ঘজীবন ও সুখের প্রার্থনা করিলেন।

জাপান

কবি ১০ই ইয়াকোহামায় উপস্থিত হন এবং তৎপরদিন ১১ই মে টোকিওতে গমন করেন। তিনি এবার সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও শিল্পকলাবিদ্ ব্যারন অকুরার অতিথি হইয়া টোকিয়োর সন্নিকটে 'মিতা' নামক স্থানে কয়েক দিবস অবস্থান করেন। চীনে যাইবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিতে টোকিওর রাজদূত আবাস (চাইনীস্ লিগেসন্) হইতে রাজদূতেরা কবির সহিত টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেলে সাক্ষাৎ করিলেন। আধুনিক চীনের স্রষ্টা সান-ইয়েট-সেন-এর নশ্বর দেহ ন্যানকিং-এ লইয়া যাইবার উৎসবে কবিকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কবি অতি দুঃখের সহিত তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে কবি চীনের গৃহবিবাদ ও আত্মকলহের জন্য যুদ্ধ বিদ্রোহের বিষয়ে

দুঃখ প্রকাশ ও তিরস্কার করেন। তিনি বলেন—"উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই যুদ্ধ চালাইতেছে, তাঁহাদের মোহে ও প্রভাবে পড়া স্বদেশভক্তের অকর্ত্তব্য।"

১২ই মে টোকিওতে জোজোজী (Zojoji) মন্দিরে 'দি ফ্রেণ্ডস অব্ টাগোর সোসাইটীর' উদ্যোগে কবির সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন হয়। সন্ধ্যায় কবি 'ফিলজফি অব লিজার' নামে বক্তৃতাটি প্রদান করেন। ১৩ই তারিখে জাপান উইমেন্স্ ইউনিভার্সিটীতে তাঁর অভ্যর্থনা হয়,সেখানে কবিকে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল। ১৫ই 'ইণ্ডো-জাপানীজ এসোসিয়েশনে' একটি বক্তৃতা দেন। পরদিন কবি মিস্ সুদার-এর স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রীদের কিছু উপদেশ প্রদান করেন। ১৭ই, মিটোতে বক্তৃতা দেন। মার্কুইস্ ওকুমা ১৮ই মে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। ২১শে ও ২৪শে কবিকে 'ফিলজফি অব লিজার' বক্তৃতাটি দুইদিন দিতে হয়। নীচি-নীচিতে (the Nichi-Nichi) ২৩শে তারিখে আর একটি বক্তৃতা কবিকে দিতে হয়। ২৫শে মে, মিঃ ফুজিয়েমা এক বিরাট উদ্যান সম্মিলনীর আয়োজন করিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। উপর্য্যুপরি কয়েক-দিনের পরিশ্রমে কবি অসুস্থ হন। সুখের বিষয় এক সপ্তাহ বিশ্রামেই তিনি সুস্থ হন। ১লা জুন ভাইকাউণ্ট শিবুসাউয়া কবির সম্মানে এক উদ্যান সম্মিলনীর বিরাট আয়োজন করেন। টোকিওর অভিজাত বংশের বহু ব্যক্তি এবং অনেক জ্ঞানী ও

গুণীজনের সমাগম হইয়াছিল। কন্‌কর্ডিয়াতে (the Concordia) কবি অতি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেইটি বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টার্লীর ১৯২৯ সালের সপ্তম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে যখন জাপানে গিয়াছিলেন সেই সময়ে 'ওকুরাইয়ামা ইনষ্টিটিউট'কে একখানি পুরানো বাঙ্গলা জাহাজের কাঠের প্রতিরূপ (মডেল) উপহার দিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানই ১৯৫৩ সালে নূতন ধারায় ইউনিভার্সিটী অব এশিয়াটিক কালচার রূপে নানা ভাষার গবেষণা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহার অধিনায়ক সর্ব্বত্যাগী বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক মিঃ ইয়াসাবুরো শিমোনাকো।

মিঃ শিমোনাকোর আমন্ত্রণে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপানে "বৈদিক সাধনার" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন। তিনি আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধকারী জাপানী বীরগণের বিচারক রূপে বৎসরাবধি জাপানে ছিলেন। তিনি ১৯৫৩ সালেও রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বাঙ্গালা জাহাজের মডেলটি দেখিয়া আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেন। জাহাজটি একটি সুদৃশ্য কাঁচের আধারে সুরক্ষিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উপহৃত বলিয়া সগৌরবে পিতলের ফলকে বাঙ্গালা ও জাপানী ভাষায় উৎকীর্ণ রহিয়াছে দেখেন। বোমা-বিধ্বস্ত ও উৎপীড়িত জাপানবাসী এই উপহার সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যখন ছিলেন অনেকে তাঁহার হাতের লেখা ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। এখনও সেই সমস্ত সযত্নে রক্ষিত আছে।

ডাঃ রাধাবিনোদ পাল মহাশয় মিঃ তাজিমার বাটীতে একটি ফ্রেমে আঁটা রেশম বস্ত্রের উপর জাপানী তুলি (ফুদে) দিয়া লেখা রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত

"ও অকূলের কূল
ও অগতির গতি।
ও অনাথের নাথ
ও পতিতের পতি॥
ও ভিখারীর ধন
ও অবোলের বোল।
ও জনমের দোলা
ও মরণের কোল॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৯ই জুন, ১৯২৪

কবিতাটি দেয়ালের গাত্রে ঝুলিতেছে, দেখেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি জাপানীদের শ্রদ্ধা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ রাধাবিনোদ পাল যখন ১৯৫৩ সালে জাপানে গিয়া বক্তৃতা দেন, তখন তিনি কয়েকটি বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষায় প্রদান করিয়া অত্যন্ত সম্মান পান। ডাঃ পাল বলেন সাধারণ জাপানীরা যখন ভাল ইংরাজী জানেন না, তখন বাঙ্গালায় বক্তৃতা দিয়া মনের-প্রাণের কথা সরলভাবে বলিতে পারেন এবং দোভাষীর দ্বারা জাপানী

ভাষায় অনুবাদ শুনিয়া তাঁহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং বাঙ্গালা ভাষার সুললিত পদবিন্যাসে মুগ্ধ হন।

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু ১৯৫৩ সালে চীনে গিয়া এবং ১৯৫৪ সালে মস্কোতে বসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং জাপানী ও সোভিয়েট নর-নারীগণের নিকট বিশেষভাবে আদৃত হন। অ-বাঙ্গালীদের নিকট বাঙ্গালীরা যদি অকুণ্ঠিত চিত্তে বাঙ্গালায় ভাষণ দেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ও বঙ্গভাষারই মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ডাঃ পাল ও ডাঃ কালিদাস নাগ জাপানে অনেকের "স্বাক্ষর-সংগ্রহ পুঁথি"তে (অটোগ্রাফ্ পুস্তকে) রবীন্দ্রনাথ-এর স্বাক্ষর লেখা দেখিয়াছেন। এক জাপানী মহিলার অটোগ্রাফ্-এ রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখেছেন—

বিরহ আগুনে জ্বলুক দিবস রাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি॥

৭ই জুন ইয়াকোহামাতে বিশিষ্ট ভারতবাসীদের সহিত কবি মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। ৮ই জুন, ফরাসী জাহাজ 'আনজার্স'এ চাপিয়া ফরাসী-ইন্দোচীন দেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

ইন্দো-চীন—সাইগন্

২১শে জুন, কবি সাইগনে আগমন করেন—জাহাজ ঘাটে জাহাজ ভিড়িবামাত্র ফরাসী গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী জাহাজের উপর আসিয়া কবিকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

সাইগনের পৌর-সভাপতির (মেয়র) নেতৃত্বে কবির সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন হয়। তারপর মেয়র পৌরসভার সভ্যদের ও বিশিষ্ট নগরবাসীদের সহিত কবিকে মধ্যাহ্ন-ভোজে আপ্যায়িত করেন। সন্ধ্যায় মিউনিসিপ্যাল রঙ্গমঞ্চে জনসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে মানপত্র প্রদান ও অভ্যর্থনা করেন। অপূর্ব্ব চন্দ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, কবির সাইগনে পদার্পণের নিমিত্ত সমগ্র দেশে সরকারী অফিস, স্কুল-কলেজ সমস্তই ছুটি দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা পরম গৌরবের কথা। ২২শে কবি গভর্ণরের সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। এই দিবস কবিকে ভারতীয় বণিক সভা অভিনন্দিত করে। মধ্যাহ্নে 'একোলে দ্য আর্ট' চিত্রভবন পরিদর্শন করেন। মহাত্মা লা-ভঁ-ডুয়েৎ-এর (Le-Van-Duyet) সমাধিতে কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে গিয়াছিলেন। এম্ নগ-ভ্যানচাউ তাঁহার বাটীতে প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়া কবিকে সম্মানিত করেন। ২৩শে জুন, বিখ্যাত চীনাদের প্যাগোডা 'আন্নামিতে প্যাগোডা' ও চেট্টীদের সুবৃহৎ মন্দির দেখিবার জন্য কবিকে লইয়া যাওয়া হইল। এই দিবস পুনরায় গভর্ণর কবির সহিত দেখা করেন এবং তাহাকে সসম্মান বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

সিঙ্গাপুরে

২৪শে সাইগন ত্যাগ করিয়া ২৬শে সিঙ্গাপুরে আসেন, একদিন মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপরিচিত চাইনিজ

ক্লাবে কবির অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান হয়। ২৭শে ইথিওপিয়া জাহাজে চড়িয়া মাদ্রাজাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে অল্প সময়ের জন্য পিনাং-এ অবস্থান করেন। স্থানীয় চীনা অধিবাসীদের সকরুণ অনুরোধ কবি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; চীনা ক্লাবে গমন করিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন। ৩রা, মাদ্রাজ পোতাশ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া মিঃ এম. ক্যাণ্ডেথের বাটীতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর সেইদিনই সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মেল গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করেন। এই ক্যাণ্ডেথ্ হাউসেই এখন মহাবোধি সোসাইটীর মঠ বিরাজ করিতেছে। ১৯৫৫ সালে ১৭ই মার্চ্চ, সিংহল যাইবার পথে অবস্থান করিয়া লেখক বুদ্ধ-শিষ্য অস্থি আগমন অভ্যর্থনা করেন। এগমূর ষ্টেশনের সন্নিকটে এই মঠ অবস্থিত। ৫ই জুলাই ১৯২৯, কলিকাতায় ঘরের ছেলে ভালয় ভালয়ে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

একাদশ বার বিদেশ যাত্রা

ইংলণ্ডের হিব্বার্ট ভাণ্ডারের ন্যাসরক্ষকগণ বিখ্যাত হিব্বার্ট বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমন্ত্রণ করেন। শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন কবি সেই হিব্বার্ট বক্তৃতা প্রদান করিতে ইংলণ্ডে যাইতে পারেন নাই। পুনরায় ১৯৩০ সালে হিব্বার্ট বক্তৃতা দিবার নিমিত্ত অনুরোধ আসে। এবার কবি সম্মত হইয়াছিলেন এবং ২রা মার্চ্চ কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। এবারে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন —রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবী, এরিয়াম, অমিয় চক্রবর্ত্তী ও হৈমন্তী দেবী। কবি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া মাদ্রাজ হইতে জাহাজে করিয়া কলম্বো গমন করেন। সেখান হইতে সমুদ্রপথে ২৬শে মার্চ্চ মার্সেলীস্ বন্দরে অবতীর্ণ হন। এবার লইয়া কবি ফ্রান্সে পঞ্চমবার গমন করিলেন এবং এবারেও কবি বিখ্যাত ধনী আলবার্ট এম. কানের অতিথিরূপে মণ্টেকারলোর নিকট কাফে মার্টিনে অবস্থান করেন। এই স্থানেই চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ম্যাসারীক্ কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন—তিনি তখন কার্য্য উপলক্ষে প্যারিসে আগমন করিয়াছিলেন। অস্টেন্ চেম্বারলেনও কবির সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করেন।

এবার কবির পর্য্যটনের এক উদ্দেশ্য তাঁহার চিত্রাবলী ও চিত্র-অঙ্কন পদ্ধতির সহিত বিশ্বের চিত্রকলামোদীদের পরিচয়

করাইয়া দেওয়া। কবি আর্জেণ্টাইন অবস্থান কালে ম্যাডাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো মহোদয়ার অতিথি ছিলেন, তিনি এই সময়ে প্যারিসে 'গ্যালারী পিগালে' চিত্রশালায় কবির অঙ্কিত চিত্রগুলির প্রদর্শনীর উদ্যোগ করেন। ফরাসী চিত্র-সমালোচকগণ এই সব চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। হেনরী বিদু (Bidou) প্যারিসের সংবাদপত্রে কবির চিত্রের প্রশংসাবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—"কবির এই নব প্রতিভা একেবারে নূতন নহে ; ইহা তাঁহার মধ্যে সুপ্ত ছিল। পরিকল্পনার বাস্তবতা, অভিব্যক্তির সৌন্দর্য্য, প্রতি রেখাটানের জীবন্ত ভাব, সাজসজ্জার পারিপাট্য এই চিত্রগুলিতে অপূর্ব্ব রূপ প্রদান করিয়াছে।"

লণ্ডনে অষ্টম বার

১৯৩০ সালের ১১ই মে, রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পদার্পণ করেন। সেখান হইতে বারামিংহ্যামে গমন করেন। সেই ওক্ পল্লীর "দি ফ্রেণ্ডস্ সেট্‌ল্‌মেণ্টে" উড্‌ব্রূক্ কলেজে কিছুদিন অবস্থান করেন। বারমিংহামে জর্জ ক্যাডবারী মেমোরিয়াল হলে 'সভ্যতা ও গতি'—সিভিলিজেসন এণ্ড প্রগ্রেস—বক্তৃতাটি প্রদান করেন। এখানে বসিয়া ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গান্ধীজীর গ্রেপ্তার, বাঙ্গালায় উৎপীড়ন, সোলাপুরের জঙ্গী আইন প্রবর্ত্তনের সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন—বৃটিশ রাজনৈতিকদের অদূরদর্শিতা ও পরজাতির উপর পীড়ন

অভ্যাসকে নিন্দাও করেন। সেই মন্তব্য 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রে মুদ্রিত হয়।

১৯শে মে কবি অক্সফোর্ডে আগমন করিয়া বিখ্যাত হিব্বার্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার নাম ছিল 'মানুষের ধর্ম্ম' বা 'রিলিজন অব ম্যান'। ম্যাঞ্চেস্টার কলেজ গৃহে কবি হিব্বার্ট বক্তৃতা যখন প্রথম দিবার জন্য উপস্থিত হন, অধ্যাপক এল, পি, জ্যাকস্ কবিকে পরিচয় করাইয়া দিতে উঠিয়া বলিয়াছিলেন---পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভৌগোলিক পার্থক্য ও দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও মানবত্বে গুহ্যতত্ত্বে কোন প্রভেদ নাই, একথা অতি অল্প লোকেই শিখাইয়াছেন। এই উপদেশের জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আর কাহার আছে অধিক ঋণী? আমাদের কৃতজ্ঞতার আন্তরিকতা এই মহান ঋষি, কবি, দার্শনিক, যিনি অদ্য আপনাদের অভিভাষণ করিবেন, তাঁহার অপেক্ষা আর অধিক কাহাকে প্রদর্শন করা যাইবে?" (ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান, ২০শে মে।)

ডিভনসায়ারের ডার্টিংটন হলে মিঃ এলমহার্ষ্টের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করিবার জন্য কবি সেখানে গমন করেন। তৎপরে কবি জার্ম্মানীতে গিয়াছিলেন।

বার্লিনে চতুর্থবার

১১ই জুলাই কবি সদলবলে বার্লিনে গমন করেন। এখানে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন-এর সহিত কবির সাক্ষাৎ হয়।

১৬ই জুলাই 'গ্যালারী মুলার' নামে চিত্র-সংগ্রহালয়ে কবির চিত্র প্রদর্শনী হয়। জার্ম্মান চিত্রকলাবিদ্ ও সমালোচকরা কবি চিত্র-অঙ্কন পদ্ধতির নব ধারার অশেষ প্রশংসা করেন। কবি ওয়ানসীতে ডাঃ ও মিসেস মেন্‌ভেলের অতিথি হইয়া কয়েকদিন বাস করেন। তারপর জার্ম্মানীর বহু নগরে বক্তৃতা প্রদান করেন। ওবেরামের্গাওয়েঁ (Oberammergan) "প্যাশন প্লে" নামে বিখ্যাত পবিত্র অভিনয় দর্শন করেন।

ব্যাভেরিয়ার নিভৃত শৈলপ্রান্তে এই ছোট গ্রামটি অবস্থিত। সেখানে দশ বৎসর পরে পরে যিশুখৃষ্টের পুণ্য জীবনের আখ্যান অভিনয়যোগে দেখানো হয়—য়ুরোপের মধ্যে একমাত্র এই স্থানে স্বয়ং খৃষ্টদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় করিতে দেওয়া হয়। যে অভিনেতা এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হন তাঁহাকে আজীবন পবিত্রভাবে আদর্শ চরিত্র রক্ষা করিতে হয়। শুধু তাই নয়, এই ধর্ম্মনাট্যের প্রত্যেক অভিনেতাই বিশেষভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ আবহাওয়ায় উপস্থিত হইয়া চমৎকৃত হইলেন। রঙ্গমঞ্চটি খোলা, পিছনে ব্যাভেরিয়ার পাহাড় দেখা যায়, একটি বৃহৎ পৃথিবীর ভূমিকায় খৃষ্টজীবন-নাট্য অভিনীত হইল। মুগ্ধবৎ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটকটি দেখিলেন। দ্বিপ্রহরে যখন এক ঘণ্টার জন্য বিরাম হইল, হঠাৎ কবিকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া জার্ম্মান-পল্লীর জনসাধারণ "খৃষ্ট, খৃষ্ট!" বলিয়া উঠিল। তাহারা যেন এশিয়াবাসী জীবন্ত খৃষ্টকে

দেখিতে পাইয়াছে। তখনও কেহই জানিত না যে রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন—তাঁহার চেহারা দেখিয়াই তাহাদের মধ্যে ভক্তিভাব জাগিল। পরে অভিনয়ান্তে সন্ধ্যাবেলায় রবীন্দ্রনাথের কাছে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। এই "প্যাশন প্লে" নরেন্দ্রনাথ দেব ও রাধারাণী দেবীর দেখিবার সৌভাগ্য হয়, কবির দেখিবার ২০ বৎসর পরে।

বার্লিনে রবীন্দ্রনাথের সহিত বহু অধ্যাপক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক দেখা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা তাঁহাকে একটি সন্ধ্যায় সমবেতভাবে সম্মান জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ভাগনার-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা তিনি বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাংলা সাহিত্য লইয়া তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। বার্লিনের দরিদ্র ইহুদী সম্প্রদায় এক সন্ধ্যায় কবির সম্বর্দ্ধনা করেন—কবির জন্য নাট্যাভিনয় হয় এবং সেখানে তিনি অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন।

বার্লিন এবং অন্যান্য সহরে ভ্রমণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ড্রেস্‌ডেনে যান। এই চিত্রময় নগরী কবিকে পুনর্ব্বার মুগ্ধ করিল। সহরটির বাহিরে, কয়েক মাইল দূরে এল্‌বে নদীর তীরে ঘন অরণ্যে অবস্থিত একটি ছাত্র-উপনিবেশে কবি আমন্ত্রিত হইলেন। সেখানে নবীন সৃষ্টিশীল যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহী হইলেন। বহু শত ছাত্র-ছাত্রী একত্র হইয়া সঙ্গীত, সাহিত্য এবং

শিল্পের আবহাওয়ায় কবিকে যত্নভরে আতিথ্য দান করিল—সেখানে রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। হোহেন্‌স্টাইন্ উপনিবেশে নূতন যৌবন সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ছেলেরা কবির জন্যে নিজহস্তে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেইখানেই তিনি বাস করেন।

জার্ম্মান রাষ্ট্র কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র, ন্যাশনাল গ্যালারির কর্ত্তা চাহিয়া লইল। এই চিত্রগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রের সহিত স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হইল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের এরূপ সম্মান আর কোনো দেশেই দেওয়া হয় নাই।

ডেনমার্ক

৭ই আগষ্ট, কবি ডেনমার্ক যাত্রা করেন। ৯ই আগষ্ট, কোপেনহাগেনে কবির চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। রাজধানী হইতে রবীন্দ্রনাথ এল্‌সিনোর্ শহরে পীটার মানিকে নামক বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারকের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্রে কয়েকদিন বাস করেন। এই লোকশিক্ষা কেন্দ্রটি সমগ্র য়ুরোপে প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতে ডেনমার্কের বহুস্থান হইতে ছাত্র, শিক্ষক ও জনসাধারণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। সমুদ্রতটবর্ত্তী সুন্দর এল্‌সিনোর সহরে রবীন্দ্রনাথ বড় আনন্দে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে কোপেন্‌হাগেন্-এর সভাসমিতিতে যোগ দিয়া ফিরিয়া আসিতেন। সেক্‌সপীয়রের হ্যামলেট্ নাটকে

বর্ণিত ক্রোন্‌বর্গ্‌ দুর্গ প্রাসাদ দেখিতে রবীন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন—এই প্রাসাদ এল্‌সিনোর-এর সমুদ্রতটে অবস্থিত। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

রাশিয়া

কবি যখন বার্লিনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিনিধি লুনাচার্‌স্কি (Lunacharsky) মস্কো হইতে আগমন করিয়া কবির সহিত দেখা করেন এবং রাশিয়াতে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কবিরও সোভিয়েট রাজ্য পর্য্যটন করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই ছিল। ১৯২৬ সালে যাইবার সব ব্যবস্থা করিয়াও ভিয়েনাতে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন; তাহার জন্য তাঁহার পরিকল্পনা তখন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আবার ১৯২৯ সালে কানাডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে ট্রান্স্‌-সাইবেরিয়ান রেলে করিয়া মস্কো যাইবার মতলব করেন। সে পরিকল্পনাও শরীর অসুস্থ হইয়া পড়াতে পরিত্যাগ করিতে হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ কবি মস্কোতে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শরীররক্ষক ডাঃ হ্যারী টিম্বারস্‌ এবং সচিবদ্বয় অমিয় চক্রবর্ত্তী ও আরিয়াম গিয়াছিলেন। আর বার্লিন হইতে মিস্‌ মার্গরাট আইনষ্টাইন, ও সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গ লইয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক সৌহার্দ্দ্য রক্ষা করিবার জন্য সোভিয়েট সরকারের যে সমিতি আছে, তাহার প্রতিনিধি, হোয়াইট রাশিয়ানবল্টিক্‌ ষ্টেসনে কবিকে অভ্যর্থনা করেন। ইঙ্গ-ইয়াঙ্কি বিভাগের প্রধান

ডি-নোভোমিস্কী, প্রদর্শনী বিভাগের প্রধান এইস্মৃক্ফ্, বৈদেশিক ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা বিভাগের প্রধান এম-ভবিন এবং মস্কোর লেখকসঙ্ঘের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যগণ—যেমন বিখ্যাত গ্রন্থকার এলেক্সিএভ, খ্যাতনাম্নী গঠনমূলক কবি ভেরা ইনবের—ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া কবিকে আদর অভ্যর্থনা করেন।

রাসিয়াতে ভকস্ (Voks) নামে সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্দ্য রক্ষার জন্য একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান ১২ই তারিখে মধ্যাহ্নে ভকস্ বিল্ডিং-এ, রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন করে। এই সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এফ্, এন্, পেট্রোফ্ কবিকে অভিনন্দিত করেন। তিনি সোভিয়েট সমাজের ও জীবনধারার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া কবিকে সোভিয়েট নীতির গুহ্য তথ্য ব্যাখ্যা করেন এবং তিনি বলেন রবীন্দ্রমাথকে তাঁহারা বিশ্বত্রাণকর্ত্তাদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান করেন। রাশিয়ান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পঁচিশখানির অধিক পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে এবং জনসাধারণও তাঁহার পুস্তক সাগ্রহে পাঠ করেন—একথাও বলিয়াছিলেন।

এই "ভকস্ সমিতি" লেখকের ও নিখিল ভারত বঙ্গ-ভাষা প্রসার সমিতির সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, প্রভাত মুখার্জ্জির গল্প পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন। ১৩২৯ সালে, কয়েকজন রাশিয়ান আসিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীকে বলেন যে রাশিয়ানরা সংস্কৃত ও বাংলা এই দুই ভারতীয় ভাষা শিখিয়া থাকেন। ইহা

রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। লেখক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নিউ দিল্লীতে সোভিয়েৎ এ্যাম্বাসাডারের সহিত দেখা করিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন।

সেই দিবস সন্ধ্যায় "ভকস্" সমিতি ও 'মস্কো লেখক সঙ্ঘ' একযোগে কবির সম্মানে গীতবাদ্য মজলিসের উদ্যোগ করেন। মস্কোর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, বাদক, নট, নটী, নৃত্য-শিল্পী, চিত্র-শিল্পী উপস্থিত হইয়া কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ্যাকাডেমী অব্ আর্টসের সভাপতি অধ্যাপক কে. এস্, কোগান, মস্কোর দ্বিতীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক পিটকেভিচ্, এলবার্ট রী উইলিয়ামস, লেখিকা ম্যাডাম্ লিটভিনোভ্, লেখকপ্রবর ওগ্‌নেএড, ভেরা ইনবের, লেখক ফেডোর গ্লাডকোভ, কবি ইসীড্ প্রভৃতি সুধীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি কবিকে অভিনন্দন করিবার সময় বলেন—"রবীন্দ্রনাথ শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও দ্রষ্টা তাহা নহে, তিনি জনসাধারণকে মানুষ হইবার জন্য শিক্ষাদানের একটি অগ্রণী, দক্ষ শিক্ষক। তাঁহার শান্তিনিকেতন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্রে নীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি যে কেবল মানবের বাস্তব জগতের সকল প্রকার বন্ধনের মুক্তির সাধনা শিক্ষা দেয় তাহা নহে—মানব আত্মার ও আধ্যাত্মিক ভাবের মুক্তির পথের সন্ধানও দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রকৃষ্ট অগ্রদূত—সে জন্যই আমরা তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং তিনি যে তাঁহার সরল ও উদার প্রাণ

লইয়া আমাদের অন্তরের শক্তি জানিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।" তাহার পর মস্কো-এর লেখকমণ্ডলীর পক্ষে গ্রন্থকর্ত্তা সাক্লার (Shaklar) অভিনন্দন পাঠ করেন। তাহার পর অধ্যাপক কোগান এবং পিনকেভিচ্ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন।

এই অনুষ্ঠানে নানা গুণীজন রবীন্দ্রনাথের মনস্তুষ্টির জন্য গীত বাদ্য করেন। প্রতিভাবান্ যুবক (৬ বৎসর বয়স্ক) সীগানোভ্ বেহালা বাজান এবং কয়েকটি হাঙ্গেরিয়ান পল্লী সঙ্গীত গান করেন। স্যাডোমোভ্ রুশদেশীয় পল্লী গীত গাহিয়াছিলেন এবং সোভিয়েট অপেরার বিখ্যাত 'সন্ অব দি ম্যান'-এর কিয়দংশ অভিনয় করেন। খ্যাতনামা হার্প বাদ্যকারিণী মিস্ এর্ডেলী চির প্রসিদ্ধ রুশের 'ভল্গা' ও 'অরিও' গান দুইটি গাহিয়াছিলেন। মস্কো অপেরা হাউসের প্রধান অভিনেতা ও গায়ক বারসোভো কয়েকটি গান গাহিয়া কবির চিত্ত বিনোদন করেন। ককেসাস্ প্রদেশের ও ডাঘেস্থান প্রজাতন্ত্রের বিখ্যাত পল্লীসঙ্গীত লেজ্গীঙ্কা মহাশয় সুমধুর কণ্ঠে গান করেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর কবি পায়োনিয়র কম্যুন পরিদর্শন করিবার জন্য গমন করেন। প্রতিষ্ঠানের সৌধের প্রবেশ-দ্বারে সোপানের নিকট কবি উপস্থিত হইবামাত্রই সিঁড়ির উপর দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছাত্র ও ছাত্রীদল পায়োনিয়ারদের স্বাগত সঙ্গীত একযোগে মিলিত কণ্ঠে গাহিয়া রবীন্দ্রনাথকে

সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কবি যখন বড় দালানটিতে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, তখনই একটি অল্পবয়স্কা বালিকা কবিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া একটি অভিনন্দন পত্র পাঠ করিল। বালকবালিকাগণ মন খুলিয়া কবির সহিত গল্প করিতে লাগিল। একটি বালিকা কবিকে বলিল—আমরা 'জীবন্ত সংবাদপত্র' (লিভিং নিউজপেপার), আমরা সমস্ত বিষয়ের সংবাদ রাখি এবং অন্যকেও সকল সংবাদ পরিবেশন করি। তাহারা একটি ছোট নাটক অভিনয় করিয়া কবিকে তাহাদের জীবনধারার আভাষ প্রদান করিল। অভিনয়ের পর সেই পায়োনিয়ারের দল কবিকে ঘিরিয়া বসিল, এবং বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিতে লাগিল। কবি 'জনগন-মন অধিনায়ক' গান করিলেন, সকলে মুগ্ধ হইল। একটি বালক কম্যুন-কবি, রুশ ভাষায় তাহার নিজের রচিত কবি-প্রশস্তি পাঠ করিল।

১৫ই তারিখে কবি সদলবলে 'সিনেমা ইউনিয়ন' সভার অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সভার সভাপতি এম, রুটিন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন। 'ওয়ারসিন পোটেম্‌কিন' এবং 'প্রাচীন ও নবীন' জনপ্রিয় ছায়াচিত্রদ্বয় কবিকে দেখান হয়। সিনেমা বোর্ডের সভ্যগণ কবির যে নূতন ফিল্‌মটির বিষয় তাঁহারা শুনিয়া ছিলেন সেই গল্পটি কবির নিকট শ্রবণ করিতে চাহিলেন। কবির মুখে গল্প শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। কবি গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন—সেখানে

গিয়া বড় বড় সাহিত্যিকগণ দেখা করিবার অনুমতি চাহিলেন।

কবি ১৬ই কৃষকদের প্রধান আড্ডা 'দি সেণ্ট্রাল পেজেণ্টস্ হাউসে' গমন করেন। এই কৃষিভবনের শাখা সমগ্র রুসদেশে আছে, সেই নব প্রতিষ্ঠান গৃহে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের, ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রসার, কৃষি, সমাজ সেবার সম্বন্ধে পুস্তক ও সংগ্রহালয় (মিউজিয়াম্) রাখা হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানে কৃষিবিদ্যা ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়, এবং ইহার প্রচার বিভাগ, চাষ-আবাদ, কেনা-বেচার খাজনা, কর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকে। পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আগত চাষীদের অল্প ব্যয়ে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে দেওয়া হয়, এবং নব নব চাষের পদ্ধতি শিখিবার সুযোগ কৃষকগণ পান। কবি আগমন করিবামাত্রই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রধান ক্লাবঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে দূর দেশান্তর হইতে আগত দেড়শতজন কৃষক উপস্থিত ছিল। কবি মন খুলিয়া এই সব সোভিয়েট চাষীদের সহিত কথা কহিলেন। সোভিয়েট চাষীদের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ও অভিজ্ঞতা 'রাসিয়ার চিঠি' পুস্তকে বার্লিন হইতে ১লা অক্টোবরে লিখিত এক পত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মস্কো হইতে দেড়শত মাইল দূরের 'তামবয়' নিবাসিনী পল্লীবাসিনী এক কৃষকরমণী বাঙ্গালার মহাকবিকে সরল প্রাণে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া কত কথা বলিয়াছিল। পেজেণ্টস্ হাউসের অধ্যক্ষ মহাশয় কবির মতন অসাধারণ

পুরুষের সাধারণ কৃষকদের আড্ডায় আগমন হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করেন, এবং ভারতের চাষীদের দুঃখের সহিত তাঁহাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। যাহাতে এই দুই দেশের চাষীদের মধ্যে মৈত্রী ভাব থাকে তাহারও জন্যে কবির নিকট তাঁরা অনুরোধ জানান। আন্তর্জ্জাতিক শুভেচ্ছাপূর্ণ প্রার্থনা ও গান গাহিয়া কবির অভ্যর্থনা পর্ব্ব শেষ হইল।

১৭ই অপরাহ্নে মস্কোর সরকারি মিউজিয়ামে নব্য পাশ্চাত্য কলা বিভাগের দালানে কবির চিত্রের প্রদর্শনী হয়। তাহার উদ্বোধনের সময় অধ্যাপক সিডোরোভ্ (Sidorov) কবির চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রশংসা করিয়া বলেন—"রবীন্দ্রনাথের চিত্র আঁকিবার ক্ষমতা অপূর্ব্ব। চিত্রবস্তু-সংস্থানে, তার বর্ণ-কল্পনায়, তার অঙ্কন-পদ্ধতিতে, তার অবকাশ, তার উজ্জ্বলতায় এবং তার আঙ্গিক (Technique) শক্তি অতুলনীয়।" পিপলস্ কমিসরিয়েট অব্ এডুকেশন বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক এট্রিনগোভ্ কবিকে অভিনন্দন করেন। কবি লিখিয়াছেন, "মস্কো শহরে ট্রেটিয়াকভ্ (Tretyakov) গ্যালারি নামে এক বিখ্যাত চিত্রভাণ্ডার আছে। সেখানে ১৯২৮ সাল থেকে ১৯২৯ পর্য্যন্ত এক বছরের মধ্যে তিনলক্ষ লোক ছবি দেখতে এসেছে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে যে সব দর্শক এই রকম গ্যালারিতে আস্ত তারা সকলেই ছিল ধনী-মানী-জ্ঞানী দলের লোক, তাদের রাসিয়াতে Bourgeois অর্থাৎ পরশ্রমজীবী বলে। এখন আসে অসংখ্য শ্রমজীবীর দল, রাজ-

মিস্ত্রি, কর্ম্মকার, মুদি, দর্জ্জি ইত্যাদি। আর আসে সোভিয়েট সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র এবং চাষী সম্প্রদায়।" ('রাশিয়ার চিঠি,' ব্রেমেন ষ্টীমার হইতে লিখিত, ৩রা অক্টোবর, ১৯৩০-এর পত্র।)

সেই ট্রেটিয়াকভ্ গ্যালারীর প্রধান অধ্যক্ষ, অধ্যাপক কৃষ্টি অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, "আমরা সকলেই জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন লেখক ও দার্শনিক। এখন আমরা অতি আনন্দের সহিত বিস্মিত হইয়া দেখিতে পাইতেছি, তিনি একজন চিত্রকর। আমরা আরো আনন্দিত হইতেছি যে যখন তাঁহার স্বদেশ, বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্তির জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে, তখন তিনি তাঁহার সৃষ্টির পসরা লইয়া আমাদের আনন্দ পরিবেশন করিতে আসিয়াছেন।" (বিশ্বভারতী—১৯৩০, নভেম্বর, পৃঃ ৩০)।

রবিবার দিন কবিকে মস্কোর আর্ট থিয়েটারে 'পিটার দি ফার্ষ্ট' অভিনয় দর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া হইল। রঙ্গমঞ্চের প্রবেশদ্বারে নাট্যশালার কর্ত্তারা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ কবিকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। অভিনয় দেখিয়া কবি মুগ্ধ হন এবং অভিনয়ের অন্তে তিনি অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা দেন। তারপর কবি, 'ফার্ষ্ট মস্কো আর্ট থিয়েটার'এ টলস্টয়ের 'রিসারেকসন্' নাটক অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত সোভিয়েট অভিনেত্রী নীপ্পের-এর (Knipper) সহিত অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ২০শে তারিখে 'ফার্ষ্ট স্টেট্

অপেরা হাউসে' কবি ভারতের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে লিখিত একটি নাটক—'বিয়াদার্কা' (Biaderka) দেখিতে যান, সেখানে রঙ্গমঞ্চের কর্ত্রী (ডিরেকট্রেস্) মালিনোভা কায়া (Kaya) কবিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিশিষ্ট দর্শকের আসনে বসাইলেন।

অধ্যাপক ভেল্টম্যান (Veltman), অধ্যাপক সোর প্রভৃতি বহু জ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে এবং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কথা কহিতে আসিয়াছিলেন। ডাঃ টিম্বার্স তাহার সঠিক বিবরণ লিখিয়াছেন। কয়েকদিনের পরিশ্রমে কবির শরীর অসুস্থ হয়, সুপরিচিত চিকিৎসক অধ্যাপক জেলিনিন্ কবির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং বিশ্রামের জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

কবির মস্কো ত্যাগের পূর্ব্বদিবস ২৪শে সেপ্টেম্বর, বাণিজ্য-মিলন সঙ্ঘের (দি ট্রেড ইউনিয়নের) প্রধান আড্ডা 'ডম্ সোয়োজোভ্' গৃহে কবির বিদায় সম্মিলনের বিরাট আয়োজন হয়। এই সৌধটি পূর্ব্বে বড়লোকদের আড্ডাঘর ছিল। দুই সহস্রাধিক ব্যক্তি ইহার দালানে সমবেত হয়। মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথকে মধ্যে বসাইয়া চারিদিকে মস্কোর বহু জ্ঞানী ও গুণী বসিয়াছিলেন। অধ্যাপক পেট্রোভ্ বিদায় অভিভাষণে কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। সর্ব্বজন-পরিচিত রাশিয়ার কবি সীঙ্গেল (Shingale) সদ্য রচিত 'রবীন্দ্র প্রশস্তি' কবিতাটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি আর্য্য সভ্যতার সহিত এই নব্য জ্ঞানের অভ্যুদয়ের অপূর্ব্ব সংযোগ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইহার পরই বর্কটমান (Borchtman)-এর অধিনায়কত্বে গানের মজলিসে কবিকে আপ্যায়িত করা হয়। বর্কটমান স্বয়ং পিয়ানো বাজান, অপূর্ব্ব স্বরলহরী সেই যন্ত্র হইতে উত্থিত হইয়া শ্রোতাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল। লেখক গলপেরিণ রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার রুশ ভাষায় অনুবাদ, পর পর পাঠ করেন। ভাগটানোভ্ থিয়েটারের বিখ্যাত নট রুশলানোভ্ কবির দুইটি গদ্য রচনাংশ আবৃত্তি করেন।

তারপর সেই সঙ্গীত জলসার তৃতীয় পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রন্থকার ও গীতরচয়িতা (Dzegelyanka) ডিজেগ-লিয়াঙ্কা পিয়ানো বাজান ও আবৃত্তি করেন। কজলোভিস্কী (এরিও রিপাবলিকের শিল্পী) কবির সম্মানে আবৃত্তি করেন। কবিও তাঁহার বর্ষামঙ্গলের দুইটি বাংলা কবিতা পাঠ করেন। তাহা শ্রবণে সভাগৃহ আনন্দরবে মুখরিত হইয়া উঠে। বিরামের পর রাশিয়ার পল্লীগীতকার জাগোরাস্কী নৃত্য ও গীতে কবিকে তৃপ্তিদান করেন। রীয়াব্‌টসেভ্ (Reyabtsev) মস্কো অপেরা হাউসের নৃত্যশিল্পীদের লইয়া পল্লীগীত ও নৃত্যের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। য়িয়াব্লচ্‌কা (Yablotchka) নামের বিখ্যাত নর্ত্তক নাবিকদের বেশে 'আপেল' নৃত্য দেখাইয়া সকলকে মোহিত করেন। সুগায়িকা ম্যাদাম সের্ট্‌সেঙ্কো (Chertchenko) রাশিয়ার পল্লীগীত কবিকে শুনাইলেন। অবশেষে পিয়াটিনিট্স্কীর

অধিনায়কত্বে ইউনাইটেড্ সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তর ও মধ্য প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদের স্বদেশীয় নানা প্রকার পল্লী নৃত্য ও গান করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ মস্কো নগর ত্যাগ করিয়া বার্লিনে আগমন করেন। যাত্রার পূর্ব্বে মস্কোর বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ইজভেষ্টিয়া' (Izvestia) আরও অন্য অন্য সংবাদদাতাগণের নিকট তাঁহার রুষিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি নূতন সোভিয়েট সভ্যতার আশ্চর্য্য সৃষ্টিশক্তির অজস্র প্রশংসা করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে দলীয় মনোভাব এবং দমননীতির বিষয়েও তাঁহাদের সতর্ক করিয়া দেন। মস্কো হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এ লিখিত পত্রে তাঁহার সেই সব মত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বপর্য্যটন বিষয়ে কবি একবার লিখিয়াছেন, "আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

বার্লিনের ওয়ান্‌সী পল্লীতে ডাঃ ও মিসেস্ মেনডেল দম্পতি-দ্বয়ের অতিথি রূপে চার দিন একেবারে পূর্ণ বিশ্রাম করিয়া শরীর মন তাজা করিয়া ফেলিলেন। তারপর আমেরিকাভিমুখে চলিলেন। ৩রা অক্টোবর আমেরিকা যাত্রা করেন।

আমেরিকায় ষষ্ঠবার

২৫শে নভেম্বর নিউইয়র্কের চারশত জ্ঞানী ও গুণীজন এক বিরাট সাধারণ ভোজে কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ১লা ডিসেম্বর

সুবৃহৎ কার্ণেগি হলে "দি ডিসকাসেন গিল্ড" নামে বিশ্বজন সভা এবং আমেরিকার "দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটী" একযোগে কবির সম্বর্দ্ধনার বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। উইলিয়মষ্টাউনে কবি কিছুদিন নিভৃতে বাস করেন ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক প্রাট্-এর সহিত আলাপ আলোচনা করেন। এই সময়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজও তাঁহাদের সহিত ছিলেন। সেখান হইতে মাউণ্ট হোলিওকে মহিলা কলেজ-এর প্রেসিডেণ্ট উলী-র আহ্বানে কবি বক্তৃতা দিতে যান এবং সেস্থানে দু'দিন বিশ্রাম করেন। ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে বহু সাহিত্যিক ও জ্ঞানীর সহিত আলাপ আলোচনাদি হয়। শারীরিক ক্লান্তিবশতঃ জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বষ্টন্ সহরে কবির চিত্রের প্রদর্শনী হয়, ডাক্তার কুমারস্বামী এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পীরূপে জানিয়া বষ্টনবাসী কবির নূতন প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পরে নিউ ইয়র্ক সহরেও কবির চিত্রের প্রদর্শনী হয় এবং কবি ফিলাডেল্ফিয়া যাইবামাত্রই সেখানেও কবির নবাঙ্কিত ছবিগুলি স্থানীয় চিত্রভবনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্রগুলি দেখিয়া আমেরিকাবাসীরা যে কেবল আনন্দিত হইয়াছিল তাহা নয়, চিত্রশিল্পজগতে এক অপূর্ব্ব নূতন ধারার ছবি দেখিতে পায়।

ফিলাডেল্ফিয়ায় কবি কোয়েকার সম্প্রদায়ের অতিথি ছিলেন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক নগরে অন্ধ ও বধির মহীয়সী নারী ডাঃ হেলেন কেলারের সহিত রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী হেলেন কেলার কলিকাতায় আগমন করেন এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের উল্লেখ করেন।

এবং প্রসিদ্ধ কোয়েকার দার্শনিক রুফস্ জোন্স্-এর সহিত ভারতীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে কবিকে প্রেসিডেণ্ট হুভার হোয়াইট হাউসে স্বয়ং অভ্যর্থনা করেন ; সেখানে তাঁহাদের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সঙ্গে ডাক্তার অমিয় চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত আরিয়ম উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইয়র্কে কবি তাঁহার বন্ধু এলমহার্ষ্টের বাড়ীতেই অবস্থান করেন—তখন এলমহার্ষ্ট দম্পতী ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কবির আরাম ও সুখের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সঙ্গে ডাক্তার হ্যারি টিম্বার্স সর্ব্বদাই থাকিতেন—শ্রীনিকেতন গঠনে এই মার্কিণ কর্ম্মী কবিকে বহু সাহায্য করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ডাক্তার টিম্বার্সকে দু'এক বৎসর পরেই পুনর্ব্বার রাশিয়ায় ফিরিয়া যাইতে হয় ; এবং জনসাধারণের রোগ-সেবার ও শুশ্রূষা কার্য্যের কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকাতে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ভারত-প্রেমিক আমেরিকান পুরুষকে রবীন্দ্রনাথ বড় স্নেহ করিতেন।

নিউ-ইয়র্কে প্রসিদ্ধ পি-ই-এন্ ক্লাবে লেখকগণ কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সিন্‌ক্লেয়র লিউইস, থিওডর ড্রাইসর্ প্রভৃতি বিখ্যাত মার্কিণ লেখকদের সঙ্গে কবির কথাবার্ত্তা, আলোচনা ও পরিচয় হইয়াছিল। নিউ-ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সহিত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল ; তাহা ছাড়া অন্ধ মহীয়সী নারী হেলেন কেলার্-এর সঙ্গেও কবির কথাবার্ত্তা হয়।

আমেরিকা হইতে বিদায়ের পূর্ব্বে নিউ-ইয়র্কে কবির সম্মানার্থে আর একটি বৃহৎ সম্বর্দ্ধনা সভা ও উৎসব হইয়াছিল।

আমেরিকা হইতে কবি সোজা ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রবাসে তিনি বেশীদিন কখনই থাকিতে পারিতেন না, বাঙ্গলাদেশের পল্লীছবি এবং আপন লোকের টান তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিত। এবারে তিনি আর দেরী করিলেন না—ইংলণ্ডের টিল্‌বরি হইতেই জাহাজ বদল করিয়া শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের সহিত দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণ

পারস্যের মহামান্য নৃপতি রেজা শা পহ্‌লভি কবিকে তাঁহার রাজ্যে আগমন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। ১১ই এপ্রিল ১৯৩২ সালে, বাহাত্তর বৎসর বয়সে কবি দমদমের বিমান-পোতাশ্রয় হইতে বিমানপোতে উড্ডীন হইয়া অন্তরীক্ষ দিয়া পারস্য দেশে যাত্রা করেন। প্রাতে আমি সপরিবারে দমদমার এরোড্রোমে উপস্থিত হইয়া কবিকে বিদায় সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন করিয়া আসি। কবির উৎসাহ ও উদ্যম সকল দর্শককে বিস্মিত ও অভিভূত করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় গমন করেন।

কবির বিমানপোত পারস্য রাজ্যের সীমার উপর আসামাত্রই পারস্য সরকার ঊর্দ্ধ আকাশেই স্বাগত বাণী বেতারে কবিকে জ্ঞাপন করাইলেন। ১৩ই এপ্রিল বুসায়ারে কবি বিমানপোত হইতে অবতীর্ণ হন। বুসায়ারের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা কবিকে অভ্যার্থনা করেন এবং রাত্রে নগরের সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি ভোজে সমবেত হইয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ১৬ই এপ্রিল কবি মোটরে সিরাজে পৌঁছান। হাফিজ ও সাদীর দেশে উপনীত হওয়াতে কবির মন যেন সরস ও তাজা হইয়া উঠিল। তিনি বাস্তবিক চিত্তে অপার আনন্দ উপভোগ করেন। সাদী ও হাফিজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় কবি

ছিলেন, শিশুকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ হাফিজের পারসিক কবিতা পিতৃদেবের কণ্ঠে শ্রবণ করেন। ইরাণের মহাকবিদ্বয়ের সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়া বাংলার কবি তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। সুরম্য উদ্যানে বহুমূল্য গালিচা পাতা হইয়াছিল—সেইখানে সিরাজের দেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দনপত্র দান করেন, পাশেই বৃক্ষচ্ছায়াবৃত সমাধিস্থান। পারসিক কাব্যের উৎকর্ষ ও মাধুর্য্য এবং সুফী ধর্ম্ম ভাবের প্রাচুর্য্যের কথা কবি অকাতরে বলিলেন। ২২শে এপ্রিল কবি ইস্পাহানে গমন করেন। পথিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ জগৎপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পার্সেপলিস্ সহরের ধ্বংসাবশেষের নিকট কিছু সময় অতিবাহিত করেন। সেখানে তখন বিখ্যাত জার্ম্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার হের্ট্স্ফেল্ড্ গবেষণা ও খননকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মাটির নীচে পুরাকালের সম্রাটদিগের নবাবিষ্কৃত রাজদরবারের স্থানটিতে তিনি ভারতবর্ষের ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গেলেন। এখানে রাজার পক্ষে এবং পৌর সভার উদ্যোগে দুইটি পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানে কবিকে রাজোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। ইস্পাহান পারস্য দেশের শিল্পকলা ও বিবিধ কারুব্যবসায়ের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এখানে কবিকে উৎকৃষ্ট প্রাচীন চিত্র এবং বহুমূল্য কার্পেট প্রভৃতি দেখানো হয় এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া তিনি সহরের অপূর্ব্ব মনোহর পুরাতন স্থাপত্য পরিদর্শন করেন। প্রাদেশিক ছোট লাটের সৌধেই কবির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়।

১৯৩২ সালে ৭২ বৎসর বয়সে পারস্য ভ্রমণ কালে রবীন্দ্রনাথ।
পার্শ্বে উপবিষ্টা শ্রীমতী প্রতিমা কুর ঃ পশ্চাতে ড অমিয় চক্রবর্ত্তী ও

রাজধানী তেহেরানে কবি এক পক্ষ ছিলেন। নিত্যই সম্বর্দ্ধনা ভোজে ও সাধারণ সভায় কবিকে অভিনন্দিত করা হইত। পারস্য রাজসরকার স্বাধীন নৃপতির ন্যায় কবিকে সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের দ্বারা সাদর সম্বর্দ্ধনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছিল। পৌর সভার বিরাট সভায় পৌরবাসীগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংবাদপত্র সমস্তই রবীন্দ্রনাথের আগমনকে পূর্ব্বাকাশে সর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক (Greatest Star shining in the Eastern Sky) কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে বলিয়া অভিনন্দন করে। ২রা মে পারস্যের নৃপতি রেজা শা পহ্লভির সহিত কবির দেখা সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আলাপ ও আলোচনা চলিয়াছিল। কবি ইরাণ দেশের সম্মানে একটি কবিতা লিখিয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিলেন।

চিরপ্রসিদ্ধ গোলাপ-আতরের দেশে, বিলাসিতার উৎস-স্থানে, মনোরম পারস্য দেশের ঐশ্বর্য্যের লীলাক্ষেত্রে কবি ২৫শে বৈশাখ যাপন করিলেন। ৭ই মে রাজসরকার ও পৌরবাসী বাঙ্গলার কবির জন্মদিন এক মহৎ উৎসব দিনে পরিণত করিয়া ফেলিল। বহু নরনারী কবির অবস্থানের উদ্যান বাটিকায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মান জানাইয়া গেলেন; পুষ্পে, উপহারে কবির ঘর ভরিয়া গেল। কবির স্বলিখিত পারস্য-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সেখানকার চিত্রময় বর্ণনা পাওয়া যাইবে। দুই প্রাচীনতম প্রতিবেশী সভ্যতার নূতন মিলন

স্থাপনায় কবি এশিয়ার বৃহৎ ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করিলেন। সঙ্গীতে, চিত্রে এবং কাব্যে পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষের কত আদান প্রদান হইয়াছে সে বিষয় তিনি বক্তৃতায় প্রকাশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব-দক্ষিণ এশিয়ার (চীন, জাপান, মালয়, জাভা, বালী, শ্যাম, কাম্বোজ, ভিয়েটনাম, সিংহল, বার্ম্মা) রাষ্ট্র-গুলি লইয়া যে বিরাট রাষ্ট্র-গোষ্ঠী স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়া তাহার পত্তনের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়ক জহরলাল সুদৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন—২০শে এপ্রিল ১৯৫৫, ব্যাংডঙ্গে বসিয়া।

সুফী ধর্ম্ম-সাধনা ভারতেরই সিন্ধু প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছিল, এই দুই ধর্ম্মের সমন্বয় ও মৈত্রীভাবের পরিচয় মানুষের মূলগত ঐকাত্ম্যবোধকে বিকাশ করে। সাধন-ধারার প্রভেদ থাকিবেই, ধর্ম্মের বৈচিত্র্যও রক্ষণীয়, কিন্তু 'মানুষের ধর্ম্ম"—দানে, প্রেমে, ত্যাগে, কর্ম্মে ও ভক্তিতে বিচিত্রভাবে অন্তর্নিহিত ঐক্যকেই প্রকাশিত করে—ইহাই ছিল কবির বক্তব্য। তেহেরাণের পণ্ডিতেরা অকুণ্ঠচিত্তে ভারতের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা প্রাপ্তির কথা বলিলেন। সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, চিত্রে পারস্যদেশ প্রতিবেশী প্রাচীন ভারতের কাছে কতভাবে ঋণী তাহাও পারস্যবাসীরা বলিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে দুই সভ্যতার মহামিলন উৎসব সম্পন্ন হইল। উদার উন্নতিশীল সম্রাট রেজা শা পহ্লভি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া এশিয়ার রাষ্ট্র-গুলির ও নর-নারীর মধ্যে ঐক্যের বীজ বপন করিলেন।

ইরাক

তেহেরান্ হইতে কবি কাস্বিন, কেরমান ও হামাদাদ—(মহাবীর আলেক্জান্দারের অভিযানের ইতিহাস সেই বিখ্যাত "এক্বাতানা" আধুনিক হামাদাদ সহরের নামের সহিত জড়িত)—অতিক্রম করিয়া ইরাক্ রাজ্যের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বোগ্দাদ

পূর্ব্ব হইতেই ইরাকের রাজা ফইজল্ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার রাজধানী বোগ্দাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পারস্যদেশ হইতে কবি মোটর ও ট্রেণযোগে বোগ্দাদে পৌঁছিলেন; সেখানে বিরাট সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সহরের মধ্যে এবং আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত বোগ্দাদ রাজধানীতে কবিকে পাইয়া যেন অতীত ও বর্ত্তমান এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আকরকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাজদরবারে কবি আমন্ত্রিত হইলেন, সেখানে রাজা ও অমাত্যগণের সহিত এক সন্ধ্যায় আহার করিলেন—নানাবিধ উৎসবেরও আয়োজন ছিল। বোগ্দাদ হইতে কিছু দূরে সুন্দর উদ্যানসৌধে নিভৃত আলাপের জন্য রাজা ফইজল্ কবিকে লইয়া গেলেন, সারাদিন তাঁহারা সেখানে কাটাইলেন। বোগ্দাদের ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায় বিশেষভাবে কবির সম্মান প্রদর্শনে উদ্যোগী হইলেন—ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ হইতে আগত প্রবাসী নর-নারী কবিকে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সহরের বৃহত্তম উদ্যানে একটি জনসভা হয়— সেখানে সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং পুষ্পসজ্জার আয়োজনে সমস্ত বোগ্‌দাদ সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর বোগ্‌দাদ হইতে এরোপ্লেনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন. কবির ইচ্ছাক্রমে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার অমিয় চক্রবর্ত্তী প্রাচীন ব্যাবিলন্‌, নিনেভা এবং উর দেখিবার জন্য আরো কিছুদিন থাকিয়া গেলেন। তাঁহারা বস্‌রা হইয়া ভারতবর্ষে ফেরেন।

এইভাবে কবির পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ সম্পন্ন হইল। এশিয়ার প্রতিবেশী তিনটি সভ্যতার মধ্যে নূতন যোগ স্থাপিত হইল। বৃদ্ধ বয়সেও কবি বিশ্বভারতীর আদর্শের পূর্ণতর বিকাশের উদ্দেশ্যে শান্তি-মৈত্রী-প্রীতির অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন— এবং তাঁহার বাণী ও অনুপ্রেরণা বহু সহস্র মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া গেল। আকাশপথে ভ্রমণকালে সময় সময় বিমানপোত হঠাৎ বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাওয়ায় তিনি মাঝে মাঝে ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন; সমগ্র পারস্য দেশের বন্ধুর শৈল-উপত্যকা-পথে মোটরে ভ্রমণ করাতে ক্লান্তি অনুভব করেন। কিন্তু অজেয় চিন্তা-শক্তি, মনোবল ও সুপ্ত আনন্দের সাধনা-বলে ভ্রমণের ক্লেশ কবি হেলায় জয় করিলেন এবং তিনি যেন এক নবীন শক্তি লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ ভারত বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত। ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়, বিশ্বে ভারতের কৃষ্টির ও বাঙ্গলা ভাষার মাধুর্য্য

বিতরণের নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথ আমরণ লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তিনি ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি কবি, তিনি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; সেইজন্য আমরা আজ বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব না পাইলেও, তাঁহার কল্পনা, ভাব ও বিশ্বপ্রেম যে সমগ্র বিশ্বের আজ আদর্শ ও অনুকরণীয়, তাহা সপ্রমাণিত। আজ ভারতের অধিনায়কত্বে পূর্ব্ব-এশিয়াতে শান্তি অভিযান প্রেরিত। ভারতের তত্ত্বাবধানে কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত। কবি চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়, তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী চির পুণ্য থাকুক।

আজ হইতে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ১৯০৫ সালে রাখীবন্ধন দিনের মন্ত্র সার্থক হউক :—

'বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান ॥'

বন্দে মাতরম্।

বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

দেশ : কার্ত্তিক, ১৩৪৯

রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে দেশ হইতে দেশান্তরে ভারতের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং কি ভাবে বিশ্বের সভায় ভারতবর্ষকে উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা এই গ্রন্থে নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবাসী : মাঘ, ১৩৪৯

লেখক বহু পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া পুস্তকটি প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের জীবন সকল দিক হইতে আলোচনা করিবেন. পুস্তকখানি তাঁহাদের নিকট মূল্যবান।

প্রবর্ত্তক : বৈশাখ, ১৩৫০

বিভিন্ন দেশ ও মানুষের কাছে ভারতের আত্মাকে, তাহার শাশ্বত সংস্কৃতিকে কি সুন্দরভাবে কবি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এই পুস্তকে মিলিবে।

যুগান্তর : ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

দ্বাদশবার বিদেশ-ভ্রমণ করিয়া বিশ্বের গুণীসমাজে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত পুস্তক-গুলির মধ্যে এই বইটিও বিশেষ স্থান লাভ করিবে।

The Amrita Bazar Patrika : November 8, 1942 :

The writer, who is adept in travel literature, narrates how Rabindranath won respect and love from persons of all ranks in foreign countries. The book contains graphic description of how Rabindranath upheld the honour of Bengali language and nation outside India.